

দিল্লিতে আপকে সমর্থন ঘোষণা তৃণমূলের, ‘মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ’ কেজরির



নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে অরবিন্দ কেজরিওয়াদের আম আদমি পার্টিতে সমর্থন করবে তৃণমূল কংগ্রেস। সূত্রের খবর, রাজধানীতে কোনও আসনে প্রার্থী দেবে না তৃণমূল। কেজরিওয়াদের দলের হয়ে প্রচার করবে রাজ্যের শাসকদল। নিঃশর্ত সমর্থনের জন্য তৃণমূলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছেন কেজরিওয়াল। খুব শক্তিশালী না হলেও দিল্লিতে কমবেশি সংগঠন রয়েছে তৃণমূলের। ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে শেষবার বাংলার শাসকদল রাজধানীর ভোট ময়দানে নেমেছিল। সে বার বিশেষ সাফল্য না এলেও দিল্লির রাজনীতিতে পরিচিত অনেকেই পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। তাছাড়া দিল্লির বেশ কয়েকটি বিধানসভায় ভালো সংখ্যায় বাংলাভারীর বাস। ফলে বিধানসভা ভোটের তৃণমূলের সমর্থন নিঃসন্দেহে খানিকটা হলেও সুবিধা দেবে আপকে। এর আগে সমাজবাদী পার্টিও আপকে নিঃশর্ত সমর্থন করার কথা ঘোষণা করেছেন। এদিন তৃণমূলের সমর্থনের কথা ঘোষণা করে কেজরিওয়াল সোশাল মিডিয়ায় বলেন, তৃণমূল দিল্লিতে আপকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মমতা দিদির প্রতি কৃতজ্ঞ। দিদি আপনাকে ধন্যবাদ। সময় ভালো হোক বা খারাপ, আপনি সবসময় আমাদের সমর্থন করেছেন। দিল্লিতে মমতার কেজরিওয়ালকে সমর্থন করা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রাজধানীতে ইন্ডিয়া জোটের আর এক শরিক কংগ্রেসও ল আছে। তৃণমূল এবং সমাজবাদী পার্টি দুই দলই তাৎপর্যপূর্ণভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন না করে ‘দল’ আপকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আসলে ইন্ডিয়া জোটের কংগ্রেস বেশ কিছুদিন ধরেই কোণঠাসা। বিশেষ করে হরিয়ানা এবং মহারাষ্ট্রের ভোটের ভরাডুবি পর কংগ্রেসকে শক্তিশালী আঞ্চলিক দলগুলি সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে না। আপ আবার দিল্লি ভোটারের আগে কংগ্রেসকে ইন্ডিয়া জোট থেকে পুরোপুরি বের করে দেওয়ার পক্ষে সংয়াল করেছিল। দিল্লির ভোটে আপকে সমর্থন করে তৃণমূলও বুঝিয়ে দিল, ইন্ডিয়া জোটের আঞ্চলিক দলগুলিকেই বেশি গুরুত্ব দেবে তারা।

দুলাল খুনে মূলচক্রী নরেন্দ্রনাথ- স্বপন শর্মা, স্পষ্ট নয় মোটিভ



দুস্ত বার্তা, মানদহ, ৮ জানুয়ারি : মালদহের কাউন্সিলর খুনের পর কেটে গিয়েছে ৬ দিন। পুলিশের জালে ধরা পড়ছে মোট ৭ জন। তার মধ্যে রয়েছে দুই মূলচক্রী। তবে এখনও স্পষ্ট নয় খুনের কারণ। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার। গত ২ জানুয়ারি, মালদহের ইংরেজবাজার পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর দুলাল ওরফে বাবলা সরকার খুন হন। ওইদিন সকালে নিজের কারখানায় যাচ্ছিলেন কাউন্সিলর। পাইপ লাইন মোড়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে নামেন। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে করে আসা চার দুষ্কৃতী কাউন্সিলরকে গাওয়া করে। গাড়ি থেকে নেমেই কাউন্সিলর তাঁর কারখানার উলটে দিকে একটি দোকানে দৌড়ে যান। বাটার চেষ্টা করেন। দুষ্কৃতীরাও ওই দোকানের ভিতরে ঢুকে যায়। কাউন্সিলরকে লক্ষ্য করে ৪ রাউন্ড গুলি চালায়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় কাউন্সিলরের। এই ঘটনায় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জেলা পুলিশ সুপারকে ‘বলে কটাক্ষ করেন। তবে বুধবার এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার জানান, জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে তদন্ত চলছে। একে একে ধরা পড়ছে অভিযুক্তরা। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার মোট ৭। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ আরও জানান, বাবলা ওরফে দুলাল সরকার খুনে মূল অভিযুক্ত নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারী। তিনি মানদহ টাউনে তৃণমূল সভাপতি তথা হিদি সেলের জেলা সভাপতি। অপর মূলচক্রী স্বপন শর্মা। ম্যারান জেয়ার পর দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। স্বপন শর্মা কুখ্যাত দুষ্কৃতী। তার বিরুদ্ধে বোমাবাজি-সহ একাধিক অপরাধমূলক কাজে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে। এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতীম সরকার আরও জানান, দুলালকে খুনে ৫০ লক্ষ টাকা সুপারি দেওয়া হয়। নরেন্দ্রনাথ ও স্বপন সুপারি দিয়েছিল। খুনের আগে বেশ কয়েকদিন রেহীক করে দুষ্কৃতীরা। তারপর খুন করা হয় কাউন্সিলরকে। তবে ৬ দিন কেটে গেলেও, কী কারণে খুন হলেন কাউন্সিলর তা স্পষ্ট নয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সংক্রান্ত আরও তথ্যের খোঁজ চলছে বলেই জানানো হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় দেড় লক্ষ পর্যন্ত নিখরচায় চিকিৎসা, ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : পথ দুর্ঘটনায় আহতদের দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত চিকিৎসার খরচ দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় পরিবহনমন্ত্রী নীতীন গডকড়া। তিনি বলেন, গত বছর মার্চ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছিল প্রকল্পটি। এবার দেশজুড়ে তা চালু করা হচ্ছে। নয়া এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের যে কোণেও রাস্তায় গাড়ি দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার খরচ বহন করবে কেন্দ্রীয় সরকার। শুধু তাই নয়, পথ দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে। প্রতিবছর সারা দেশে পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন লক্ষাধিক মানুষ। আহতের সংখ্যাটা তার চেয়েও বেশি। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে আহতদের পরিবারগুলির পাশে দাঁড়াতে এই উদ্যোগ সরকারের। জানা যাচ্ছে, দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত এই কাশলেস চিকিৎসা দুর্ঘটনার পর প্রথম ৭ দিন পর্যন্ত পাওয়া যাবে। নাশনাল হেলথ অথরিটি, পুলিশ, হাসপাতাল ও রাজ্য স্বাস্থ্য বিভাগ মিলিতভাবে গোটা বিষয়টি দেখবে। অনলাইনের মাধ্যমে পথ দুর্ঘটনায় আহতরা চিকিৎসার সুবিধা নিতে আবেদন



করতে পারবেন অনলাইনের মাধ্যমে পরিবহন দপ্তরের পোর্টালে দুর্ঘটনার যাবতীয় রিপোর্ট পাঠাতে হবে আহতকে। এর পর তা খতিয়ে দেখে চিকিৎসা সংক্রান্ত সুবিধা দেওয়া হবে আহতকে। গত বছরের ১৫ মার্চ পরীক্ষামূলকভাবে চণ্ডীগড় এই প্রকল্প শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার। পরে দেশের আরও ৬ রাজ্যে তা চালু করা হয়। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল আহত ব্যক্তির চিকিৎসার পথে অর্থ যাতে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়। এবং দ্রুত যাতে চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু করা যায়। সম্প্রতি এই বিষয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতীন গডকড়া। সেখানে এই প্রকল্প নিয়ে বিশদে জানানোর পাশাপাশি পথ নিরাপত্তার বিষয়ে জনগণকে সতর্ক হওয়ার আবেদন জানান। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, ২০২৪ সালে পথ দুর্ঘটনায় ১.৮০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। যার মধ্যে ৩০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে হেলমেট না পাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, দুর্ঘটনার কয়েক পড়া ৬৬ শতাংশের বয়স ১৮ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে।

সন্তোষজয়ী ফুটবলারদের দিলেন সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র

মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে ছেলেবেলার গানে মাতলেন জুন-ব্রাত্য-ইন্দ্রনীলরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : মঞ্চে বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন প্রশাসনের তাবড় কর্তারা। তাদের সামনেই গান ধরলেন অভিনেতা-সাংসদ দেব। শোনালেন ‘ও মধু ও মধু আই লাভ আউ, আই লাভ আউ।’ তবে গান ধরার আগে জডোসডোভাবে জানালেন, সিএমের সামনে সত্যি সব গুলিয়ে যায়। তবে একা দেব নন, গানের সুরে নট্টালজিয়ার ডুব দেন ব্রাত্য বসু, ইন্দ্রনীল সেন থেকে জুন মালিয়া, সায়াস্তিকারা সহ আরও অনেকে।



যায়। কিন্তু তাতেও ছাড়তে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তখন দেব বলেন, একটা গান আমার মাথায় এসেছে, কিন্তু এটা গাইলে এখন থেকেই ট্রোল হতে শুরু করব! এ প্রসঙ্গে বলতে দিয়ে ২০১১ সালের শহিদ দিবসের মঞ্চে ‘পাগলু ডান্ড’ প্রসঙ্গও টেনে আনেন। বলেন, ২০১১ সালে শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে পাগলু ডান্ড গানটার হয়েছিল। এনিয় ট্রোল হয়েছে। আসলে লক্ষ লক্ষ দর্শক গানটা গেয়ে উঠেছিল। এদিন ইন্দ্রনীল সেন তাঁকে ‘কে তুমি নন্দিনী’ গানটি গাইতে অনুরোধ করেন। দুই লাইন সে গান গেয়ে তারপরই ‘ও মধু’ গানটা ধরেন দেব। আর তাতেই উদ্দামদাই মেতে ওঠে অভিনেত্রীরা। বুধবার ধনধান্য অভিনেত্রীরা মুখোমুখি

সমারোহে সন্তোষ কাপ জয়ী বঙ্গ ফুটবলারদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন তাঁদের সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুও হয়ে যায়। শনিবারই আইএফএ দফতরে সরকারি কাগজপত্রে এই করেন ফুটবলাররা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বাংলার ফুটবলারদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন। ধনধান্য অভিনেত্রীরা সন্তোষজয়ী ফুটবলারদের স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হল। কোচ সঞ্জয় সেনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রায় সব ফুটবলার। অধিনায়ক চাকু মাভি, সৌভ সামন্ত, আদিত্য পাত্রা পাশে উপস্থিত ছিলেন দেব, জুন মালিয়ারা। ফুটবলাররা পুলি

শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী সাব-ইন্সপেক্টর ও কনস্টেবলের পদে চাকরি দেওয়া হচ্ছে। সঞ্জয় সেনের কোচিংয়ে দীর্ঘদিন পর সন্তোষ ট্রফি জিতেছে বাংলা। তারপরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেচ্ছা জানিয়ে এক হ্যান্ডশেল লিখেছিলেন, ‘রবি হাঁসদার দূরত্বে গেলো জয় নিশ্চিত হল, যিনি টুর্নামেন্টে সর্বাধিক ১৩টি গোল করে গোল্ডেন বুট পেয়েছেন। কোচ সঞ্জয় সেনকে আন্তরিক অভিনন্দন।’ পরে তাঁদের সঙ্গে নবান্নে দেখাও করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫০ লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কারও ঘোষণা করেন। ক্রীড়া মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাসকে নির্দেশ দিয়েছিলেন সবার সরকারি চাকরির ব্যবস্থা করার জন্য।

দেশজুড়ে ট্রাক্টর র্যালি, সাধারণতন্ত্র দিবসে বড়সড় বিক্ষোভ কর্মসূচি কৃষকদের

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : পাঁচ দফা দাবিতে ফের পথে নামছেন কৃষকরা। আবারও সাধারণতন্ত্র দিবসে রাজধানী দিল্লির জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়ার আশঙ্কা। আগামী একমাসে দেশজুড়ে একাধিক কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন কৃষকরা। কৃষকদের যৌথিত কর্মসূচি অনুযায়ী, আগামী ১৩ জানুয়ারি দেশের গ্রামে গ্রামে নতুন কৃষি নীতির খসড়া পোড়ানো কৃষকরা। দেশজুড়ে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। ২৬ জানুয়ারি অর্থা সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশজুড়ে ট্রাক্টর মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে কৃষকদের সংগঠন সংযুক্ত কিষান মোর্চা (অসহযোগিতা)। ওইদিন ফের পাঞ্জাব ও হরিয়ানার কৃষকরা রাজধানী দিল্লিতে প্রবেশ করতে পারেন। কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকারকে যদি এ পর্যন্ত কোনও গণঅদোলন বিব্রত করে থাকে, সেটা কৃষক বিক্ষোভ। ২০২১ সালে কৃষকদের আন্দোলনের জেরে কৃষি



আইন প্রত্যাহারও করতে হয় কেন্দ্রকে। কিন্তু তারপরও সমস্যা মোটানো যায়নি। এখনও পাঞ্জাব-হরিয়ানার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে কেন্দ্রবিরোধী বিক্ষোভে কৃষকরা। কৃষক নেতা জগজিৎ সিং দাল্লোওয়াল এখনও অনশনে। এখনও এমএসপিআই নীতি-সহ মোট পাঁচটি দাবিতে আন্দোলন করছেন

কৃষকরা। দীর্ঘদিন ধরে পাঞ্জাবে অনশনে কৃষক নেতা দাল্লোওয়াল। এমনকী সুপ্রিম কোর্টও কৃষকদের বিক্ষোভ নিয়ে কেন্দ্রকে বিধেছে। শীর্ষ আদালত একপ্রকার বলে দিয়েছে, কৃষক আন্দোলন দমন করার কোনও সদিচ্ছাই সরকারের নেই। এই পরিস্থিতিতে সরকারের যুগ ভাঙতে ফের পথে নামছেন কৃষকরা।

শিশমহল’ বিতর্কে উত্তপ্ত দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : ভোট ঘোষণা হতেই দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন নিয়ে ফের সরগরম রাজধানীর রাজনীতি। বুধবার সাতসকালেই পাল্টা চালে বিজেপিকে কাত করল আম আদমি পার্টি। মুখ্যমন্ত্রীর বিলাসবহুল বাসভবন নিয়ে গেরুয়া শিবিরের পালাটা হিসাবে এদিন সাংবাদিকদের নিয়ে বাসভবনের গেটের সামনে হাজির হন আপ সাংসদ সঞ্জয় সিং ও আপ মন্ত্রিসভার সদস্য সৌরভ ভরদ্বাজ। কিন্তু বাসভবনের গেটেই তাঁদের আটকে দেয় অমিত শাহর পুলিশ। উপরাজ্যপালের অনুমতি ছাড়া মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে প্রবেশ করা যাবে না বলে জানায় পুলিশ। বাধা পেয়ে আপ সাংসদের অভিযোগ, দিল্লির মানুষকে ভুল বোঝাতে বাসভবনটি নিয়ে মিথ্যা প্রচার করছে বিজেপি। তাই দিল্লি-সহ দেশের মানুষের কাছে মিথ্যা প্রচার করতেই সংবাদমাধ্যমকে নিয়ে তাঁরা এসেছিলেন।

মনমোহনের মৃত্যুর পরই ভিয়েতনাম ভ্রমণে রাহুল!

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : এবার পুরোপুরি কংগ্রেসের বিরোধিতায় নেমে পড়লেন প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তুললেন, মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের মাত্র কয়েকদিন পর রাহুল গান্ধী বিদেশ ভ্রমণে চলে গেলেন কেন? তাঁর খোঁচা, আর ক’টাদিন অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি হতো। মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের পর তাঁকে নিয়ে বিস্তারিত রাজনীতির টানা পড়েন হয়েছে। কংগ্রেস অভিযোগ করেছিল, মনমোহনের সমাধি এবং স্মৃতিসৌধ নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান অপমানজনক। নিগমবোধ ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করে অপমান করা হয়েছে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে। শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় এবার কংগ্রেসকেই পাষ্টা প্রশ্ন করলেন। প্রণবক্যার প্রশ্ন, মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণের মাত্র কয়েক দিন পরই রাহুল গান্ধীর ভিয়েতনাম যাওয়ার খুব কি প্রয়োজন ছিল?



আসলে নতুন বছরে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর ভিয়েতনাম সফর পূর্ব নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ২৬ ডিসেম্বর আকস্মিকভাবে প্রয়াত হন মনমোহন। ২৮ ডিসেম্বর তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু রাহুল গান্ধী নিজের ভিয়েতনাম সফর বাতিল করেননি। রাষ্ট্রীয় শোক শেষ হওয়ার আগেই বিদেশে উড়ে যান কংগ্রেস নেতা। শর্মিষ্ঠা মুখোপাধ্যায় বলে গেলেন, একজন সাধারণ নাগরিক হিসাবে এই প্রশ্নটা করতে আমি বাধ্য হচ্ছি। একজন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মারা গিয়েছেন। দেশে শোকপ্রকাশ করছে। সেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আবার আপনার দলেরই এত বড় নেতা। ঠিক সেসময় নতুন বছর উদযাপনের জন্য বিদেশে যাওয়ার কি খুব প্রয়োজন ছিল? আর ক’টা দিন অপেক্ষা করলে কি আকাশ ভেঙে পড়ত নাকি। শর্মিষ্ঠার দাবি, মনমোহনের অস্তিত্বময় সংগ্রহের সময়ও কোনও কংগ্রেস নেতা ছিলেন না। কি কারণে তারা ছিলেন না তা নিয়েও তিনি প্রশ্ন তোলেন।

মহম্মদ হাসান-রাজনাথ বৈঠক, দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বুধবার দিল্লিতে মালদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মহম্মদ হাসান মাদুমুরের সঙ্গে এক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মিলিত হন। উভয় নেতা প্রশিক্ষণ, নিয়মিত সামরিক মহড়া ও প্রতিরক্ষা প্রকল্প সহ বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার দিক খতিয়ে দেখেন।



তিন দিনের ভারত সফরে এসেছেন মালদ্বীপের প্রতিরক্ষামন্ত্রী। এই সফরে তিনি গোয়া ও মুম্বই সফর করবেন। ভারত এবং মালদ্বীপের মধ্যে আধ্যাত্মিক, ঐতিহাসিক, ভাষাগত এবং জাতিগত সম্পর্ক রয়েছে। মালদ্বীপ ভারতের ‘নেবারহুড ফার্স্ট’ নীতিতে একটি বিশেষ স্থান দখল করে, যার লক্ষ্য ভারত মহাসাগর অঞ্চলে স্থিতিশীলতা এবং সমৃদ্ধি আনা।

সন্দেশখালির ‘তরুণী’র বাড়িতে পুলিশি প্রহরার নির্দেশ হাই কোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : সন্দেশখালিতে তৃণমূল নেতা ও তাঁর দলবলের বিরুদ্ধে গণধর্মের অভিযোগ আনা তরুণীর বাড়িতে সর্বশ্রমের পুলিশি নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। ওই মামলার তদন্ত কর্তা এগোল তাঁর রিপোর্ট আগামী সোমবার পুলিশকে আদালতে জমা দিতে হবে। বুধবার ওই মামলার শুনানিতে বিচারপতির নির্দেশ, নির্ধারিতার বাড়িতে ২৪ ঘণ্টার পুলিশ নিরাপত্তা দিতে হবে। রাজ্যের আইনজীবীর তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনায় তদন্ত অনেকটা এগিয়েছে। চার্জশিট দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। আগামী সোমবার ওই মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে। হাই কোর্টে ওই তরুণী জানান, অভিযুক্তেরা তাঁকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য হুমকি দিচ্ছেন, অথচ পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করছে না। এর পরেই পুলিশের থেকে রিপোর্ট চেয়েছে আদালত। সঙ্গে তরুণীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তাঁর বাড়ির বাইরে পুলিশ প্রহরার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। প্রসঙ্গত, ২০২৪ সালের গোড়ায় সন্দেশখালিকাণ্ডে নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল রাজ্য। এলাকার ‘তৃণমূল নেতা’ শেখ শাহজাহানের বিরুদ্ধে রেশন দুর্নীতির তদন্তে এসে আক্রান্ত হন ইটি আধিকারিক ও আধাসৈন্য জওয়ান। তার পর আন্দোলনে নামেন ধীপ এলাকার বহু মানুষ। এলাকার অনেক কৃষিজমি জোর করে দখল করে মাছের ডেঁড়ি বানানোর অভিযোগে ওঠে শাহজাহান এবং তাঁর সঙ্গীদের বিরুদ্ধে। একই সঙ্গে তাঁর একাধিক শাগরেদের বিরুদ্ধে স্থানীয় মহিলাদের উপরে নির্যাতনের অভিযোগও সামনে আসে। এর কিছু দিন পরেই রাজ্য পুলিশের হাতে গ্রেফতার হন শাহজাহান ও তাঁর সঙ্গোপাঙ্গরা।

ভেসে গেল মক্কা! ভয়াবহ বর্ষণে বন্যা মদিনাতেও

মোদিনা, ৮ জানুয়ারি : সৌদি আরব বললেই মনে পড়ে মক্কা-মদিনা ও মরুভূমির কথা। কিন্তু উষ্ণায়নের ধাক্কায় পৃথিবীর এতকালের চেনা চোখরাটাই বিপর্য। এখন সেখানেই প্রবল বর্ষণের চোখরাঙানি। মক্কা ও মদিনার অধিকাংশ অঞ্চলেই সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ বন্যা। জেড্ডা শহরের পরিষ্কৃত ও অত্যন্ত উত্তেজকনক। বৃষ্টির সঙ্গে মুহূর্তই পড়ছে বাজ। বুধবার সকালেও বৃষ্টির খবর মিলেছে। সৌশাল মিডিয়া ছড়িয়ে পড়েছে বৃষ্টি-বিপর্যয়ের নানা ভিডিও। গত কয়েক বছরে সৌদি আরবের আবহাওয়ার পরিষ্কৃতি অনেকটাই বদলে গিয়েছে। প্রতি বছর বহু মুসলিম হজ ও উমরাহর সময়ে এখানে আসেন। কিন্তু এবার ভয়ংকর বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত। বহু শহরই জলের তলায়। হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, আপাতত আবহাওয়া এরকমই প্রতিকূল থাকবে। পরিস্থিতি মোকাবিলায় বন্ধ স্কুল-কলেজ। বহু অঞ্চলে যাতায়াত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জারি করা হয়েছে সতর্কতা। সকলকে ঘরে থাকতে বলা হয়েছে। এবং অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়ানোর পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে ভয় ধরাচ্ছে বৃষ্টি না থামা। জারি লাল সতর্কতা। আগামী কয়েকদিন বৃষ্টি চললে কী পরিস্থিতি দাঁড়াবে তা ভেবে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সমস্ত মানুষকে শান্ত ও সতর্ক থাকতে বলা হচ্ছে। আর্জি জানানো হচ্ছে সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে।



এক দেশ, এক নির্বাচন সংক্রান্ত জেপিসি-র প্রথম বৈঠক শুরু, কমিটিতে ৩৯ জন সদস্য



নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :এক দেশ, এক নির্বাচন সংক্রান্ত সংসদীয় যৌথ কমিটির প্রথম বৈঠক বুধবার নতুন দিল্লিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৯ সদস্যের কমিটিতে লোকসভার ২৭ এবং রাজ্যসভার ১২ জন সদস্য রয়েছেন। এই কমিটি পরবর্তী সংসদীয় অধিবেশনের শেষ সপ্তাহের প্রথম দিনে তাদের রিপোর্ট জমা দেবে। কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে বিজেপির পি পি চৌধুরী, অনুরাগ সিং ঠাকুর এবং পুরস্চোত্তমভাই রূপালা, কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়ান্কা গান্ধী, মনীশ তিওয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ ব্যানার্জী, এনসিপি শরদ পাওয়ার গোস্বাীর সূপ্রিয়া সুলে জেডিইউ-র সঞ্জয় কুমার বাা এই সংসদীয় যৌথ কমিটিতে রয়েছেন।

মুম্বইয়ের সাইন হাসপাতালের কাছে আবাসনে আগুন, দমকলের চেষ্টায় এল আয়ত্তে

মুম্বই, ৮ জানুয়ারি : মুম্বইয়ের সাইন হাসপাতালের কাছে আগুন লাগল একটি বহুতল আবাসনে। যদিও, আগুন ড়াবাবহ রূপ নেওয়ার আগেই দমকল কর্মীদের চেষ্টায় আয়ত্তে এসেছে। বুধবার সকালে সাইন হাসপাতালের কাছেই একটি বহুতল আবাসনে আগুন লাগে। ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোতে থাকে।খবর পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নেভাতে পৌঁছে যায় দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন। দমকল অফিসার সি আর পণ্ড্যার বলেছেন, শর্টসার্কিটের কারণে আগুন লেগেছিল, যা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। হতহতের বিষয়ে আমাদের কাছে কোনও খবর নেই। তন্তুত করে থাকা হচ্ছে।

সাফল্য পুলিশের, গ্রেফতার আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের দুই দালাল

রানাঘাট, ৮ জানুয়ারি : ফের সীমান্ত লাগোয়া এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হল আন্তর্জাতিক মানব পাচার চক্রের দুই দালালকে। মঙ্গলবার রাতে ধানতলা থানার বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার করা হয় ইনামুল মণ্ডল এবং দীপকর বিশ্বাস নামে দুই যুবককে। দীপকরের বাড়ি বরগুনিয়াে এলাকার এবং ইনামুল শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভারতে বেআইনি অনুপ্রবেশে সহায়তা করত বলে অভিযোগ। তাছাড়া মোটা টাকার বিনিময়ে চলত বেআইনি পথে মানবপাচারের কারবার। বুধবার ধৃতদের রানাঘাট মহকুমা আদালতে হাজির করানো হবে।

ঝাড়খণ্ডে পড়ুয়াদের অটোয় ধাক্কা টাকের, ৩ শিশু-সহ চালকের মৃত্যু



রামগড়, ৮ জানুয়ারি : ঝাড়খণ্ডের রামগড় জেলার মঠবার্তার গ্রামে ড়াবাবহ দুর্ঘটনা। বুধবার সকালে ফুল পুয়া বোঝাই একটি অটোর সঙ্গে সংঘর্ষ হয় একটি ট্রাকে। ঘটনাস্থলেই অটোতে থাকা ৩ শিশু স্কুলছাত্র ও চালকের মৃত্যু হাজানো গেছে, এই দুর্ঘটনার অটোয় থাকা স্কুলের অন্যান্য শিশু পড়ুয়ারাও আহত হয়েছে। তাদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন তারা। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে। আহত শিশুদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পড়ুয়াদের পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

নর্থ ব্লকে নির্মলার সঙ্গে সাক্ষাৎ শিবরাজের, বাজেট নিয়ে জমা দিলেন সুপারামর্শ

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারিঃ বুধবার দিল্লির নর্থ ব্লকে গিয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। নর্থ ব্লকে নির্মলা সীতারমনের সঙ্গে দেখা করে বাজেট সংক্রান্ত সুপারামর্শ জমা



দিয়েছেন শিবরাজ।পরে কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান

বলেছেন, কৃষি মন্ত্রক, গ্রামীণ উন্নয়ন মন্ত্রক, আইসিএআর এবং ভূমি সম্পদ আসন্ন বাজেট নিয়ে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক হয়েছে। কৃষক, প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং অন্যান্য সকল অংশীদারদের সঙ্গে আমাদের

জনগণও চায় দিল্লিতে বিজেপির জয় হোক, আশাবাদী বীজেন্দর গুপ্তা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি :আম আদমি পার্টি'কে একাধিক ইস্যুতে আক্রমণ দিল্লির বিরোধী দলনেতা তথা রোহিণী বিধানসভা আসনের বিজেপি প্রার্থী বীজেন্দর গুপ্তা। তাঁর মতে, জনগণও চায় দিল্লিতে বিজেপির জয় হোক। বুধবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বীজেন্দর গুপ্তা বলেছেন, গত ১০



বছরে জাতীয় রাজধানীর অবস্থা যেভাবে খারাপ হয়েছে তা

উদ্বেগজনক। বর্ষায় জল জমে যাওয়া ও মৃত্যু এবং শীতকালে ধোঁয়াশা ও দূষণের কারণে মানুষ ঘরের ভিতরে থাকতে বাধ্য হয়। দিল্লির প্রতিটি ঋতু মানুষের জন্য সমস্যা নিয়ে আসে। গরমে জলের সমস্যা হয়।বীজেন্দর গুপ্তা আরও বলেছেন, জনতা চায় দিল্লিতে বিজেপি জিতুক যাতে উন্নয়ন

হয়। রোহিণী বিধানসভার বার্ষিক বাজেট ১০০০ কোটি টাকা। হওয়া সত্ত্বেও গত ১০ বছরে একটি পয়সাও দেওয়া হয়নি। এত কিছুর পরেও, আমরা রোহিণীর জন্য অনেক কাজ করছি। যতটা না তাদের বিধায়করা তাদের নির্বাচনী এলাকার জন্য কাজ করেছেন।

নারায়ণান, ইসরোর গৌরবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা নয়া প্রধানের



পাওয়ার পর ডি নারায়ণান বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অনেক বড় দায়িত্ব দিয়েছেন। ইসরোর গৌরবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার বার্তা দিয়েছেন

তিনি। বলেছেন, ১৯৬৯ সাল থেকে ইসরো দেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রেখেছে এবং মহান নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছেন

যেমন স্যার বিক্রম সারাভাই, কে কপ্তুরিংগান, কে রাধাকৃষ্ণন, এ.এস. কিরণ কুমার, কে. সিভান, এস. সোমনাথ। আমি নিশ্চিত ইসরো-এ যে ধরনের কর্মসিদ্ধি, টেকনোলজি এবং ম্যানেজমেন্ট স্টাফ পাওয়া যায়, আমরা স্বাধীনতার ১০০ বছর উদ্‌যাপনের আগে প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী এটি'কে একটি বিকশিত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হব। আজ আমরা স্প্যাডেক্স করতে যাচ্ছি , যা চন্দ্রযান ৪ এবং স্পেস স্টেশন বিল্ডিংয়ের মতো ভবিষ্যতের মিশনের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা, তারপর আমরা জি ১ রকেট তৈরি করছি।

ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত বিএসএফ

বিশেষ প্রতিবেদন,৮জানুয়ারিঃএবার মনে হয় ইউনুস সরকার সমস্ত সীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে। তা নাহলে বাংলাদেশের চোরাা চালানকারীদের এতো সাহস কি করে হয় যে তারা পাথর লাঠি নিয়ে BSFকে আক্রমন করে!! BSF সূত্রে খবর, ত্রিপুরার কাপালীশহর মাঙগোলি পঞ্চায়েত এলাকায় পানিসাগরের ৪৭ নম্বর

পিলারের কাছে আক্রান্ত ভারতীয় জওয়ানরা। সম্প্রতি বাংলাদেশি পাচারকারীরা ওই সীমান্তে সমস্যা তৈরির চেষ্টা করছিল। এরপর মঙ্গলবার বিএসএফ জওয়ানরা অনুপ্রবেশকারীদের পিএমজি বন্দুক নিয়ে তাড়া করেন। তখনই একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতী বাঁশ-লাঠি নিয়ে বেধড়ক মারধর শুরু করে দুই

জওয়ানকে। পরে, বিজিবি জওয়ানদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। কিন্তু প্রকাশ্য দিবালোকে ক্যামেরার সামনে এতো সাহস তাদের কে দিলো? প্রশ্ন উঠেছে ইউনুস সরকার কি ভারতের পায়ে পা দিয়ে যুদ্ধ বাঁধানোর চেষ্টা করছে? উল্লেখ্য, পাচার রুপতে সদা তপর বিএসএফ। পাচারকারীদের হাত

থেকে কখনও সেনা কখনও বা রূপো উদ্ধার করেছে তারা। তারপর বাংলাদেশ পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ার মধ্যেই আরও সতর্ক বিএসএফ জওয়ানরা। তবে অনুপ্রবেশকারীদের হাতে এভাবে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় কার্যত চাপানউতোর সৃষ্টি হয়েছে। ভারতের পক্ষ থেকে কড়া প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে।

গোটা সিকিম জুড়ে শুরু হল ব্যাপকতুষারপাত



সিকিম,৮জানুয়ারিঃআজ সকাল থেকেই গোটা সিকিম জুড়ে শুরু হল ব্যাপকতুষারপাত। বিশেষ করে উত্তর সিকিমে গোটা শহর জুড়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক তুষারপাত। বিশেষ করে লাতেন শহরের চারিদিকে ঘিরে রয়েছে বড় বরফ। গোটা সিকিম জুড়ে একই অবস্থা। ঠান্ডায় সিকিমে'র তাপমাত্রা প্রতিদিনই কমে চলেছে। আগামী কয়েকদিন তাপমাত্রা আরো নিচে

নেমে যাবে বলে খবর পাওয়া গেছে। তবে ঠান্ডায় পর্যটক প্রায় তিনগুণ বেড়ে গেছে। সিকিম এ। ঠান্ডায় বাড়বে পর্যটক, এই আশায় হোটেল ব্যবসায়ীরা আরো ঘর খুলে দিয়েছেন। উত্তর সিকিমের বিভিন্ন এলাকা জুড়ে বরফ পড়তে ঘটনার পর ঘট্টা জুড়ে। তার সাথে সাথে ঠান্ডা এবং অন্ধকার। লালচেন শহরের গাড়ি চলাচল আপাতত আপাতত বন্ধ। চলছে না ছোট গাড়ি ও। পর্যটকদের সন্ধ্যার পর ঘরের থেকে বাহিরে বের হতে নিষেধ করেছেন সিকিম সরকার। ঠান্ডায় তাপমাত্রা অনেকটাই নেমে যাওয়ায় ঠান্ডায় অনেকেই বাহিরে বের হতে সাহস করছেন না। তবে সিকিমের তুষার পাতে পর্যটক আরো আকৃষ্ট হবে বলে মনে করছে পর্যটন বিশেষজ্ঞরা।



প্রসেনজিৎ দেবনাথ,পূর্বস্থলীঃঝোপ জঙ্গলে ভরে গেছে সরকারি জায়গা। পরে গেষ্ঠে সরকারি খোলার আবেদন নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিল। মিলেছিল প্রতিশ্রুতি, আজ পর্যন্ত এই সমবায় গুলি খোলা হয়নি। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে সরকারি জাগাণ, নষ্ট হচ্ছে সম্পত্তি। তাঁতিদের বক্তব্য সমবায় গুলি খোলা হলে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে।ক্ষুদ্র কৃতির শিল্প মন্ত্রী ছিলেন স্বপ্ন দেবনাথ,তিনি জানান,বাম আমলের এই সমবায় গুলি।আর্থিক ঋনে জড়িয়ে বন্ধ।এই সমবায় গুলি খোলার চিন্তা ভাবনা লেছে।পূর্বস্থলী উত্তরের প্রাক্তন বাম বিধায়ক প্রদীপ সাহা মৌখিক জানান,সমবায় গুলি খোলার কোন উদ্যোগ নেয়নি বর্তমান শাসক দল।তারা টাকা আর নিজেদের দলাদলিতে ব্যস্ত।তাই মদের আসর বাসা স্বাভাবিক।এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা জানান,বাম আমলে এই সমবায় দুর্নীতি হয়েচে।যারা অস কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল তারা আজ দল বদল করে শাসক দলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

খো খো বিশ্বকাপ ২০২৫ঃদিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু

নয়াদিল্লি , ৮ জানুয়ারি : ১৬ থেকে ১৯ জানুয়ারি, ২০২৫ দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী স্টেডিয়ামে শুরু হচ্ছে প্রথম খো খো বিশ্বকাপ। ভারতীয় সময় রাত ৮.৩০ টায় পুরুষদের টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে নেপালের মুখোমুখি হবে। ভারতের লিগ পর্ব শেষ হবে ১৬ জানুয়ারি, তারপরে ১৭ জানুয়ারি প্লে অফ শুরু হবে। পুরুষদের ফাইনাল ১৯ জানুয়ারি ভারতীয় সময় রাত ৮.১৫ মিনিটে অনুষ্ঠিত হবে।মহিলাদের উদ্বোধনী ম্যাচে ১৪ জানুয়ারি সকাল ১১.৪৫ টায়, ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া মুখোমুখি হবে। ভারতীয় দলের জন্য টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচটি হবে দক্ষিণ কোরিয়ার বিরুদ্ধে ১৪ জানুয়ারি, সন্ধ্যা ৭টায়। ১৭ জানুয়ারি প্লে অফের পথ প্রশস্ত করে গ্রুপ পর্ব ১৬ জানুয়ারিতে শেষ হবে। মহিলাদের ফাইনাল ম্যাচটি ১৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় হবে।পুরুষদের প্রতিযোগিতায় ২০টি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।গ্রুপ এ ভারত, নেপাল, পেরু, ব্রাজিল, ভুটান।গ্রুপ বিঃ দক্ষিণ আফ্রিকা, ঘানা, আর্জেন্টিনা, নেদারল্যান্ডস, ইরান।গ্রুপ সিঃ



বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, দক্ষিণ কোরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোল্যান্ড।গ্রুপ ডিঃ ইংল্যান্ড, জার্মানি, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া।মহিলাদের প্রতিযোগিতাটি ১৯টি দলকে ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে।গ্রুপ এঃ ভারত, ইরান, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া।গ্রুপ বিঃ ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, কেনিয়া, উগান্ডা, নেদার ল্যান্ডসগ্রুপ সিঃ নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, জার্মানি,বাংলাদেশগ্রুপ ডিঃ নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পোল্যান্ড, পেরু, ইন্দোনেশিয়া।

বৃহস্পতিবার অ্যাথলিট হিমা দাসের জন্মদিন



নিয়োছেন ৫১.৪৬ সেকেন্ড। ২০১৮ জকার্তা এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ৪০০ মিটারে রৌপ্য পদক এবং মহিলাদের ৪৫৪৪০০ মিটার মিশ্র রিলেতে স্বর্ণপদক জিতেছেন।এক স্থানীয় কোচ পরামর্শ দেন

অ্যাথলেটিকসে আসার জন্য। সেই শুরু আর পিছনে তাকাতো হয়নি হিমা'কে। এরপরই তিহা এক আন্তর্-জাতা প্রতিযোগিতায় ১০০ ও ২০০ মিটারের স্বর্ণপদক জিতে নেন। সেখানে তাকে যুব কল্যাণ অধিদপ্তরের অ্যাথলেটিক্সের কোচ নিপন দাস দেখতে পান। তিনি হিমার পিতাকে বোঝান যে হিমার অ্যাথলেটিকসে ভবিষ্য আছে এবং তিনি হিমা'কে তাঁর গ্রাম থেকে ১৪০ কিলোমিটার দূরে গুয়াহাটিতে স্থানান্তর করার করার কথা বলেন, যাতে হিমা অ্যাথলেটিকসে উন্নতি করতে পারে। কবেকের কথা হিমার বাবা রাজি হয়ে

যান।সারুজাই স্পোর্টস কমপ্লেক্সের কাছাকাছি একটি ভাডার বাসস্থানে হিমার থাকার ব্যবস্থা করে দেন তাঁর কোচ নিপন দাস এবং তিনি অবশেষে রাষ্ট্র অ্যাকাডেমিতে হিমা'কে ভর্তি নেওয়ার জন্য আরজি জানান। যেহেতু অ্যাকাডেমিতে শুধু বক্সিং এবং ফুটবল শেখানো হতো, অ্যাটলিটদের জন্য কোনও পৃথক উইং ছিল না। কিন্তু কর্মকর্তারা হিমার পারফরমেন্স দেখার পর তাঁকে ভর্তি নেন। কোচ নিপন দাস এর সহযোগিতায় এবং নিজের চেষ্টায় হিমা আজ ভারতের কৃতী অ্যাথলিট হতে পেরেছেন হিমা।

ওড়িশায় ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন শুরু, অংশ নিচ্ছেন ৭৫টি দেশের ৬ হাজার এনআরআই



ভুবনেশ্বর, ৮ জানুয়ারি : ওড়িশার ভুবনেশ্বরে ১৮-তম প্রবাসী ভারতীয় দিবস সম্মেলন বুধবার সকালে শুরু হয়েছে। প্রায় ৭৫টি দেশের ৬ হাজারের বেশি প্রবাসী ভারতীয় সম্মেলনে অংশ নিচ্ছেন। ওড়িশা সরকার প্রতিনিধিদের সামনে রাজ্যের সমৃদ্ধ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। প্রথম দিন সম্মেলনে অংশ নেবে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া প্রমুখ। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন। এই অনুষ্ঠানে বিস্তৃত ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত থাকবে যা ভারতের উন্নয়ন এবং ভারতের বৈশ্বিক মর্যাদা গঠনে প্রবাসী ভারতীয়দের অবদানকে তুলে ধরে।

মানুষের মন জয় করেছে সেবাশ্রয়, ৬ দিনে চিকিৎসা সুবিধা পেয়েছেন ৮১ হাজার মানুষ



কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : স্বাস্থ্য পরিষেবায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র। এটি মডেল কেন্দ্র হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। সম্প্রতি এমনটিই দাবি করছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর উদ্যোগে গত ২ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবারে শুরু হয়েছে ‘ সেবাশ্রয় ’কর্মসূচি। বিনামূল্যে চিকিৎসার পাশাপাশি স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ওষুধ প্রদান এবং গুরুতর অসুস্থদের হাসপাতালে স্থানান্তরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে। জানা গিয়েছে, ছ’দিনে ইতিমধ্যেই ৮১ হাজার মানুষের কাছে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

কৃষকদের পাশে ছিলাম ও আছিঃমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়



কলকাতা, ৮ জানুয়ারি :রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে ছিল এবং আছে, ফের একবার জানিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, ‘ বাংলা শস্য বিমা’ প্রকল্পের আওতায় আমরা বাংলার ৯ লক্ষ কৃষককে সরাসরি তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ৩৫০ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান শুরু করলাম। চলতি খরিস মরসুমে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে যে সকল কৃষকের চাষের ক্ষতি হয়েছিল, তাঁদের এই সহায়তা করা হচ্ছে। ফসলের বিমার জন্য কৃষকদের কোনও টাকাও দিতে হচ্ছে না। কারণ, আলু, আখ সহ সব ফসলের প্রিমিয়ামের পুরো টাকাই রাজ্য সরকার মেয়ামতা আরও জানিয়েছেন, এটা আমাদের গর্ব যে, ২০১৯ সালে চালু হওয়ার পর থেকে কেবলমাত্র ‘ বাংলা শস্য বিমা’ প্রকল্পেই আমাদের সরকার ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষককে মোট ৩ হাজার ৫৬২ কোটি টাকা সহায়তা প্রদান করেছে। আমরা বরাবর বাংলার কৃষকদের পাশে ছিলাম, পাশে আছি, পাশে থাকবো।

ভগুমি ও নাটক এএপি-র ডিএনএ-তে আছেঃশিবরাজ সিং চৌহান

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : আম আদমি পার্টির ত্রি়র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান। বুধবার এএপি-র সমালোচনা ক করে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ভোঝো। এএপি-এর আসল ভণ্ডামি এবং নাটক এএপি-র

ডি এনএ-তে রয়েছে। তারা আগেও নাটক করেছিল, যে তাদের ঘরের দরকার নেই আর এখন ঘরের জন্য মারামারি করছে। জনতা এই নাটক খুব ভালো বোঝে। এএপি-এর আসল মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে।

কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লিতে, কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে রাজধানী দিল্লি, প্রবল শীতের মধ্যেই বিগত কয়েকদিন ধরে কুয়াশার দাপটও বাড়ছে। বুধবারও কুয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল জাতীয় রাজধানী দিল্লি। দিল্লির ইন্ডিয়া গেট, অক্ষরধাম প্রভৃতি এলাকায় দৃশ্যমানতা অনেকটাই কমে যায়। কুয়াশার কারণে দিল্লিতে এদিন সকালে বিগ্নিত হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে অনেক ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে।ঘান কুয়াশা থাকলেও বুধবার সকালে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে উড়ান পরিষেবা স্বাভাবিকই ছিল। সমস্ত বিমান স্বাভাবিক সময়ে গুঠানামা করছে।অন্যদিকে আগ্রাতে,অতি ঘন কুয়াশার জেরে তাজমহলের আগ্রায় শূন্যে নেমে গেল দৃশ্যমানতা। দৃশ্যমানতা তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় সকালের দিকে সমসার মধ্যে পড়েছেন গাড়ি চালকরা। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে তাজমহল। ঘন কুয়াশার কারণে এদিন সকালে দূর থেকে দেখাই যায়নি আগ্রার তাজমহলকে।বুধবার সকালে দিল্লি-উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। দিল্লি থেকে পঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে জয়পুর – সর্বত্রই ঘন কুয়াশার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে। আগ্রায় দৃশ্যমানতা একেবারে শূন্যে নেমে যায়।অন্যদিকে মুম্বইতে বাণিজ্যনগরী মুম্বই বুধবার সকালেও খোয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন থাকল। মুম্বইয়ের পরেল, প্রভাদেবী, মেরিন ড্রাইভ, বান্দ্রা প্রভৃতি এলাকা এদিন সকালে খোয়াশার কবলে ছিল, সামগ্রিক বাতাসের গুণগতমানও ছিল মন্দ পর্যায়ে।বিগত কয়েকদিনের মতো বুধবার মুম্বইয়ের বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি হয়নি। সকাল থেকেই মুম্বইয়ের বিভিন্ন অংশ খোয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। বড়বড় বহুতল ঢেকে গিয়েছে খোয়াশায়।

দুরন্ত বার্তা

মানিক ভট্টাচার্যের মেডিক্যাল বিল, জেল সুপারকে ডেকে বৈঠক স্পিকারের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : আবার তৃণমূলের এক বিধায়কের মেডিক্যাল বিল নিয়ে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে।নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিজ্ঞত তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য বহুদিন কারাবাসের পর সম্প্রতি জামিন পেয়েছেন। তাঁর মেডিক্যাল বিল জমা পড়া নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিধানসভা সূত্রের খবর, সম্প্রতি তিনি কয়েকটি মেডিক্যাল বিল বিধানসভার টি এ-ডিএ সেকশনে জমা দেন। বিলগুলি প্রত্নিয়ে দেশখার পর একটি বিল নিয়ে গুপ্ত গুটো। তৎক্ষণা বিষয়টি জানানো হয় বিধানসভার সচিবালয়ে।বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে তা স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠানো হয়। বিলটি খতিয়ে দেখার পর স্পিকার ডেকে পাঠান প্রেসিডেন্সি

আবহাওয়া

দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লির মতোই সকাল হল তিলোত্তম। কলকাতায়। বুধবার ভোরে কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকলে মনোহর-সহ শহরতলী। দৃশ্যমানতা তলানিতো। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে এদিন। রবিবার দিনের আকাশ ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। এদিন সবোঁচ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি এবং ১৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে বুধবারের পর থেকে ফের শীত ফিরবে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা মেঘলা আকাশ থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। আবহাওয়া দফতর সূত্রে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে।জোয়ার-সকাল ৭ টা ৫০ মিনিট এবং রাত ০৭টা ৫০ মিনিট। ভাটা-সকাল ৭ টা ৫০মিনিট এবং রাত ১ টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০১মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৭মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

২৩ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজীঃ৮ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতমাস, কলিঃ৫১১৫, সৌরঃ২২৪ পৌষ, চান্দ্রঃ ৯ মাঘ মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাহু, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২৪ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৮ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৯ বাকচিৎ, আসামঃ ২৩ পুহ, মূলসিলঃ৮-রজব ১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২০ঃ ৫৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৫ঃ ২৪।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১২ঃ৪০ঃ ০৬(৮) এবং অস্তঃশেষ রাত্রিঃ ০১ঃ ৩৬ঃ৩২(৮)।শুক্র পক্ষ ।তিথিঃনবমী (রিত্তা) বিকাল ঘ ০২ঃ০৫ঃ১৭ দং ১৯২০৪২.৫ পর্যন্তশুক্রে।অশ্বিনী বিকাল ঘ ০৪ঃ৩৬ঃ২৯ দং ২৫৬৮৪২.৫ পর্যন্ত পরে ভগ্নীকরণঃ কৌলব বিকাল ঘ ০২ঃ০৫ঃ১৭ দং ১৯২০৪২.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলা রাত্রিঃ১২ঃ৫৫ঃ০৪ দং ৪৬২৪৪৭.৫ পর্যন্ত পরে গর যোগঃসিদ্ধ রাত্রিঃ ০৮ঃ৫২ঃ৪৭ দং ৩৬১৯২৭.৫ পর্যন্ত পরে সাধ্যঃঅমৃতযোগাদিনঃ ০৬ঃ২১ঃ ০০ থেকে - ০৭ঃ০৩ঃ৫৮ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৪৬ঃ৫৬ থেকে - ০৮ঃ ২৯ঃ৪৪ পর্যন্ত, তারপর ১০ঃ৩৮ঃ ৪৮ থেকে -১২ঃ৪৭ঃ৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫ঃ৫৭ঃ৩২ থেকে - ০৬ঃ ৫১ঃ৩৪ পর্যন্ত, তারপর ০৮ঃ৩৭ঃ ৩৮ থেকে - ০৬ঃ১১ঃ৫৪ পর্যন্ত।মহেস্ত্রঃযোগাদিনঃ ০৭ঃ০৩ঃ৫৮ থেকে - ০৩ঃ৩৯ঃ০৪ পর্যন্ত।কুলিকঃযোগাদিনঃ ১১ঃ২১ঃ৪৬ থেকে - ১২ঃ০৪ঃ৪৪ পর্যন্ত।কুলিকঃরাত্রিঃ ০২ঃ০৬ঃ৪২ থেকে - ১১ঃ১৬ঃ৪৪ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ১১ঃ৪৩ঃ১৫ থেকে- ১১ঃ৫৩ঃ৪৯ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৯ঃ০২ঃ০৭ থেকে - ১০ঃ২২ঃ২৭ পর্যন্ত।কালঃরাত্রিঃ ০৬ঃ০২ঃ০৭ থেকে - ০৪ঃ৪৪ঃ৩৪ পর্যন্ত।গ্রন্থঃকুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮২ঃ৮০ (২০) ৪ পদঃসূর্য ০২০৪৭১ (২) ৩ পদঃমঙ্গলঃ ৩৫৫২৩৩ (৮) ১ পদঃবুধঃ৮৫২২১২ (১৯) ২ পদঃবৃহস্পতিঃ১১৯৭১৫ (৪) ৩ পদঃশুক্রঃ১০১০৩৬৭ (২৪) ২ পদঃশনিঃ১০১৭৫৬১৩ (২৪) ২ পদঃপরাহঃ১১৯৯৩৩ (২৬) ২ পদঃকেতুঃ৫৯৯৩৩ (১২) ৪ পদঃমঙ্গলঃ বক্রঃবৃহস্পতিঃ বক্রঃ।রবিঃরাশি সকাল ০৬ঃ৪৬ঃ৪২ পর্যন্ত। মকর রাশিঃসকাল ০৮ঃ৩৫ঃ৩৬ পর্যন্ত।কুম্ভ রাশিঃসকাল ১০ঃ০৭ঃ০০ পর্যন্ত। মীন রাশিঃসকাল ১১ঃ৩৮ঃ০০ পর্যন্ত। মেঘ রাশিঃদুপুর ০১ঃ১৮ঃ৩৮ পর্যন্ত। বুধ রাশিঃদুপুর ০৩ঃ৫৭ঃ০০ পর্যন্ত। মেষ রাশিঃবিকাল ০৫ঃ৩০ঃ২০ পর্যন্ত। কর্কট রাশিঃবিকাল ০৭ঃ৪৬ঃ ০২ পর্যন্ত। সিংহ রাশিঃ রাত্রি ০৭ঃ২২ পর্যন্ত। কন্যা রাশিঃ রাত্রি ১২ঃ০৭ঃ৩৪ পর্যন্ত। তুলা রাশিঃ শেষ রাত্রি ০২ঃ২১ঃ৪৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশিঃ শেষ রাত্রিঃ ০৪ঃ৩৭ঃ২৯ পর্যন্ত।

১৩, ১৪, ১৫ জানুয়ারি আন্দোলনের ডাক কলকাতা মেট্রোর মোটরম্যানদের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বিভিন্ন নির্দিষ্ট প্রতিবাদে ১৩, ১৪, ১৫ জানুয়ারি বড় আন্দোলনের ডাক দিয়েছে কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে মোটর মেনস ইউনিয়ন। তারা সেদিন থেকে ৭২ ঘণ্টা রিলে অনশন করতে পারেনা। সংবাদমাধ্যমে বুধবার এতখা জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে মেনস ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক সৃজিত কুমার ঘোষ। চালক অর্থা ১ মোটরম্যান সফটে কলকাতা মেট্রো। কলকাতা মেট্রোয় শেষ মোটর ম্যান নিয়োগ হয়েছিল ২০১০ সালে। তারপর থেকে নানা পদ্ধতিগত জটিলতায় আটকে মোটরম্যান নিয়োগ। অভিযোগ, ১৫ বছর ধরে কলকাতা মেট্রো চালক কোনও চালক নিয়োগ হয়নি। এর প্রতিবাদে অনশনে যেতে পারে কর্মী ইউনিয়ন।

এই মুহূর্তে শুধুমাত্র ‘ব্লু লাইনে’ মোটরম্যান ঘাটিত ১৮০। বাকি লাইন অর্থাৎ পিঙ্ক ও অরেঞ্জ মিলিয়ে ঘাটিত আরও প্রকট। এখন ব্লু লাইনে মোি মোটরম্যান রয়েছেন ২১৬। দিনে ট্রেন চলে ২৮৮। ৮ ঘণ্টার বদলে ১০ – ১১ ঘণ্টা ধরে কাজ করানো হচ্ছে মোটরম্যানদের। ২০২৫ সালে ৩১ শে ডিসেম্বরের মধ্যে অবসর নেনেবন ২১ জন। তখন পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে উঠবে। দাবি কর্মী ইউনিয়নের। আগে পশ্চিম রেলে দুই ভাবে মোটর



করত সেটা হল এএলপি অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট। পশ্চিম রেলে এটা নিয়ে ব্যাপক সমস্যা দানা বাঁধে। সিনিয়র জুনিয়র সমস্যা প্রকট হয়। ফলে ২০১২ সালে রেল বোর্ড গোটা দেশের সমস্ত রেল জোনে সরাসরি মোটর ম্যান নিয়োগ বন্ধ করে দেয়। এতেই মারাত্মক সমস্যায় পড়ে কলকাতা মেট্রো। কারণ এএলপি-দের সরাসরি যাত্রী বহনের ছাড়পত্র নেই। সার্ভিস লাইফের অন্ততঃ প্রথম ১ বছর এএলপি দের আগে পণ্যবাহী ট্রেন চালাতে হয়। পরে যাত্রীবাহী ট্রেন চালানো অনুমতি মেলে। এখানেই সমস্যায় পড়ে যায়

কলকাতা মেট্রো। কারণ মেট্রোয় পণ্য পরিবহনের কোনও প্রশ্নই নেই। আবার সরাসরি সিনিয়র লোকো পাইলট বা মোটরম্যান নিয়োগ বন্ধ। ফলে ২০১০ সালের পর থেকে আজকের তারিখ পর্যন্ত একজনও নতুন মোটরম্যান নিয়োগ হয়নি কলকাতা মেট্রোয়। এদিকে মেট্রোর পরিসর বেড়েছে। জেকো থেকে চালু হয়েছে পিঙ্ক লাইন। কবি সুভাষ থেকে রুবি পর্যন্ত চালু হয়েছে অরেঞ্জ লাইন। সেস্তর ফহিড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত চালু হয়েছে গ্রিন লাইন। এসপ্ল্যানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত চালু হয়েছে গ্রিন লাইন ২। ওই একই সংখ্যক মোটরম্যান দিয়ে গোটা পরিসেবা সামাল দিতে হচ্ছে কলকাতা মেট্রোকে। ওভার টাইম ডিউটি করতে হচ্ছে কলকাতা মেট্রো চালকদের। পরপর ছুটি বাতিল হয়ে যাচ্ছে। ইমারজেন্সি বা জরুরি কারণেও ছুটি মিলছে না। অনেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছেন। তার ওপর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন ঢোকার আগে তারা আতঙ্কিত। যখন তখন যে কোনও স্টেশনে মানুষ ঝাঁপ দিচ্ছে।এই চাপ অনেক মোটরম্যান আর নিতে পারছেন না। একই অবস্থা ট্রাক রক্ষকদের। তাদের গত সাড়ে ৬ বছর ধরে টানা নাইট ডিউটি করতে হচ্ছে। কারণ দিনের বেলা পরিসেবা চলাকালীন ট্রাক রক্ষনাবেক্ষণ সম্ভব নয়।

কলকাতা ও শহরতলীজুড়ে বিরাট শিশুপাচার চক্রের হদিশ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : কলকাতা ও শহরতলীজুড়ে বিরাট শিশুপাচার চক্রের হদিশ পাওয়া গেল বলে জানতে পারা গিয়েছে। মাস দুয়েক আগে শালিমার স্টেশন থেকে শিশু ক ন্যা - সহ দম্পত্তিকে গ্রেপ্তারের ঘটনা সকলর সামনে এসেছিল। গত সোমবার নাগেরবাজার এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হল আরও এক দম্পতি। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা পাচারকারীদের কাছ থেকে দু’মাসের শিশুকন্যাকে কিনেছেন। তাদের থেকে শিশুকন্যাটি উদ্ধার হয়েছে। তাকে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে। দম্পত্তিকে জেল হেফাজতে পাটিয়েছে আদালত। সিআইডি সূত্রে খবর, ধৃত দম্পতির নাম বিজয় ও নেহা সাঁওতালিয়া। তারা নাগেরবাজার থানা এলাকার বাশোর রোডের ধারে এক আবাসনের বাসিন্দা। বিজয় একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন। তাদের সাত বছরের এক পুত্র সন্তান রয়েছে। কিছুদিন আগে নেহা গর্ভবতী হন। তবে শারীরিক সমস্যার কারণে তাঁর গর্ভপাত হয়। চিকিৎসকরা জানান, তিনি আর সন্তান জন্ম দিতে পারবেন না। কিন্তু দম্পতির কন্যা সন্তানের অভিভাবক হওয়ার ইচ্ছা ছিল। গত নভেম্বর মাসে সাতরাগাছি স্টেশনে এক শিশুকন্যা-সহ মালিক ও মুকুল হালদার নামে এক দম্পতিকে গ্রেপ্তার করে সিআইডি। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ কর্তেই প্রথমে শিশুপাচার চক্রের হদিশ পান গোয়েন্দারা। শিশুটিকে পটনা থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল। বিক্রি করার হুক ছিল। ধৃত মালিক শিশু পাচারের জন্য ফেসবুকে একটি গ্রুপও খোলে বলে জানিয়েছে সিআইডি। দুজনকে জেরা করে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জোন্সাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে জেরা করেই নাগেরবাজারের এই দম্পতির খোঁজ পাওয়া যায়। সিআইডি দাবি করছে, জোন্সা জানিয়েছে নাগেরবাজারে দম্পত্তিকে শিশু বিক্রি করার তাদের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কাজ করে বিশাল। ৬ লক্ষ টাকার বিনিময়ে শিশুটিকে বিক্রি করা হয়।



১৬-ডিগ্রির ঘরে কলকাতার তাপমাত্রা, কনকনে ঠান্ডা উধাও

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্য আটকে গিয়েছে উল্লেবে হাওয়া, আর তাই বুধবারও কলকাতায় স্বাভাবিকের উর্ধ্বেই তাপমাত্রা। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৬.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.১ ডিগ্রি বেশি। শীতের আমেজ থাকলেও, কনকনে ঠান্ডা আপাতত উধাও দক্ষিণবঙ্গে। অলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রায় বিশেষ হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে তার পর থেকে তিন দিনে তাপমাত্রা ২ থেকে ৪ ডিগ্রি কমতে পারে। আগামী ১০ জানুয়ারি নতুন করে একটি পশ্চিম ঝঞ্ঝা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন পারদ ফের উর্ধ্বমুখী হতে পারে।

গঙ্গাসাগর উপলক্ষ্যে প্রস্তুত কলকাতা পুলিশ, বাবুঘাটে পর্যাণ্ড ব্যবস্থা

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষ্যে সকল পুণ্যপ্রার্থীদের নিরাপত্তা ও সহায়তার জন্য প্রস্তুত কলকাতা পুলিশ। কলকাতার বাবুঘাটে গঙ্গাসাগর মেলার ক্যাম্পে পর্যাণ্ড পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সেখানে রয়েছে পুলিশের সহায়তা কেন্দ্র ও অন্যান্য জরুরি পরিষেবার ব্যবস্থা। একই সঙ্গে শিয়ালদহ ও কলকাতা স্টেশন সংলগ্ন ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মাধ্যাকার এ লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে অপদার্য ঠাঁওরেছিলেন এসপি, ডিএম দের। এবার কি প্রকাশ্যে ক্ষমা চহিবেন মাননীয়? প্রসঙ্গত, মালদায় তৃণমূল নেতা বাবলা (দুলাল) সরকার খুনে শহর তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দীর্ঘসময় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বপন শর্মা নামে তৃণমূলের আরেক নেতাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ধৃত ৫ জনের বয়ানের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথকে।

তৃণমূলের নেতা খুনে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা, তোপ সুজনের

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : তৃণমূলের নেতা খুনে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা। বুধবার এই প্রেক্ষিতে তোপ দাগলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সুজনবাবু এক্সবার্ভার্স লিখেছেন, মালদায় তৃণমূলের পুরনো নেতা বাবলা সরকার খুনের অভিযোগে ধৃত মমতার ঘনিষ্ঠ তৃণ-নেতা। ক্ষমতা, জমি, তোলাবাজী আর বেে আইনী সম্পদ লুটের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বৃত্তের মাধ্যকার এ লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে অপদার্য ঠাঁওরেছিলেন এসপি, ডিএম দের। এবার কি প্রকাশ্যে ক্ষমা চহিবেন মাননীয়? প্রসঙ্গত, মালদায় তৃণমূল নেতা বাবলা (দুলাল) সরকার খুনে শহর তৃণমূল সভাপতি নরেন্দ্রনাথ তিওয়ারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মঙ্গলবার দীর্ঘসময় জিজ্ঞাসাবাদের পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে প্রেস বিবৃতিতে জানিয়েছেন মালদার পুলিশ সুপার। সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে স্বপন শর্মা নামে তৃণমূলের আরেক নেতাকে। পুলিশ সূত্রে খবর, এই ঘটনায় ধৃত ৫ জনের বয়ানের ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হয়েছে নরেন্দ্রনাথকে।

বারুইপুরের গ্রামে সরকারি উদ্যোগে চালু হলো প্রাথমিক বিদ্যালয়



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৮ জানুয়ারি : সরকারি উদ্যোগে বারুইপুরের গ্রামে চালু হলো এই প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয়। খুশি এলাকার অভিভাবকেরা। আশপাশের গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকলে ও এই গ্রামে ছিল না কোন স্কুল। এখানকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ক্ষেত্রেও অনেক পিছিয়ে পড়তে হচ্ছিল। শিক্ষার বিকল্প কিছু নেই। সেই কথা মাথায় রেখে গ্রামে প্রথম চালু হলো প্রাইমারি স্কুল। যেভাবে রাজ্যজুড়ে একের পর এক প্রাথমিক স্কুল বন্ধের মুখে। তার মধ্যেই নতুন একটি সরকারি প্রাথমিক স্কুল শুরু হল বারুইপুরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের কমমপুরে। প্রশাসন যু্ত্রে খবর, ২০১৬ সালে স্কুলটি অনুমোদন পায়। ভবন তৈরির কাজও শুরু হয়ে যায়। তারপর নানা কারণে স্কুল শুরু হয়নি। অবশেষে নতুন বছরে চালু টি চালু হয়। চলতি শিক্ষাবর্ষে থেকেই স্কুলের পঠন পাঠন শুরু হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু পড়ুয়া ভর্তি হয়েছে বলে স্কুল সূত্রে জানা গিয়েছে। অন্যস্কুল থেকে একজন শিক্ষককে এনে আপাতত এই স্কুলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শীঘ্র স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগ করার কথা জানানো হয়েছে। চালু করে দেওয়া হয়ে মিত ডে মিলও। এব্যাপারে বারুইপুর পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক বিভাস সরদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে শিক্ষা ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন রয়েছে। শিক্ষা সমাজের মেরুদণ্ড। তাই ওই এলাকার একটি স্কুলের প্রয়োজন ছিলো। তাই এই স্কুল চালু হওয়ায় আমি খুশি।আর এই এলাকায় স্কুল চালু হওয়ায় খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা।

জল সমস্যার সমাধানে হাওড়া পুরসভার স্ট্রিট ট্যাপ কল বসানোর উদ্যোগ



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি : জল সমস্যার সমাধানে ফের উদ্যোগী হলো হাওড়া পুরসভা। দক্ষিণ হাওড়ার ৪১নং ওয়ার্ডের বিবেকানন্দ পল্লী পরিদর্শন করে ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি স্ট্রিট ট্যাপ কল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এতে বারি সামনে থেকেই জল পাবেন এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। পুরসভা সূত্রের খবর, আইনগত কিছু সমস্যার কারণে ওই

এলাকায় জলের সংযোগ দিতে সমস্যা ছিল। ফলে এলাকার বাসিন্দাদের জল অন্যতে হতো দূর থেকেই। বর্তমানে ওই এলাকায় কয়েকটি স্ট্রিট ট্যাপ জলের কল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে পুরসভার তরফ থেকে। পুরসভার জল দপ্তর সেই কাজ শুরু করে জল সমস্যার সমাধান করা হবে। এই বিষয়ে হাওড়া পুরসভার ভাইস চেয়রম্যান সৈকত চৌধুরী বলেন,

খাঁচাবন্দি না হয়ে স্বেচ্ছায় মৈপীঠের লোকালয় থেকে আজমলমালির জঙ্গলে ফিরে গেল দক্ষি্ন রায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুলতলি, ৮ জানুয়ারি : কুলতলির মৈপীঠে দুর্দিন



ধরে লোকালয়ে থাকা বাঘকে বন্দি করার বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে হাগল দিয়ে খাঁচা টোপ ব্যবহার করেও কোনো লাভ হলো না। দক্ষিণ রায় খাঁচা বন্দি না হয়ে স্বেচ্ছায় লোকালয় থেকে জঙ্গলে পাড়ি দিয়েছে বুধবার ভোরে। আর তাতেই কিছুটা হলেও স্বস্তিতে বন কর্মী থেকে শুরু করে গ্রামবাসীরা। সোমবার সকালে কুলতলির মৈপীঠের কিশোরী মোহনপুরের দক্ষি্ন বৈকুণ্ঠপুরের মাকড়ি নদীর চরে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় এলাকার এক মৎসজীবী। এরপর থেকে বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে গোটা

চলে আসে। এর পরে ডি এফ ও নিশা গোস্বামী ও এডি এফ ও অনুরাগ চৌধুরীর উপস্থিতিতে জঙ্গলের ঘনিদিক ঘিরে দেওয়া হয় লাইনলের জাল দিয়ে। এর পরে সারা দিন ধরে একাধিকবার চেষ্টা করেও বাঘকে জঙ্গলে ফেরানো যায় না। তাঁর পর এদিন সন্ধ্যায় বাঘ ধরতে ছাগলের টোপ দিয়ে খাঁচা বসানো হয়। এরপরে এদিন রাতে বাজি ফাটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে ও বাঘকে জঙ্গলে ফেরানো যায় না। তবে বুধবার তোরের দক্ষি্ন রায় নিজে থেকেই জঙ্গলে ফিরে যায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বন বিভাগের

শান্তিরবাজারে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার

শান্তিরবাজার, ৮ জানুয়ারি : রেল লাইনের পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর এলাকার মহানন্দ বৈষ্ণব পায়ায়। মৃত ব্যক্তির নাম দীপল দেবনাথ। প্রাথমিকভাবে ধারণা রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছে ওই ব্যক্তির। জানা গিয়েছে, গোমতি জেলার উদয়পুর মহকুমার রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা দীপল দেবনাথ। দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজার মহকুমার বীরচন্দ্রনগর এলাকার মহানন্দ বৈষ্ণব পাড়ায় মেয়ের বাটীতে বেরোত আসেন। মহানন্দ বৈষ্ণব পাার রেলব্রিজ সংলগ্ন

এলাকায় তাঁর মেয়ের বাড়ী। বুধবার রেললাইনের পাশে আহত অবস্থায় তাঁকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। আগরতলা থেকে সাত্রঙ্গামী রেলের ধাক্কায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা স্থানীয়দের। দীপল দেবনাথকে এইভাবে রেল লাইনের পাশে পড়চা থাকতে দেখে শান্তিরবাজারের দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়। মহকুমার রাজারবাগ এলাকার বাসিন্দা দীপল দেবনাথকে মাকড়ি নদীর কম্বীরা দীপল দেবনাথকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে শান্তিরবাজারস্থিত দক্ষিণ জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

ভারতীয় রেলওয়ের অত্যাধুনিক ক্ষমতা সংযোজন প্রকল্পগুলিতে দূরদর্শী দূরদর্শিতার বাস্তবায়ন

কলকাতা, ০৮ জানুয়ারী ৫ বিলিয়ন ভারতীয়দের নামমাত্র খরচে দ্রুত, নিরাপদ এবং বিশ্বমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদান করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু ভারতীয় রেল ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈচিত্র্যময় ভারতে খাদ্য সরবরাহকারী একটি ভবিষ্যত প্রস্তুত সংস্থা হিসাবে নিজেকে রূপান্তরিত করে একটি মিশন মোডে এটি করছে। বাজেট বরাদ্দের সাথে তাল মিলিয়ে রেলওয়ে তার বাজেটের ৭৬ শতাংশ ব্যয় করেছে চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাস এবং ৪ দিনে। ৫ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত ভারতীয় রেলওয়ের একটি সাম্প্রতিক ব্যয়ের প্রতিবেদন অনুসারে, ক্ষমতা বৃদ্ধিতে ভারী বিনিয়োগ করা হয়েছে, এটি একটি বাস্তবতা যা ভারতে রেল ভ্রমণকে একটি বিশ্বমানের অভিজ্ঞতা তৈরি করার লক্ষ্যে। গত এক দশক ধরে ধারাবাহিক মূলধন ব্যয়ের (ক্যাপেক্স) ফল ১৩৬টি বন্দে ভারত ট্রেনের আকারে দৃশ্যমান, প্রায় ৯৭ শতাংশ ব্রডগেজের বিদ্যুতায়ন, নতুন লাইন স্থাপন, গেজ রূপান্তর, ট্রাক দ্বিগুণ করা, ট্রাফিক সুবিধার কাজ, বিনিয়োগ। PSU একে মের্টোপলিটন পরিবহনে। এই মূলধন ব্যয় বিলিয়ন ভারতীয়দের নামমাত্র খরচে দ্রুত, নিরাপদ এবং বিশ্বমানের ভ্রমণ অভিজ্ঞতার দিকে পরিচালিত করেছে। বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের গতি পরীক্ষা এবং নিরাপত্তা শস্যাপত্রের পর্যালোচনা, ভারতের রেল সড়ক যাত্রীরা খুব শীঘ্রই দীর্ঘ দূরত্বের ভ্রমণের জন্য বিশ্বমানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিতে প্রস্তুত। এটি সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতায় বিপ্লব ঘটিবে। ভারতীয় রেলওয়ের এই রূপান্তরটি Viksit Bharat-এর দূরদর্শী



ভারতীয় রেল একটি নতুন, আধুনিক ও সংযুক্ত ভারত গড়তে রূপান্তরমূলক শাসনের একটি রূপকল্প বাস্তবায়ন করছে। এটি অবকাঠামো, প্রযুক্তি এবং টেকসই অনুশীলনে বিনিয়োগের মাধ্যমে একটি সর্ব-অন্তর্ভুক্ত ভারত গড়ে তোলার প্রচেষ্টার নেতৃত্ব দিচ্ছে। এইভাবে, ভারতীয় রেল নিশ্চিত করছে যে আজ বপন করা অগ্রগতির বীজ আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সেরা ফল বহন করে। ভারতের জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে, একটি সংস্থার জন্য বর্তমান লোড মেটানোর পাশাপাশি তার ভবিষ্যত তৈরিতে প্রস্তুত বিনিয়োগ করা সহজ কাজ নয়। কিন্তু এই ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম চার দিনে ১১৯৮ কোটি মুদ্রার ব্যয়ের সাথে, ভারতীয় মামগ্রিক মূলধন ব্যয় প্রায় তিন মাস বাকি থাকতে ৭৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।বাজেট অনুমান

লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা, মমতার ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি শুভেন্দুর

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা দেওয়া সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য নিয়ে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনা দাবি করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দুবাবু এক্সবার্ভার্স লিখেছেন, মমতা ব্যানার্জী সদৃশদশখালিতে বলেছিলেন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা নিয়ে দৃষ্টিস্তা করতে হবে না। যেমন কথা তেমন কাজ! মুখ্যমন্ত্রীর বাণীকে ধ্রুব সত্য প্রমাণ করতে চিচিটা প্রশাসন ও ওনার দলীয় নেতৃত্ব মাঠে নেমে পড়েছেন। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপক সধবা গৃহবধূকে জোরপূর্বক

বিধবাভাতা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিল নদীয়া জেলার শান্তিপুরের পঞ্চায়েত এবং বিভিন্ন অমু্যটক সেই কটামানি থেকে স্থানীয় তোলামূল নেতৃত্ব। জীতি মানুনের নামে তেথ সাটিফিকেট ইস্যু না হওয়া সত্বেও কি করে তার স্ত্রীর নামে বিধবা ভাতা চালু হয়ে গেলো তার তদন্ত হওয়া উচিত। এরকম আরও কত ঘটনা ঘটেছে রাজ্যে তার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চাই।আমি আগেও বলেছি মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্য অত্যন্ত কুরুকিপূর্ণ। আমি



বাংলার মা বোনদের মঙ্গল প্রার্থনা করি এবং আবারো দাবি করি এই লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রাপকদের বিধবাভাতা সংক্রান্ত মন্তব্যের জন্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিঃশর্ত ক্ষমা স্বীকার করুন মা বোনদের কাছে।

বাংলাদেশে হিন্দুদের শিয়রে সংক্রান্তির হুঁশিয়ারি তসলিমার



দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : বাংলাদেশে হিন্দুদের শিয়রে সংক্রান্তির হুঁশিয়ারি দিলেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। বুধবার বেলা ১০টায় এই পোস্টে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৮৭১, ২৪০ ও ১১০। তিনি মঙ্গলবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যাগুরু হিন্দুরা, কান খুলে

শুনে নিন। কতদিন নিজদের আহার-নিদ্রা-মেধুন, আর সেই সঙ্গে সস্ত্রীতি ও বিশ্বশ্রেম, নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন, বা থাকতে পারবেন, তা নিজেরাই ঠিক করে নিন। বাংলাদেশ থেকে সদ্যপ্রাপ্ত খবর অনুযায়ী, তাদের উপর নির্ধাতন বেড়েই চলেছে। হিন্দুরা, যারা পালাতে চাইছে না, তাদের উপর জিজিয়া কাচ চাপাবার কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্কুল-কলেজের হিন্দু ছাত্রদের সন্তোষ হয়, তাদের আশ্মু ভারতে পলাইবে, এবার তোরো যা গিয়া। বর্তমানে ৫৭টা উগ্র মুসলিম গোষ্ঠী দেশটাকে চালাচ্ছে। এদের নিজদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, কিন্তু হিন্দু পেটোবার সময় সবাই এক। হিন্দু সরকারি কর্মচারী, স্কুল-কলেজের শিক্ষক ইত্যাদি সকলকে পাইকারি সেই ধান ধারনাটা তাদের মধ্যে নেই বলেই তারা। হিন্দুদের মধ্যে পৃথকীকরণের মতো একটি অঞ্চলে, যেখান শাসনের কাঠামো অত্যন্ত জটিল, সরকারকে উপরাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

যারা সমালোচনা করে করুক উৎসব, খেলা মেলা চালিয়ে যাবো : পার্থ ভৌমিক

দূরন্ত বার্তা, নববাবারকপুর, ৮ জানুয়ারি : : অনেকে সমালোচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী উৎসব খেলা মেলা নিয়ে পড়ে থাকেন। উৎসব করলে কত প্রান্তিক শ্রেণীর মানুষদের রুটি রুজির ব্যবস্থা হয়। সেই ধ্যান ধারনা যাদের নেই তারাই টিভির ঠান্ডা ঘরে বসে সমালোচনা করে থাকেন। মেলায় একটি লোক প্যাভেল করতে গিয়ে চারশ টাকা পায় আবার স্টলে লাইট লাগানো হয়ে গেলে পায় তিনশো টাকা। কত প্রান্তিক শ্রমিক নিযুক্ত থাকে। সেই ধ্যান ধারনাটা তাদের মধ্যে নেই বলেই তারা। হিন্দুদের মধ্যে পৃথকীকরণের মতো একটি অঞ্চলে, যেখান শাসনের কাঠামো অত্যন্ত জটিল, সরকারকে উপরাজ্যপাল এবং কেন্দ্রের সাথে মিলেমিশে কাজ করতে হবে।

কাছ থেকেই কেনা হয় আবার প্রান্তিক মানুষদের অর্থনৈতিক উন্নতি হয়। দিনের শেষে বাংলার প্রান্তিক কিন্তু কমে না। স্বাভাবিকভাবেই যারা সমালোচনা করে করুক আমরা উৎসব খেলা মেলা চালিয়ে যাব। শুধু আপনারা সঙ্গে থাকবেন। মঙ্গলবার রাতে নববাবারকপুর পুরসভার ২৮ তম বর্ষের পুষ্প প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় দিনে বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে সুদৃশ্য মঞ্চে উপস্থিত থেকে কথ্য গুলি বলেন ব্যারাকপুর সাংসদ পার্থ ভৌমিক। পার্থ ভৌমিক বলেন সারা বাংলায় যত উৎসব পুষ্পমেলা প্রদর্শনী হয় তাদের মধ্যে নববাবারকপুর পুরসভা পুষ্পমেলা একটা জায়গা করে নিচ্ছে। ধন্যবাদ কুজ্ঞতা পুরসভার পুরপ্রধান ও বোর্ড অফ কাউন্সিলরস দের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বাতা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৪০ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ২৪ পৌষ, ১৪৩১

শিল্পই হোক মন্দির

আধুনিক ভারত গড়তে যে শিল্প এবং উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োজন রয়েছে সেটা অনুভব করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ব্রিটিশ রাজশক্তির থেকে যখন স্বাধীন ভারতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তখন পণ্ডিত নেহরু। তারপর থেকে তিনি ভারি শিল্প স্থাপন করার ওপরে জোর দিতে থাকেন। রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করে ইম্পাত্ত কারখানা খোলার কথা চিন্তা করলেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সেই কারণে দেশে সব ধর্মের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতবর্ষ বহু ধর্মের দেশ। ফলে ধর্মকে পাশে রেখে তিনি শিল্পে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা যায় কীভাবে তাকে বেশি করে প্রাধান্য দিলেন। প্রধানমন্ত্রী ধর্মীয় মন্দির নির্মাণ করার চেয়ে তিনি নদীতে বাঁধ দেওয়াকে বেশি করে গুরুত্ব দিতে থাকেন। দেশের কৃষি ব্যবস্থার পাশাপাশি শিল্প ব্যবস্থার পরিষেবা যথেষ্ট উপযুক্ত যাতে হবে পারে তার চিন্তাভাবনা করতেন। পণ্ডিত নেহরু বলতেন, ‘ এই সব কাজকে (ভাকরা নাঙ্গাল বাঁধ নির্মাণ প্রসঙ্গে) আমি মন্দির এবং ধর্মস্থানের মতো পবিত্র বলে গণ্য করি এবং আমি যখন এই সব কাজ পরিচালনা করি, তখন মনের মধ্যে বেশি করে ধর্মভাব অনুভব করি।’’ আসলে নতুন ভারত গড়তে গেলে শুধু মন্দির গড়লে চলবে না। ভারতে বহু প্রাচীন মন্দির রয়েছে। নতুন করে আর মন্দির গড়ে তোলার কোনও প্রয়োজন নেই। যেসব মন্দির রয়েছে সেই সব মন্দির থেকে ভারতের ধর্মকে পরিচালনা করার পক্ষে যথেষ্ট। এখন মহান ভারত গড়তে গেলে প্রয়োজন আধুনিক শিল্প কলকারখানা। দেশ থেকে দারিদ্রকে দূর করতে হবে। দারিদ্র অভিশাপ হয়ে দেখা দিতে শুরু করেছে। এটা না করতে পারলে আধুনিক ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব। আধুনিক ভারত গড়তে গেলে ভারতের ইতিহাসকে জানতে হবে। পড়তে হবে। তবেই আধুনিক ভারত দ্রুত গড়ে তোলা সম্ভব হবে। ভারতের কোটি কোটি মানুষের ঠিক কোন খানে দুখেরে পাহাড় জমে রয়েছে সেই সব স্থানকে চিহ্নিত করে তার সমাধান করার পথ তৈরি করতে হবে। নদীতে বাঁধ দেওয়া হলে বহু গ্রাম বন্যার হাত থেকে রক্ষা পাবে। শুখা মরসুমে চাষিরা চাষের জল পাবে। নেহরুর কাছে নদীর বাঁধটা ছিল এক একটি মন্দির স্বরূপ। তাঁর কাছে খোঁজ ও ধর্মীয় মন্দিরের চেয়ে শিল্প মন্দির থেকে শুরু করে বাঁধ মন্দির খোঁজ লাভ করে। তিনি বলেন, ধর্মীয় মন্দিরের প্রতি তাঁর কোনও অনীহা নেই। তবে তিনি চান উন্নত ভারত গড়ে তুলতে। সেই কারণে তাঁর কাছে ভারতের প্রতিটি প্রযুক্তি শিল্প কলকারখানা হচ্ছে মন্দিরের মতো। এটা দেশকে উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে শিল্প কারখানা হচ্ছে এক একটি মন্দির। যে মন্দির ভারতবাসীকে রক্ষা করতে সক্ষম। সেই মন্দির তিনি নির্মিত করে শান্তি লাভ করতেন। ঠিক একমই রকমভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীও মন্দির বলতে বুঝেছেন তথ্য প্রযুক্তিকে। আজকে যে ডিজিটাল ভারতের কথা বলা হচ্ছে সেটা কিন্তু অটল বিহারী বাজপেয়ীর সময় থেকে শুরু হয়েছিল। তার আগে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময় থেকে তথ্য প্রযুক্তির ওপরে জোড় দেওয়া শুরু হয়। তথ্য প্রযুক্তি যদি না আসে তাহলে মহান ভারত গড়া অসম্ভব।

মতি নন্দীর ‘কোনি’

মতি নন্দীর উপন্যাস কোনি। সেই উপন্যাস থেকে তৈরী হল সিনেমা। ফিল্মর চরিত্রে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। সেই সিনেমায় এক জায়গা আছে যেখানে ফিল্মদেবে জুপিটারের কোচ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্লাব ছাড়ার আগে খিদদা বললেন, আমি আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে জুপিটারে ট্রেনার হয়ে এসেছি। ক্লাবে কোনও মতলব নিয়ে আসিনি,আদর্শ নিয়ে এসেছি। কেরিয়ার তৈরী করতে আসিনি,সুইমার তৈরী করতে এসেছি। হ্যাঁ,আমি ছাত্রছাত্রীদের ডিসিপ্লিন হাতে বলছি কারণ আমার বিশ্বাস শৃঙ্খলা,নিয়মানুবর্তিতা না থাকলে জীবনে ঝড় কিছু হওয়া সম্ভব না। আমিও ক্লাবকে ভালবাসেছি আমিও চাই জুপিটার ভারতের সেরা ক্লাব হোক কিন্তু আজ এই ক্লাবে আসনের কোনও জাগা নেই। সুইমার দিয়ে গেলে খাটতে হবে, লক্ষ্য স্থির রেখে লড়াই করতে হবে। আর এই লড়াই তারাই করতে পারবে যারা নিজেরাই রোজ বাটার জন্যে লড়াই করছে। আমাকে এই ক্লাবের আর দরকার নেই, আমি নিজেই সরে গেলাম। ফিল্মদর এই আদর্শটাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের আদর্শ। ১৯৭৪ সালে শাদদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় কোনি। সেই বছরই সাঁতারে ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাকে নিয়েও একটি লেখা প্রকাশিত হয় সেই শাদদ সংখ্যায়। সেই লেখা পড়ই সরোজ দে ঠিক করেছিলেন সিনেমা বানানোর। তবে ফিল্মদর চরিত্র করার কথা ছিল উত্তমকুমারের। উত্তমকুমার সরোজ দে’কে বলে রেখেছিলেন, ‘কোনওদিন যদি কোনি বইটা নিয়ে ছবি হয়, তাহলে ফিল্মদর চরিত্র আমি করব।’ কিন্তু এর কিছুদিনের মধ্যেই মারা যান উত্তমকুমার। এরপর সরোজ দে ঠিক করেন নাসিরুদ্দিন শাহ ওই চরিত্রটি করবেন। তিনি রাজি হলেও ডেট দেন ডিসেম্বরে,শীতকালে। যেহেতু সিনেমার অনেকটাই সাঁতারের উপর, শীতকালে ঠান্ডায় শুটিং করা মুশকিল। তাই পাওয়া গেল না নাসিরুদ্দিন শাহ’কে উ ভখন সরোজ দে সৌমিত্রবাবুকে প্রস্তাব দেন ফিল্মদর চরিত্র করার। উনি রাজি হন। সরোজ দে এখনও কোনি চরিত্রে অভিনয়ের প্রস্তাব দেন শ্রীপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তিনি তখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে মাস্টার্স করছেন। শ্রীপর্ণা কোনি চরিত্রে অভিনয় করবেন এই কথা শুনে সৌমিত্রবাবু নিজে গাড়ি চালিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলেন তার বাড়ি। যদিও প্রথমে শ্রীপর্ণাকে পছন্দ হননি তাঁর। সরোজ দে’কে বলেছিলেন,দকালুদা আর একটু দেখলে ভাল হয় না! কিন্তু শেষমেশ শ্রীপর্ণা’ই ওই চরিত্রে অভিনয় করে। কোনি সিনেমায় একমাত্র বড় তারকা ছিলেন সৌমিত্রবাবু। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই উনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে সৌমিত্রদা হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব

সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিণী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারান করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী



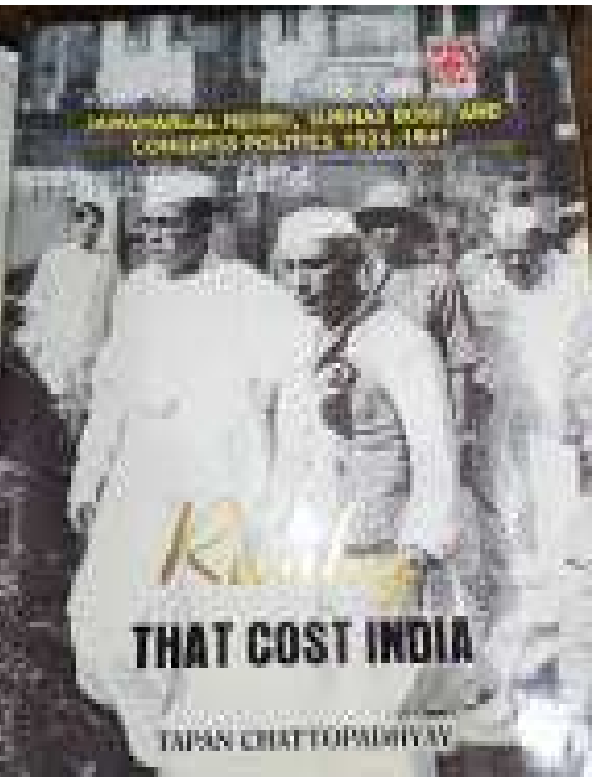
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, নরেন আমর নিজের সন্তান। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করতে হবে। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে সুষ্ট সমাজ গঠন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দ থাকে। যে সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চলে তার

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি ও পিতা মতিলাল নেহরু’র হাত ধরেই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালে পণ্ডিত জওহর লাল নেহরু’র আবির্ভাব

রবীন্দ্রকুমার শীল (পিতা মতিলাল নেহরু চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁর পুত্র জওহর লাল নেহরুকে ভারতে জাতীয় কংগ্রেসে একটি বিশেষ স্থানে উপস্থাপিত করতে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধি জওহর লালকে খুবই পছন্দ করতেন। জওহর তাঁর কাছে সন্তানের মতো ছিলেন। জাতির জনক মহাত্মাজিকে জওহরলাল পিতার মতো ভালোবাসতেন। তাঁর ফলে কোনও সময়ে জাতির জনক মহাত্মাজির কথার আমান্য করেননি। বহু সময়ে গান্ধির সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্য থাকলে তা আচিরেই মিটিয়ে ফেলতেন। এবং পিতা মতিলাল মধ্যস্থতা করে দিয়েছেন। প্রয়োজন হলে পুত্রের আচরণে কুপিত হয়েছেন। ফলে পিতাকে রাগান্বিত না করে পুত্র জওহরলাল গান্ধিজির প্রতি কথাকে মান্য করেছেন এবং প্রাধান্য দিয়েছেন। পিতা মতিলাল বারবার পুত্র জওহরকে বুঝিয়েছেন যে তাঁর ভালোর জন্যই পিতা ভারতের জাতীয় আন্দোলন এবং কংগ্রেস দলে প্রবেশ করেছেন। তিনি ভালো আইনজীবী ছিলেন বলেই কংগ্রেসের উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেন। সমাজে মতিলালের সুনাম ছিল। ফলে মতিলালকে সবাই মান্য করতে শুরু করে।) (পূর্ব প্রকাশের পর)

পণ্ডিত জওহরলাল তাঁর আত্মজীবনী লিখেছেন। ইংল্যান্ডে থাকার সময়ে তিনি মানসিক শক্তি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তখন তিনি ইংল্যান্ডে ছাত্র। ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে তাঁর মতের মিল দেখতে পাওয়া যায়। হ্যারো স্কুলে পড়ার সময়ে তিনি ভারতীয় রাজপুত্র এবং আভিত্যাদের থেকে দূরে সরে থাকতেন। এই মানসিকতা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের মহারাজা হীরা সিং এর সময়। আসলে তিনি নিজেকে ইংলিশম্যান ভাবতেন। যার জন্য তিনি ইংলিশ আভিজাত্যকে কোনও সংয়ে অপছন্দ করেননি। ছোটবেলা থেকেই এই রকম মানসিকতার মধ্যে দিয়ে তিনি বড় হন। ফলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে তিনি নিজের অভিজাত্যের প্রতি বেশি করে নজর দিতেন। ভারতের রাজনীতিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে তিনি দেশের অন্য নেতাদের থেকে একেবারে ভিন্ন পথ গ্রহণ করে চলেছেন যার সঙ্গে তৎকালীন পরিস্থিতির একেবারে কোনও মিল ছিল না। নিজের তৈরি করা পথ এবং মতকে বেশি করে প্রাধান্য দিতেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া

যায় যে বিদেশি পথকে বেশি করে অনুসরণ করেছেন। তিনি সব সময়ে ভারতে বিদেশি শাসক ইংরেজদের পচন্দ করতেন তবে তা সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিকোন দিয়ে নয়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ভারতের স্বাধীনতা আসবে সমাজতান্ত্রিক আর্থিক ভিত্তির ওপরে নির্ভর করে। ১৯২৭ সালে তিনি পাশ্চাত্য সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর দৃষ্টি রাখতে শুরু করলেন মক্সোকে লক্ষ্য রেখে। জওহরলালের বয়স যখন ১৪ বছর। তখন তিনি তাঁর স্থান পরিবর্তন করলেন। তাঁর এক বয়স্কা কাকা ছিলেন। তিনি বাড়ি ছেড়ে আর একটি অন্য বাড়ি প্রস্তুত করেন। এই সময়ে জওহরলালের মানসিক পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি তখন ছেলে এবং মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে শুরু করলেন। সুন্দরী কাশ্মীরী মেয়েদেরও সঙ্গী হতে থাকলেন। তিনি আবার কোন কোন সময়ে স্বপ্ন দেখতে শুরু করলেন যে আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন। পরে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে রাজনৈতিক জীবনেও তিনি নিজের মনে একান্তে কথা বলতেন। তাঁর আত্মজীবনীতে



বই পড়ার নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে হ্যারো স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে দেখতে পাওয়া গেল তাঁর সেই বই পড়ার নেশাটা কাজে লাগছে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তিনি তখন অনায়াসে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। তবে এটা ঠিক যে মতিলাল প্রায় সময়ে ছেলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং কেমন পড়াশুনা করছে তার তাকে ব্যথিত করেছে। ১৯০৫ সালের মে মাসে তখন তাঁর বয়স পনেরো বছর ছয় মাস তখন তিনি পিতা, মাতা এবং বোবা বিজয় লক্ষনী (১৯০০-১৯৯০) বিলাতে ন৷। জওহরলাল হ্যারো স্কুলে ভর্তি হলেন। মতিলাল তখন একেবারে বিলেতি সাহেব এবং একজন আইসিএস অফিসারের মতো চলনবলন তাঁর। তাঁর ভাইপো জিজলাল তখন বিলাতে রয়েছেন। তিনি জওহরলালের জন্য একটি স্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। জওহরলাল একটি বয়স বেশি ছিল হ্যারো স্কুলের অন্যান্যদের বন্ধুদের চেয়ে। মতিলাল হ্যারো স্কুলে ভর্তির জন্য সেখানকার প্রধান শিক্ষক রোবার্টেট ডক্টর জোসেফ উডকে ধরেন। প্রধান শিক্ষক উড আবার মতিলালকে বেশি পছন্দ করতেন। এবং জওহরের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রধান শিক্ষকের বাড়িতেই। তবে জওহরলালের সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখতেন। ১৯০৫ সালে ৯ আগস্ট জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুট এর ভিলা

পারলে আইসিএস হওয়া একেবারে অসম্ভব। ১৯০৭ সালে জওহরলাল পাশ করলেন হ্যারো স্কুল থেকে অতি সাধারণভাবে। বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করতে পারেননি তিনি। জওহরলাল তখন ইংরেজ স্কুল বন্ধুদের কাছে ‘জে’ বলে পরিচিত ছিলেন। কোনও সময়ে তাঁকে বন্ধুরা বিশেষ ভাবে গ্রহণ করে নেননি। ভারতীয় ছাত্র বন্ধুরা তাকে বিশেষ পদের বন্ধু বলে মনে করতে শুরু করে যাদের সঙ্গে তার কোনও রকমভাবে মানসিক মিলন ঘটাতে অক্ষম। জওহরের মধ্যে কোনও রকম বিশেষত্ব দেখতে পাওয়া যায়নি যার মাধ্যমে বন্ধুরা আকর্ষন বেধ করবে। এদিকে মতিলাল বারবার ছেলেকে বোঝাতে থাকলেন যে ইংরেজ ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো এবং তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো। পিতা মতিলালকে একটি খবর দিয়েছিলেন ছেলে জওহর যে তাঁর একজন ইংরেজ ক্লাস বন্ধু তাঁকে নিমন্ত্রণ করে ডিনার খাইয়েছে। তিনি ছেলেকে নির্দেশ দিতে শুরু করে দিলেন যে ইংলিশ বন্ধু তৈরি করতে হবে এবং তাদের সঙ্গে উভাসনা করতে হবে। জওহর সেই সময় থেকে ইংলিশ ক্লাস বন্ধুদের সঙ্গে ডিনার এবং লাঞ্চ খেতে শুরু করলেন। তাতে পিতা মতিলাল খুবই আনন্দ প্রকাশ করতে থাকেন। তিনি এ ব্যাপারে পিতাকে চিঠি লিখেন। বয়স যখন ১৮ তখন জওহরলালকে কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হন ১৯০৭ সালে। তিনি হ্যারো স্কুল এবারে ত্যাগ করলেন। হ্যারো স্কুল ত্যাগ করার সময়ে তিনি কেমব্রিজ লে ফেলছিলেন। আন্ডার গ্রাজুয়েট কেমব্রিজের পড়ার সময়ে জওহরলাল ব্যক্তি স্বাধীনতা লাভ করেন। তিনি ন্যাচারাল সায়েন্স, কেমিস্ট্রি, জিওলজি এবং বোটানি নিয়ে পড়াশুনা করতে আগ্রহী হলেন। যদিও তাঁর পিতা চেয়েছিলেন যে তাঁর ছেলে অঙ্ক এবং ফিজিক্স গ্রহণ নেবে। জিওলজি ও বোটানি না। মতিলাল তখন এ ব্যাপারে মন খারাপ করেছিলেন এবং এটাকে একটি বড় ধরনের বিষয় করে তোলেননি। তবে পিতা বুঝতে পারেছিলেন যে ছেলে আত্মবিশ্বাস ক্রমশ ক্রমতে শুরু করেছে। পিতা পুত্রের মধ্যে মানসিক মিল থাকলে দেখতে পাওয়া গেলে যে একটি সময়ে পিতার মতকে গ্রহণ করে নিলেও কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে। যখন জওহরলাল একেবারে ব্রিটিশ রাজনীতিককে মনে গ্রাণে গ্রহণ করে নিতে শুরু করে দিয়েছেন এবং রায় বাহাদুর এবং খেতাব থেকে শুরু করে অন্যান্য

পাঠকদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ও লেখনি

জটায়ু সন্তোষ দত্ত

ফেলুদার গল্পে জটায়ু ওরফে লালমোহন গাঙ্গুলীর প্রথম আগমনের পরে পর পর বেশ কয়েকটি গল্পে তাঁর চেহারা ঠিক কেমন হবে এই নিয়ে বেশ সংখ্যে ছিলেন সত্যজিৎ রায়। ফলে সোনার



কেলা, বাক্স রহস্য, রয়্যাল বেঙ্গল রহস্য, কেলসে কেলেঙ্কারি ইত্যাদি গল্পের ইলাস্ট্রেশনে বার বার পাষ্টাতে থাকে জটায়ুর চেহারা। এমনকি আজ যে ব্যাপারটা ছাড়া জটায়ুকে কল্পনা করা যায় না, সেই মাথা জোড়া টাক প্রথম দিকের ইলাস্টেশনে লক্ষণীয় ভাবে অনুপস্থিত। কিন্তু সোনার কেলা অবলম্বনে যখন চলচ্চিত্র তৈরি কবলেন সত্যজিৎ এবং জটায়ুর ভূমিকায় কাষ্ট করলেন অভিনেতা সন্তোষ দত্তকে, তার পরে জটায়ুর ব্যাপারটাই বদলে গেল চিরকালের মত। সন্তোষ দত্তর উপস্থিতি এবং অভিনয় স্বয়ং জটায়ুর স্তম্ভাকে এতটাই প্রভাবিত করেছিল যে জয় বাবা ফেলুনাথ উপন্যাস থেকে সত্যজিতের ইলাস্ট্রেশনেও জটায়ুর চহারা হয়ে গেল একেবারে অভিনেতা সন্তোষ দত্তর মত। আর বোম্বাইয়ের বোম্বেটে গল্পে তো সাদ্কা কাগজে জটায়ুর চেহারার যে বর্ণনা ছাপা হল, অর্থাৎ বহু, মুস্টাচ্য হারা। আমার ষ্ট্রীট মাস ট্রি সাজানো হয় প্রতিবার, একবার কাড় কিনতে গিয়ে পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুগু দিল্লু কাকুর দোকান (শিক্ষা অঙ্গ) এ পছন্দ হয় এই ছোট্ট পরীটা।

শীতকালে বড়দিন ও বনভোজন ছাড়াও মেলাই হইচই করার সুযোগে মনটা মেতে উঠে খুশিতে ভরপুর

পরি়া পোদ্দার, নবদ্বীপ
পরি়া। সেবার স্বপ্ন পরী হয়তো সবকিছু শুনিয়েছে। ওই যে বলছি আমি বরাবরই বাউ গুলে, নিজেকে গুছিয়ে রাখতে পারি না, তাই হয়তো আকাশ পথে কেউ আমার জন্য আমাকে আগলে রাখার জন্য আমার বন্ধুদের পাঠিয়ে দেয়, বারে বারে। ক্লাস ফাইভ হঠাৎ স্কুল বদল করে হরিসা হিন্দু গার্লস স্কুল, বন্ধু বিচ্ছেদ। আমার ভাগ্য বরাবরই পরিহাস করে এক্ষেত্রে সব কিছু ভালো দিয়ে আবার কেড়ে নেয়, এখন খানিকটা গা সয়ে গেছে ভাগ্যের হাতে। ওর আমার বাড়ির দুরত্ব অনেকটা বলে সে সময় পড়াশোনা গান নাচ আঁকা সবার মধ্যে আর আলাদা করে ওদের বাড়িতে গিয়ে যোগাযোগ রাখা খুব একটা হোত না। এই করে ছয় বছর হঠাৎ ভুগোল নামে একটা বিষয় বহ বছর পর দুই বন্ধুকে মিলিয়ে দিল পরম শ্রদেয়ে শ্রী মতী জয়ীনা ম্যামডা এর ব্যাচে। অনেক দিন পর দুজন দুজনকে দেখে সেই যে জড়িয়ে ধরেছি। বাবাই এর বাতিক আমি সাইকেল চালিয়ে গেলে নির্খাত অ্যান্ড্রিডেন্ট করবো, তাই কোন দিন সাইকেল চালাতে দেয় নি, বাড়ি থেকে স্কুল কলেজ পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী যুজু খোকন কাকুর রিক্সা বাঁধা। এদিকে তার সুবোধ বালিকা মেয়েই তি তার পরম শ্রদ্ধেয় শ্রী মতী মুক্তি পিসি মনির, একদা অসম্ভব গুপ্তি মানুষটি গৃহ শিক্ষিকা ছিল, ব্যান্ধে চাকরি পাওয়ার কারণে আর পরে পড়াতে না পারলেও বর্ধমান শহরের প্রথম স্কুটি অধিকারিণী এই মহিলা, আমি তার রিয়া সোনা। যেমন গুরু ভোমন চেলা, বাবাই হোত না জানিয়ে পিসি মনি নিজের হাতে ধরে বাইক থেকে স্কুটি চালানো শিখিয়ে ছেড়েছেন তার সোনাকে সেটা মাম জানে শুধু, বাবাইর বন্ধু ছিল পিসি মনি। তবে বাবাইকে বোঝানো হলে ততত্রব পাড়ার চৌহদ্দিতে রথী মহারথী গুণীজনদের কাছে নাইন থেকে



মিমি, ওই যে আমাদের নতুন পল্লী পাড়ার বাদরী বাহিনীর দল। যারা বিকাল হলেই সাবা পাড়াময় কখনো লুকাচুরি, কুমির ডাঙা, বু রে বু কি রে কি কখনো গলিতে, কখনো কল্যাণদাদের গাড়ি বারদা়য় কলিদির বাবা পরম শ্রদ্ধেয় কাকু সে সময় গ্রন্থিকাচার বিভাগের মাথা ও জাতীয় স্তরে একজন ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার এর কাছে ছুটির বিকালে সকাপে আমাদের বাহিনীর ব্যাডমিন্টন শেখা, কখনো পাপাদের ছাদে বা বাগানে ডেনো ডে নো। ওরফে ডাইনোসর, সিভারেলো, মমি অভিনয় খেলা, সকালে আমাদের বাড়িতে পড়ার ঘরে মেঝেতে মাদুর পেতে এক বস্তা খেলনা বাটি খেলা, কখনো লুডো কখনো ক্যারাম। পাড়াতে বা বরীন্দ্রাননে রবি ঠাকুরের জন্মদিন কিংবা ১৫ই আগষ্ট এই বাহিনীর সদস্যরা নাচে গানে নাটকে সবচেতেই জুড়ে। সে তো গেলো সেই বাদরী বাহিনীর গল্প, তাদের

বছরের পর বছর কেটে গেলেও হত দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার পেল না ঘর



দূরন্ত বার্তা, কালনা, ৮ জানুয়ারি : প্রতিবন্ধী হলেও মেলেনি ঘর। আবাস যোজনায় সমীক্ষার তালিকায় নাম থাকার পরেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে যায় সে না।ম। বছরের পর বছর কেটে গেলেও হত দরিদ্র প্রতিবন্ধী পরিবার পেল না ঘর । সমীক্ষায় কারচুপি। আবাস যোজনায় নাম থাকার পরেও ঘর পায়নি হতদরিদ্র দুই পরিবার। ঘটনাটি ঘটছে কালনা থানার নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নতুন গ্রামে। নান্দাই পঞ্চায়েতের নতুন গ্রামের বাসিন্দা মকবুল শেখ। সে তার দুই সন্তান এবং স্ত্রীকে নিয়ে

অতিকষ্টে দিন কাটাচ্ছেন । পেশায় তিনি একজন ভাগচাষী। এদিন তিনি জানান ২০১৬ সালে তৎকালীন কালনা থানার ওসি সনৎ দাসের গাড়িতে নিমতলা বাজারে তার মেয়ে মহসিনা খাতুনের এন্জিডেন্ট হয়। তারপর থেকেই তার মেয়ে মহসিনা শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে যায়। সে ঠিক ভাবে হাটাচলা করতে পারে না। অ্যান্সিডেন্টের পর ওসি সনৎ দাস আশ্রাস দিয়েছিলেন তার মেয়ের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবেন। প্রথমদিকে সামান্য কিছু অর্থ সাহায্য করলেও পরের দিকে

তিনি আর কোনরকম যোগাযোগই রাখেননি বলে এদিন জানান তিনি। হতদরিদ্র পরিবারে এই বিপুল অংকের চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে পরিবারটি অর্থনৈতিক ভাবে আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে মহসিনা নতুনগ্রাম হাই স্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী । সে একজন বিডি শ্রমিকও। নিজের পড়াশোনা টি চিকিৎসার খরচ জোগাড় করতে মহসেনা বিডি বাঁধে। খুব কষ্ট করে এসে তার পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে মকবুল শেখ জানান, মেয়ের চিকিৎসার খরচ, ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ চালিয়ে বাড়ি করার মতো সামর্থ্য তাদের নেই। তাই তালিকা থেকে বাদ পড়ার ব্যাপারটি তিনি কালনা এক ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিসে জানান । ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অফিস থেকে মুখ্যমন্ত্রীর হেল্পলাইন নান্বারে – দিগিকে বলাে তে ফোন করার কথা বলেন এবং একটি ফোন নান্বার দেন। সেইমত ফোন করা হয় বলে জানান তিনি। তার পরেও আজ

পর্যন্ত কোন সুরাহা হয়নি বলে জানান তিনি। বর্তমানে ভাঙাচোরা বাড়িতে দুই ছেলে মেয়ে আর স্ত্রীকে নিয়ে অতি কষ্টে তারা দিন কাটাচ্ছেন বলে জানান। অপরদিকে জন্মগত প্রতিবন্ধী সানাবুল শেখ। তার নামও তালিকা থেকে বাদ চলে যায়। স্ত্রী আনহারা বিবি কে নিয়ে অতিকষ্টে দিন কাটছে তাদের। পোষা গরুর দুধ বিক্রি করে আর আত্মীয়- স্বজনদের সহযোগিতায় অতি কষ্টে দিন গুজরান হয় তাদের। একদিনের খাওয়ার খরচ যারা জোগাড় করতে পারে না ঘর তৈরি করার সামর্থ্য তাদের কোথায়। এই কনকনে ঠান্ডায় ভাঙাচোরা বাড়িতে কোনরকমে তারা বসবাস করেন। নতুন তালিকায় যাতে তাদের একমাত্র দাবি। কোন আদ্যশ্য কারণে এই হতদরিদ্র পরিবার গুলির নাম তালিকা থেকে বাদ গেল এবং তারা সরকারি আবাস যোজনার ঘর পেল না সে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই গেল।

ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া শুরু রাজ্যের

কলকাতা, ৮ জানুয়ারি : রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্থ ৯ লক্ষ কৃষককে বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বানার্জি আজ কোট্টা হাভেন্ডেলে এই কথা জানিয়ে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টের মাধ্যমে সাড়ে তিনশো কোটি টাকা দেওয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন। চলতি খরিফ মরসুমে আরহাওয়ার প্রতিকূলতার কারণে যে সব কৃষক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাদেরও এই সহায়তা করা হবে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। ২০১৯ সালে এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরে এখনও পর্যন্ত ১ কোটি ১২ লক্ষ ক্ষতিগ্রস্থ কৃষককে তিন হাজার ৫৬২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

নদী ঘিরে এখন নতুন করে তরজা দুই দেশের

দূরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৮ জানুয়ারি : নদীতে কেউ নামবেন না, কারণ ঐ নদীটি পুরোপুরি বাংলাদেশের মধ্যো। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রচারে নতুন করে বিতর্ক। ভারতীয়দের দাবি ওই নদী ভারতের সীমান্তের মধ্যে। কৃষ্ণনগর বিএসএফ রেঞ্জের রংঘাট এলাকায় একটি নদী ঘিরে এখন নতুন করে তরজা দুই দেশের। কৃষ্ণনগর বিএসএফ রেঞ্জের অধীনঘাট রংঘাট, কৃষ্ণ প্রতাপপুর সহ একাধিক সীমান্তবর্তী এলাকা রয়েছে। সেই সীমান্তবর্তী এলাকায় দুই দেশের মাঝে একটি কোদালিয়া নদী রয়েছে। জানা যায় দীর্ঘদিন ধরেই সেটা ভারত সীমান্ত মধ্যে রয়েছে। কিন্তু কিছুদিন ধরে বাংলাদেশ সেনা মাইক প্রচার করছে সেই নদী নাকি তাদের দখলে। সেই কারণে কোন ভারতীয় বাসিন্দা যাতে সেই পুকুরে না নামেন কিংবা না ব্যবহার করেন। যা নিয়ে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে। ভারতীয়দের দাবি ওই নদী দীর্ঘদিন ধরেই ভারত সীমান্তর মধ্যে রয়েছে এবং তারা দীর্ঘদিন ধরে ওই নদী বিভিন্ন স্নানের কাজে অথবা মাছ ধরার কাজে ব্যবহার করে আসছেন। পাশাপাশি জানা যায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তরফে কিছু সিমেন্টের পিলার ছিল সীমানা নির্ধারিত করার জন্য সেই পিলারগুলিও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী তুলে দিয়েছে। ভারতীয়রা মনে করছেন বাংলাদেশ ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের সঙ্গে একটি ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছে। তারা চাইছেন ভারতের যে অংশ সে অংশ যাতে বাংলাদেশ সরকার কখনো দখল করতে না পারে। সেই কারণেই পাকাপোক্তভাবে সেখানে তারকাটার বেড়া চাইছেন তারা। যদিও ভারতীয়দের দাবি যে অংশ ভারতের সীমান্তে ছিল সে অংশ তারা এখনো ব্যবহার করছেন সেখানে ভারতীয় সেনারা তাদেরকে সাহায্য করছেন।

২৭ তম মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলন ও শিশু কিশোর উৎসব

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি : হাওড়া গ্রামীণ জেলার বাগনান থানার বাঙ্গাল পুর মহিলা বিকাশের প্রাঙ্গণে, তিন দিনের সাতাশ তম বর্ষ মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সম্মেলন ও শিশু কিশোর উৎসব এর আজ দ্বিতীয় দিন, গত মঙ্গলবার শুরু হয়েছে বলে জানান শুভচাঞ্চী ও সমাজকর্মী গোপাল ঘোষ আমাদের প্রতিনিধিকে। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন মহিলাদের সঙ্গে নিয়ে শুভচাঞ্চী সমাজকর্মী বিপ্লব ঘোষ । বাগনান এক ব্লকের দশটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৮২ টি গ্রামের প্রায় উনচল্লিশ হাজার মহিলা প্রাথম্যের সদস্য। এই সম্মেলনের আয়োজন করেছে বাগনান এক মহিলা বিকাশ কো- অপারেটিভ ফ্রেন্টিট সোসাইটি লিমিটেড ও বাগনান এক মহিলা বিকাশ কনসিউমার কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড তারা তিল তিল করে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে সাবিসিডি মিশে একাকার হয়ে এগিয়ে চলেছে। ইতিমধ্যে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন পর্যায়ক্রমে ও সদস্যদের আরো উৎসাহিত করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক স্বর্ণ কমল সাহা, প্রাক্তন বিধায়ক অসিত বরণ মিত্র, আইএএস প্রসেনজিত হাস, কল্যাণী বি আর আহম্মেদকর ইনস্টিটিউট অফ পঞ্চায়েত



এণ্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট বরিস্ট অনুদয় সদস্য সুস্মিতা চৌধুরী, এসএইচজি প্রমোশনাল ফোরাম সম্পাদক তরুণ কুমার দেবনাথ, আই এ এস, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফস্ট রাইটস এন্ড ট্রাফিক্স এর প্রাক্তন অধিকর্তা নীলারঞ্না দাসগুপ্ত ও সর্ব ভারতীয় হরিজন সেরব সম্ধয় সভাপতি অধ্যাপক শঙ্কর কুমার সান্যাল সহ আরো অনেকে। বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী ও নানা ধরনের শিক্ষা সচেতনতা সাংস্কৃতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে অরিলস সদাই সজাগ দৃষ্টি নিয়ে এগিয়ে চলেছে মহিলা বিকাশের সদস্যরা বলে জানান কেন্দ্রীয় সমধয় সমিতির সভানেত্রী মাধুরী ঘোষ।

৩৬ তম হাওড়া জেলা বইমেলায় উদ্বোধন করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী



দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি : বালি পৌরসভা প্রাঙ্গনে ৩৬ তম হাওড়া জেলা বইমেলায় শুভ সূচনা হলো। বুধবার বিকেলে এই বইমেলায় উদ্বোধন করেন রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী। বইমেলা চলবে আগামী ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলা খোলা থাকবে প্রতিদিন দুপুর ১২-৬০ মিনিট থেকে সন্ধ্যা সাড়ে ৭-৬০ মিনিট পর্যন্ত। মেলায় সাংস্কৃতিক মঞ্চে প্রতিদিন থাকবে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। উপস্থিত থাকবেন বিশিষ্ট শিল্পীরা। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও

উদ্যান পালন মন্ত্রী অরুণ রায়, বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা (সদর) ভূগমূলের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ, ডাঃ রাণা চট্টোপাধ্যায়, সীতানাথ ঘোষ, জেলাস্বাসিক পী দিপাপ্রিয়া, জেলা পরিষদের সভাপতিপতি কাবেরি দাস, সহ সভাপতিপতি রাজয় ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্যরা। অরুণ রায় জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তর এবং স্থানীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এই বইমেলায় আয়োজন করা হয়েছে। ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ৭০টি স্টল থাকছে বইমেলায়। প্রথম দিনই মেলায় উপচে পড়া ভিড় ছিল। এদিন বইমেলায় উদ্বোধন করে রাজ্যের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার

পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী বলেন, ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বালির অতীত ঐতিহ্য আছে। আপনারা সেই সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছেন। বালির মতো জায়গায় প্রাচীনতম শহরে বইমেলা অনুষ্ঠিত করতে পেরে ভালো লাগছে। বই হলো মানুষের প্রাণ। বই হলো জনগণের জগৎ। বালির ইতিহাসে আজকের দিনটি লেখা থাকবে। ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর এই সরকারের আমলে বইমেলায় কলেবর একশো গুণ বেড়েছে। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নিবি করার চেষ্টা করছি। ৮ কোটি ২০ লক্ষ বই এই জেলায় রয়েছে। বাংলার অতীতকে মানুষের জানতে পারার জন্য আমরা প্রাচীন বই সংরক্ষণে রাখছি। বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব আমাদের। আমরা বাংলা ভাষার সেতুবন্ধন করতে এসেছি। আমরা আমাদের লাইব্রেরীকে মডেল লাইব্রেরী করতে চাইছি। কম্পিউটার মানুষের সঙ্গে বেইমানি করবে। বই কখনোই আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গ্রামীন চিকিৎসকদের ভূমিকা অনস্বীকার্যঃ স্বপন দেবনাথ

সৃজিত দত্ত, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : গ্রামাঞ্চলের মানুষরা হতাৎ অসুস্থ হলে কিংবা ছোটখাটো দুর্ঘটনার সম্মুখীন হলে প্রথমেই তারা প্রথমে গ্রামেরই চিকিৎসকদের কাছে ছোটেন, তাদের কাছে পরামর্শ নেন এবং প্রাথমিক চিকিৎসাও করিয়ে নেন। প্রয়োজন হলে প্রাথমিক চিকিৎসার পর সরকারি হাসপাতাল কিংবা ব্লকের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাবার পরামর্শ দিয়ে থাকেন গ্রামীনি চিকিৎসকরা। অর্থাৎ গ্রামবাংলার প্রাথমিক চিকিৎসা কিন্তু শুরু হয় গ্রামীনি চিকিৎসকদের দিয়েই। সুতরাং গ্রামাঞ্চলের মানুষদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য গ্রামীনি চিকিৎসকদের গুরুত্ব ও ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামীনি চিকিৎসকদের যৌথ মঞ্চ ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনফরমাল হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স ইউনাইটেড ফেডারেশন’ এর প্রথম জেলা সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে গ্রামীনি চিকিৎসকদের প্রয়োজনীতা ব্যাখ্যা করলেন রাজ্যের অনাতন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। বুধবার বর্ধমান শহরের সাংস্কৃতিক লোক মঞ্চে আয়োজিত ওই সম্মেলনে মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ অপাৰ্ণিৰ ইসলাম (ফাশুন), জেলা পরিষদের সভাপতিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার এবং গ্রামীণ চিকিৎসক যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক শেখ আলহাজ উদ্দিন সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। গ্রামীণ চিকিৎসকদের স্বার্থে ও উন্নত রোগী পরিষেবার ক্ষেত্রে এই সংগঠন আগামীদিনে কিভাবে কাজ হবে সেই আলোচনায় পাশাপাশি সংগঠনের আগামী দিনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, স্বাস্থ্য পরিষেবা মানুষকে দেওয়ার জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রীরা যে কাজ করেছেন তাতে তার এই প্রচেষ্টার কৃতজ্ঞতা জানতেই হবে। চিকিৎসকদের সংখ্যা বাড়ানো, মেডিকেল কলেজ তৈরী, হাসপাতাল তৈরী ও সেগুলির উন্নতিকরণ, গ্রামীণ হাসপাতালগুলোর বাটনাই উন্নতিকরণ, পাশাপাশি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এই সবের জন্য বড় ভূমিকা রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতায় আসার আগে এমবিবিএস এর আসন সংখ্যা কত ছিল আর এখন কত হয়েছে। তাছাড়া গ্রামের মানুষদের উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য সব ধরনের কাজ করে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।গ্রামীনি চিকিৎসকের অপরিহার্যতার কথা সবসময় মনে রাখেন তিনি। তাই গ্রামীণ চিকিৎসকেরা যে সংগঠন করেছেন তাদের পাশে সবসময় মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন।



হরিপালে থিয়েটার দলের আত্মপ্রকাশ

দূরন্ত বার্তা, হুগলি, ৮ জানুয়ারি : মোবাইল ফোন এবং টিভির দৌরায়ে যখন গ্রাম বাংলা থেকে নাটক দলগুলো বিলুপ্ত হতে চলেছে সেই সময় হুগলির হরিপালে হরিপাল আত্মজ নামে একটি নাট্যদলের শুভ সূচনা হলো। আজ হরিপাল মশাইমোড় কৈলাশচন্দ্র সাধারণ পাঠাগার মঞ্চে বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে এই নাট্যদলের আত্মপ্রকাশ ঘটল। ওই অনুষ্ঠানে যুগ্মর ডান্স একাডেমির নৃত্যনাট্য ‘দেবী চৌধুরাণী’র পরেই পর পর তিনটি নাটক অভিনীত হয়। দর্শকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। আজকের এই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে চিন্ময় চক্রবর্তী নির্দেশিত স্যেক্রেটেস ও তরুণ কুমার ঘোষ নির্দেশিত মহাবিদ্যা উপহার দেন হরিপাল আত্মজ। দুটি নাটকের মাঝে ছিলো রাণীকুতী জিমনক্যাটির নাটক আত্মরতি। এই অনুষ্ঠানে বহু নাট্যমোদি দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ সিপএমের

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৮ জানুয়ারি : রাস্তা সংস্কারের দাবিতে হাওড়ার সাকরহিলে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব। তাদের অভিযোগ, প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তার অবস্থা ভাঙাচোরা। ভাঙা রাস্তায় রোজই ঘটছে দুর্ঘটনা। রাস্তা সংস্কারের দাবিতে এদিন পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ শুরু হয়। যদিও খবর পেয়ে পুলিশ এসে অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়। সিপিএম নেতৃত্বের অভিযোগ, হাওড়ার সাকরহিল স্টেশন থেকে মানিকপুর পর্যন্ত প্রায় ৬ কিলোমিটার রাস্তা গত তিন বছর ধরে ভাঙাচোরা জরাজীর্ণ অবস্থায় রয়েছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় প্রতিদিন ঘটছে দুর্ঘটনা। সাকরহিলের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ এই রাস্তা দিয়েই প্রচলিত যাতায়াত করেন। স্থানীয় বিডিও থেকে বিধায়ককে দেখে দুজন পালতে সক্ষম হলেও জানিয়েও কোনওরকম ফল মেলেনি বলে অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে সিপিএম দক্ষিণ এরিয়া কমিটির তরফ থেকে বুধবার সকালে অফিস টাইমে সাকরহিলের কপাটিপোলের কাছে রাস্তা অবরোধ করা হয়। সাকরহিল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে অবরোধকারীদের রাস্তা থেকে বলপূর্বক সরিয়ে দেয়। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা সারাই না হলে বৃহত্তর আদোলনে নামার হুমকি দিয়েছে সিপিএম নেতৃত্ব।

আদোলনকারীরা বলেন, দক্ষিণ এরিয়া কমিটি সিপিএম পার্টির পক্ষ থেকে এই অবরোধ করা হয়েছে। মানিকপুর থেকে চাঁপাতলা পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা খুব খারাপ। এই ব্যাপারে বিডিওকেও জানানো হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কাজ হয়নি। সেই কারণে এদিন মানুষ পথে নেমেছে। বিষয়টি এলাকার বিধায়ক, বিডিও সকলেই বিষয়টি জানেন। আমাদের প্রশ্ন উন্নয়নের টাকা যাচ্ছে কোথায় ? প্রায় ৬ বছর এই অবস্থায় রাস্তা বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে।

কাজে যাবার পথে নিখোঁজ ব্যক্তি

দূরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৮ জানুয়ারি : মুন্সাইয়ে কাজ করতে যাবার পথেই নিখোঁজ হয়ে গেলেন শিশুঝু মমা গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্গও়া তিন নম্বর বস্তির ফুদা ওরাও। জানা গেছে আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের স্ত্রীঝুমুদা গ্রাম পঞ্চায়েতের সর্গও়াও তিন নম্বর বস্তির ফুদা ওরাও। বিগত বছরের বেরিয়ে গেটের দাড়ে পরিবার রক্ষাতে মুন্সাইয়ে কাজ করতে যাবার পথেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। নিখোঁজ হয়ে যাওয়া ফুদা ডাউ ও এর স্ত্রী জানান এর আগেও বাইরে কাজ করতে গিয়েছিল। তবে এমনটা হয়নি এবার কাজ করতে গিয়ে সেপ্টেম্বর মাস থেকেই গাওয়া যাচ্ছে না তাকে । এই নিয়ে বীরপাড়া থানায় অভিযোগ করা হয়েছে এবং ছেলেও সেই জায়গাগুলি গিয়ে খোঁজ করে এসেছে আজ চার মাস হয়ে গেল কোনভাবেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। তারা এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় নিয়ে যোগ দেব সকলকে অনুৰোধ জানান তাঁরা স্বামীকে খোঁজার জন্য ।

বালুরঘাট পৌরসভার ভাগাড়ে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সেপারেশন ও সেগ্রিগেশন



দূরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৮ জানুয়ারি : বালুরঘাট পৌরসভার ট্রেইন্ড গ্রাউন্ড পর্যায়ের কাজ কতটা সম্পন্ন হয়েছে কিংবা এই কাজ করতে আর কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে তা খতিয়ে দেখতে বুধবার সকালে বালুরঘাট পৌরসভার ভাগাড় পরিদর্শন করলেন বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র ও এমসিআইসি মহেশ পাথর। এরপর বালুরঘাট পৌরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র সাংবাদিকদের জানান বালুরঘাট পৌরসভা নাগরিকদের সুবিধার্থে আমরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে সেপারেশন ও সেগ্রিগেশন করতে চাই। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রথম পর্যায়ের কাজ শুরু করে দিয়েছি ট্রেঞ্চিং গ্রাউন্ডে। এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের টাকাও আমাদের কাছে হলে এসেছে। পাশাপাশি তিনি আরো জানান উত্তরবঙ্গের মধ্য সর্বপ্রথম বালুরঘাট পৌরসভায় লিগাসি ওয়েস্ট এর মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বালুরঘাট পৌরসভা সমস্ত গারবেজ মুক্ত করবে। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরই ডিসেম্বরে বালুরঘাটবাসী এই উপহার পেতে চলেছে বলে জানান চেয়ারম্যান অশোক মিত্র।

ফালাকাটায় সাড়ে ৭ কোটি ব্যয়ে তৈরি স্টেডিয়াম

দূরন্ত বার্তা, ফালাকাটা, ৮ জানুয়ারি : প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন স্টেডিয়াম হল ফালাকাটায়। প্রাথমিকভাবে এটি ফুটবল খেলার জন্য ব্যবহার হবে। তবে অন্যান্য খেলাধুলোর আয়োজনেরও সুযোগ থাকছে। সুসজ্জিত এই ফালাকাটা টাউন ক্লাব স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করেছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। স্টেডিয়ামের সামনে কিংবদন্তি ফুটবলার গোষ্ঠী পালের মূর্তিও উন্মোচন করা হয়। এদিন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় ফালাকাটা টাউন ক্লাবের স্টেডিয়ামের উদ্বোধন হয়েছে। ছোট শহরে এমন সুন্দর স্টেডিয়াম নজর কাড়বে। তিনি আরও বলেন, নতুন প্রজন্ম মাঠ বিমুখ হয়ে যাওয়ায় ফালাকাটা স্টেডিয়ামের উদ্বোধন। অনেকেই খেলার খবর রাখেন। কিন্তু নিজেরা মাঠে যান না। নতুন প্রজন্মদের মাঠের প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ক্লাব গুলিকে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। জানা গেছে, স্টেডিয়াম তৈরির জন্য দপ্তর প্রায় ছ’কোটি টাকা বরাদ্দও করে। মোট দু’টি ভাগে গুলু করে স্টেডিয়াম বানানোর কাজ শুরু করা হয়। পরে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় আরও ৬০ লক্ষ টাকার টেন্ডার করে। তার কিছুদিন পর ফের জেলার একমাত্র আউটডোর স্টেডিয়ামের জন্য আরও ১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়। সব মিলিয়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি টাকা খরচ হয় বলে জানা গেছে। নতুন এই স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে এলাকার খেলাধুলোর প্রসার ঘটবে বলে আশা বাসিদাদের।

সবজির আড়ালে গাঁজা পাচার, গ্রেপ্তার ১

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৮ জানুয়ারি : সবজির আড়ালে গাঁজা পাচার করতে গিয়ে ধরা পরলো একটি পিসআপ ভান। অসহ্য বেগতিক দেখে দুজন পালতে সক্ষম করা হয়। একজন ধরা পড়েছে কালনা থানার পুলিশের হাতে। ধৃতকে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দিয়ে বুধবার বর্ধমান নারকোলিক আদালতে পাঠানো হয়।

ঘটনা সূত্রে জানা গেছে , মঙ্গলবার বিকালে পূর্ব বর্ধমানের কালনা থানার বৃদ্ধ পাড়ায় সবজি বোঝাই একটি পিকআপ ভানকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এতে পুলিশের সন্দেহ হলে পুলিশ সেখানে পৌঁছাতেই দুজন দৌড়ে পালতায় যায়। এতে আরো সন্দেহ বাড়ে পুলিশের। পিকআপ ভ্যানের

	বৃহস্পতিবার, ৯ জানুয়ারি, ২০২৫ ৫
এক ব্যক্তিকে অপহরন করে মুক্তিপণের দাবি,ধৃত ৫ অভিযুক্ত দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৮ জানুয়ারি : শহরের বৃকে ফের অপহরণের চেষ্টা চালিয়েছিল একদল দুষ্টুতী। মুক্তিপণ চেয়ে এক লক্ষ টাকা দাবি করা হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার গভীর রাত থেকে মঙ্গলবার তোর পর্যন্ত শিলিগুড়ি সংলগ্ন ইস্টার্ন বাইপাস এলাকায় ব্যাপক মারামারির ঘটনা ঘটে। এতে দুই ব্যক্তি গুরুতর জখম হয়েছেন। তাদের শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে পুলিশ গৃহজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম পিণ্টু মণ্ডল, রাহুল রায়, সুজন কুণ্ডু, হার্দিক কুমার ও রোশন লাম্বাদাে। রোশনের বাড়ি সিকিমে, হার্দিক গুজরাটের বাসিন্দা। বাকিরা শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বাসিন্দা। ইস্টার্ন বাইপাসের ভিআইপি মোড় সংলগ্ন জায়গায় বাড়ি অভিনন্দন পণ্ডিতে। ওই এলাকায় বাবা বাচ্চু পণ্ডিত ও অভিনন্দন দৃজনে মিলে পানের দোকান চালান। অভিনন্দন এর পিতা বাচ্চু পণ্ডিতের অভিযোগ, রাতে একটি নীল রঙের স্কুটারে দুজন এসে অভিনন্দনকে জোর করে তুলে নিয়ে যায়।এর পর এক লক্ষ টাকা নগদ মুক্তি পণ দাবি করে অপহরণকারীরা। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় কানকটা মোড়ে। জানা গেছে মুক্তিপণ নিতে একটি সাদা রঙের ছোট চারচাকা গাড়ি কানকটা মোড়ে এলে স্থানীয়রা তাকে আটক করার চেষ্টা করে। সেই সময় গাড়িটি আশ্ধির মোড়ের দিকে চলে যায়। পরে একটি পালো রঙের ছোট চারচাকা গাড়ি ঘটনাস্থলে আসে। সেটিকে আটক করতেই স্থানীয় ও দুষ্টুতিনের মধ্য ব্যাপক মারপিট শুরু হয়ে যায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। কালো গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। ওই কালো গাড়িতেই অপহৃত অভিনন্দনকে পাওয়া যায়। ওই ঘটনার পর ৫ জনকে গ্রেফতার করে। সূত্রের খবর, অভিনন্দন অনলাইন জুয়া ও বেটিং কারবারে যুক্ত। বুধবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।	GOVT OF WEST BENGAL OFFICE OF THE SHYAMPUR-I PANCHAYAT SAMITY SASATI, HOWRAH, 711312 Tender Ref No-WB/HOW/SHY-I/JNIT-14/2024-25 Vide Memo No-27/Shy-II Dated-08.01.2025 On line e-Tender are Invited from Bonafide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website https://wbtdenders.gov.in. The last date of tender submission 20.01.2025 at 11.00 AM SD/- EXECUTIVE OFFICER SHYAMPUR- PANCHAYAT SAMITY SASATI, HOWRAH, 711312
KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER	ABRIDGED NIT The Eng. Exgr. (E)/Ltg.-Z-IV, KMC invites e-Tender online, two part Bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/265/24-25/PD Name of the Work: Repairing works of street lighting arrangement at Jamuna Nagar, Mukundapur and Natunally etc. surrounding areas in Ward No.-109, Br.-XII. Estimated Amount: ₹ 2,48,434.75. Earnest Money: ₹ 5,000.00. Period of Completion: 20 days. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/266/24-25/PD Name of the Work: Installation of Bustee lighting arrangement at Jamader Para, Govt. Colony etc. slum areas in Ward No.-111, Br.-XI. Estimated Amount: ₹ 2,98,732.35. Earnest Money: ₹ 6,000.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of completion of Bid: 17.01.2025 upto 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from 10.01.2025 from 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2). (3) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/273/24-25 Name of the Work: Development of lighting system at Golf Green and adjacent areas in Ward No.-95, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,99,486.31. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (4) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/272/24-25 Name of the Work: Improvement of street lighting arrangement at Bikramgarh and adjacent areas in Ward No.-95, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,99,326.73. Earnest Money: ₹ 4,000.00. (5) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/275/24-25 Name of the Work: Installation of street lighting arrangement at Bijoygarh and adjacent areas in Ward No.-95, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,99,126.75. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days (For Sl. No. 3 to 5). Last date and time of completion of Bid: 18.01.2025 upto 12 Noon (For Sl. No. 3 to 5). The bid forms and other details are available on and from 07.01.2025 from 2 p.m. (For Sl. No. 3 to 5). (6) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/279/24-25 Name of the Work: Installation of Glow Sign Board and other allied electrical works at Graham Road in Ward No.-97, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,44,967.32. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 10 days. (7) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/278/24-25 Name of the Work: Renovation of Electrical wiring at 5 No. Netajinagar in Ward No.-98, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,46,536.27. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 10 days. (8) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/277/24-25 Name of the Work: Temporary lighting arrangement for upcoming festival at 4 SC Math and adjacent areas in Ward No.-98, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,34,010.00. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 7 days. (9) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/276/24-25 Name of the Work: Repairing works of street lighting arrangement at Raipur Road and Narkel Bagan and other areas in Ward No.-98, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,84,094.72. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. (10) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/262/24-25 Name of the Work: Supply and delivery of LED lighting at Naktala Road, Naktala Lane, Baisnabghata Bye Lane & Baisnabghata Road areas in Ward No.-100, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 4,77,970.90. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. (11) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/263/24-25 Name of the Work: Development work of lighting arrangements with speciality decorative fitting adjacent to newly constructed Temple beside Shanti Chakra Club in Ward No.-98 under Br.-X. Estimated Amount: ₹ 4,99,733.70. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 20 days. (12) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/265/24-25 Name of the Work: Repairing & other works of lighting arrangement at 85 & 2B Chetia Road and 74, 75, 76 Tollygunge Road and different areas in Ward No.-81 under Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,48,744.72. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 10 days. (13) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/266/24-25 Name of the Work: Repairing of street lighting arrangement at Baburam Ghosh Road, Ashoke Nagar, Shanti Nagar and Chandi Ghosh Road in Ward No.-97, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,98,712.61. Earnest Money: ₹ 4,000.00. Period of Completion: 10 days. (14) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/267/24-25 Name of the Work: Improvement of lighting system by LED Lamp in Ward No.-97 in Regent Colony, Graham Road, Ashoke Nagar, Nehru Colony etc. in Ward No.-97, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 4,99,800.96. Earnest Money: ₹ 10,000.00. Period of Completion: 20 days. (15) NIT No.: KMC/LTG/Z-IV/BR-X/268/24-25 Name of the Work: Arrangement of LED light fittings with other electrical works at Siddheswar Mukhapadhyay Udyan and adjacent areas in Ward No.-81, Br.-X. Estimated Amount: ₹ 1,48,738.54. Earnest Money: ₹ 3,000.00. Period of Completion: 10 days. Last date and time of completion of Bid: 18.01.2025 upto 10 a.m. (For

টলি-বলি

কেমন আছেন দক্ষিণি অভিনেতা অজিত

দক্ষিণি তারকা অজিত কুমার রেসিং কার ও বহিক চালাতে পছন্দ করেন। মুম্বাই, চেন্নাইসহ বিভিন্ন জায়গায় রেসিং প্রতিযোগিতায় তাঁকে অংশ নিতেও দেখা গেছে। তবে এবার রেসিং করতে গিরেই ডয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার অভিনেতা। দুবাইতে রেসিং প্রতিযোগিতায় গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে দক্ষিণি অভিনেতা অজিত কুমারের গাড়ি। তবে অভিনেতার ম্যানেজার সুরেশচন্দ্র কুমার জানাচ্ছেন, দুর্ঘটনায় গাড়িটি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অভিনেতা অক্ষতই আছেন। তবে আরেকটু হলে প্রাণও যেতে পারত তাঁর। গাড়ির গতিবেগ ছিল ১৮০ কিলোমিটার! জানা যাচ্ছে, এই



রেসিং প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে দুবাই গিয়েছিলেন অজিত কুমার। এই প্রতিযোগিতার নিয়ম হলো, ২৪ ঘণ্টার রিলে রেস। প্রত্যেক

চালাছিলেন অজিত। তখনই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, দুর্ঘটনার পর উল্টে যায় গাড়িটি। গাড়ি থেকে ধোঁয়াও বের হতে থাকে। তবে গাড়ি থামামাত্রই সেখান থেকে বের হয়ে আসেন অভিনেতা। এই ভিডিও সামনে আসতেই চিন্তিত হয়ে পড়েন অজিত কুমারের অনুরাগীরা। তবে সৌভাগ্যক্রমে অজিত কুমারের কোনো রকম আঘাত লাগেনি। তামিল ছবির অন্যতম জনপ্রিয় তারকা অজিতা তামিলনাড়ু রাজ্য চলচ্চিত্র পুরস্কার, ফিল্মফেয়ার পুরস্কার দক্ষিণসহ ২০টির বেশি পুরস্কার আছে তাঁর ঝুলিতে।

উদিত নারায়ণের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড

বলিউডের জনপ্রিয় গায়ক উদিত নারায়ণের বহুতল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। সোমবার রাত ৯টা ১৫ মিনিটের দিকে শিল্পীর আন্ধেরির শান্তী নগরের বহুতল ভবনে এ ঘটনা ঘটে। শিল্পী থাকেন ওই ভবনের ৯ তলায়। হঠাৎ দাউ দাউ করে আগুন জ্বলতে শুরু করে স্ক্রিপ্যান অ্যাপার্টমেন্টে। আগুনের শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে চমকে যান সেখানকার বাসিন্দারা। এরপরই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। রাহুল মিশ্র নামে শিল্পীর এক প্রতিবেশী এ দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। সুরক্ষিত আছেন উদিত নারায়ণ ও তাঁর পরিবার। নিহত ব্যক্তি সেই ভবনের ১১ তলায় থাকতেন তিনি, যেখান থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল। আগুনে আহত হওয়ার পর তাঁকে কোকিলাবেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি শিল্পীর ওই প্রতিবেশীর। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে ভবনে আগুন লাগার ভিডিও সেখানে দেখা যাচ্ছে, ভবনের ওপরের তলা, অর্থাৎ ১১ তলায় দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।চিকিৎসক জানান, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মারা গেছেন রাহুল মিশ্র। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও একজন। যদিও কীভাবে এই আগুনের সূত্রপাত, সেটি এখনো জানা যায়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বিদ্যুতের শর্টসার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হতে পারে। এ বিষয়ে একজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, একটি বাড়িতে প্রলীপ জ্বলছিল। সেই প্রদীপ থেকে পর্দায় আগুন ধরে যায়। বাড়িতে থাকা এক নারী ভবনের নিচে থাকা এক নিরাপত্তা রক্ষীকে জানান বিষয়টি। ততক্ষণে



আগুন চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের ঘটনায় এখনো কোনো বার্তা দেননি জাতীয় পুরস্কারজয়ী শিল্পী উদিত নারায়ণ।গত ২৪ ডিসেম্বর একই ধরনের ঘটনা ঘটেছিল সংগীতশিল্পী শানের বাড়ার ফরুদুন অ্যাপার্টমেন্টে। ঘটনায় সময়

ওই বাড়িতে আটকে ছিলেন শিল্পী ও তাঁর পরিবার। সেই ভবনের ১১ তলায় থাকেন গায়ক শান। তবে আগুনের সূত্রপাত হতেছিল সপ্ত তলায়। গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন লেগেছিল বলে জানা গেছে।

ভিন্নরূপে হাজির স্বস্তিকা

নতুন বছরে ভিন্নরূপে হাজির হলেন টলিউড তারকা স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। বর্তমানে অভিনয়ের জন্য তিনি আছেন ভারতের মুম্বাইয়ে। সেখানেই নতুন বছরের প্রথম দিনগুলো উপভোগ করছেন অভিনেত্রী। নতুন ছবি দিয়ে একটি বার্তাও দিলেন ভক্ত-অনুরাগীদের। অভিনেত্রীর টি-শার্টের পেছনে ইংরেজিতে লেখা ‘অ্যালার্জেকি টু ইডিয়টস’, অর্থাৎ বোকাদের নিয়ে যে স্বস্তিকার ভীষণ অ্যালার্জি আছে, বিশ্বাসভাবে সেটিরই জানান দিলেন নায়িকা। সে ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও জুড়ে দিয়ে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘নতুন বছর কিন্তু একই নিয়ম।’ এভাবে প্রায়ই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিজের বিরক্তির কারণগুলো অকপটে বলে দেন অভিনেত্রী। ছবিতে দেখা গেছে, মুম্বাইয়ের একটি রেস্তোরা থেকে এ ছবি দিয়েই নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানানেন স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, যে ছবিতে স্বস্তিকার টি-শার্টের পেছনে লেখা মূর্খদের নিয়ে দেওয়া বার্তাটিই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে। স্বস্তিকার পোস্ট মানেই ভিন্ন কিছু। এ কারণে রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে স্বস্তিকার নতুন ছবি। কেউ কেউ অভিনেত্রীকে জিজ্ঞেস করছেন, কালো টি-শার্টের খোঁজ তিনি কোথায় পেলেন? কেউ আবার তাঁর রসবোধের প্রশংসা করছেন। নতুন বছরের শুরুতেই দর্শকের সামনে আসছেন স্বস্তিকা। ১০ জানুয়ারি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইটাইয়ে মুক্তি পাবে ‘নির্দোজ’-এর দ্বিতীয় মৌসুম। গত বছর থ্রিলার সিরিজটি মুক্তির পর জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

‘গেম চেঞ্জার’ ছবিতে রামচরণ ও কিয়ারা আদভানির



‘আরআরআর’ ছবির চূড়ান্ত সফলতার পর আবার বড় তুলতে আসছেন দক্ষিণি তারকা রামচরণ। তাঁর অভিনীত বহু প্রতীক্ষিত ছবি ‘গেম চেঞ্জার’ শিগগিরই মুক্তি পাবে। এস শংকর পরিচালিত এই রাজনৈতিক ড্রামাধর্মী ছবিতে রামচরণকে দৈত চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে। কিন্তু এই প্যান ইন্ডিয়া নায়ক ‘গেম চেঞ্জার’ ছবির জন্য কম পারিশ্রমিক নিয়েছেন। এর কারণ সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে। এর পাশাপাশি ফাঁস হয়েছে এই ছবির নায়িকা কিয়ারা আদভানির পারিশ্রমিকের অঙ্ক। ‘গেম চেঞ্জার’ ১০ জানুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে। রামচরণ এই ছবিতে আবার নাচ, অভিনয় আর অ্যাকশনক মাধ্যমে দর্শকদের চমকে দেবেন। এস এস রাজামৌলি পরিচালিত ‘আরআরআর’ ছবির পর রামচরণ

তাঁর পারিশ্রমিক একলাফে বাড়িয়ে ১০০ কোটি করেছিলেন। কিন্তু ‘গেম চেঞ্জার’ ছবিতে দ্বিগুণ পরিশ্রম করেও অনেক কম পারিশ্রমিক নিয়েছেন এই দক্ষিণি তারকা। জানা গেছে, এই রাজনৈতিক ড্রামাধর্মী ছবির জন্য রামচরণ তাঁর পারিশ্রমিক কমিয়ে নিয়েছেন ৬৫ কোটি টাকা। আসলে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে এই দক্ষিণি সুপারস্টার ছবির শুটিং শেষ করতে পারেননি বলে তিনি তাঁর পারিশ্রকের অঙ্ক কমিয়ে নিয়েছেন বলে খবর। ‘গেম চেঞ্জার’ মুক্তির বিলম্বের কারণেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রামচরণ। এদিকে এই ছবির পরিচালক এস শংকর পরিচালনার জন্য নিয়েছেন মাত্র ৩৫ কোটি টাকা। ‘গেম চেঞ্জার’ ছবির নায়িকা কিয়ারা

আদভানির পারিশ্রমিকের অঙ্ক পাঁচ থেকে সাত কোটি বলে জানা গেছে। ‘গেম চেঞ্জার’ ছবিটি নির্মাণ করতে নির্মাতার পকেট থেকে গেছে ৪৫০ কোটি। এই ছবির চারটি গান বানাতে নির্মাতারা ৭৫ কোটি খরচ করেছেন বলে জানিয়েছেন। ‘গেম চেঞ্জার’ ছবির ‘জয়রাভি’ গানটির নৃতো নির্দেশনা দিয়েছেন দক্ষিণের খ্যাতনামা কোরিওগ্রাফার প্রভু দেবা। ৬০০ জন নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে ১৩ দিন ধরে গানটি শুট করা হয়েছে। ‘মাচা মাচা’ গানটির কোরিওগ্রাফি করেছেন জনপ্রিয়



কোরিওগ্রাফার গণেশ আচার্য। ‘গেম চেঞ্জার’ ছবির এই গানে এক হাজার নৃত্যশিল্পী অংশগ্রহণ করেছেন। এই ছবির ‘নানা হায়রানা’ গানটি নিউজিল্যান্ডে শুট করা প্রথম ভারতীয় গান, যা ইন্সফ্রোডে ক্যামেরার সাহায্যে শুট করা হয়েছে বলে নির্মাতাদের দাবি। ‘খোপ মে’তে ১০০ রাশিয়ান শিল্পী নাচ করেছেন। ‘গেম চেঞ্জার’কে ২০২৫ সালের অন্যতম বড় ছবি বলা হচ্ছে।

স্ত্রীর ছবি পোস্ট করে বিতর্কে মার্কিন গায়ক



মার্কিন র‍্যাপার কানইয়ে ওয়েস্টকে নিয়ে যেন বিতর্কের শেষে নেই। প্রায়ই নিজের নানা উদ্ভট কর্মকাণ্ডের জন্য খবরের শিরোনামে থাকেন তিনি। এবার কানইয়ে খবরের শিরোনামে স্ত্রী ব্যক্তিগত ছবি পোস্ট করে। দিন দুই আগে ছিল কানইয়ের স্ত্রী বিয়ান্কা সেনসরির জন্মদিন। এদিন বাথটাবে বসা স্ত্রীর নগ্ন ছবি পোস্ট করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছেন কানইয়ে। ছবির সঙ্গে ক্যাপশন, ‘জন্মদিনের শুভেচ্ছা প্রিয়’। তাঁর এ হেন কাণ্ড দেখে নিন্দার ঝড় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে। এই ভিডিওতে কানইয়ের সাবেক স্ত্রী কিম কার্ডাশিয়ানের সঙ্গে বিয়ান্কার মিল পেয়েছেন অনেকে। যদিও এই চর্চা বহু দিনের যে কানইয়ে বিয়ান্কাকে দ্বিতীয় কিম কার্ডাশিয়ান বানাতে চাইছেন। কেউ মন্তব্য করেছেন, ‘স্ত্রীর নগ্ন ভিডিও প্রকাশ্যে আনা বন্ধ করুন।’ স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্কের কারণে কিছুদিন আগেই খবরের শিরোনাম হয়েছিলেন এই র‍্যাপার। অনেকে মার্কিন গণমাধ্যম খবর প্রকাশ করেছিল, কানইয়ের আচরণে নাকি তাড়বিরক্ত বিয়ান্কা। এ জন্য তিনি বিচ্ছেদের আবেদন করার কথাও ভাবছেন। তবে স্বামীর সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে বিয়ান্কার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উড়োজাহাজের চাকার খোপে দেহ

যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারলাইনস জেটব্লুব একটি উড়োজাহাজ ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল বিমানবন্দরে অবতরণের পর সেটির ল্যান্ডিং গিয়ার বা চাকার খোপের ভেতরে দুটি মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া গেছে। এক বিবৃতিতে জেটব্লু কর্তৃপক্ষ বলেছে, গত সোমবার স্থানীয় সময় রাতে তাদের একটি উড়োজাহাজ ফ্লোরিডার ফোর্ট লডারডেল বিমানবন্দরে অবতরণ করে। নিয়মিত পরীক্ষার সময় কর্মীরা সেটির ল্যান্ডিং গিয়ারের ভেতরে দুটি মৃতদেহ দেখতে পান।

কীভাবে এবং কোন পরিস্থিতিতে ওই দুই ব্যক্তি উড়োজাহাজের চাকার খোপের ভেতরে ঢুকে পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে তারা। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘এটি দৃদয় ভেঙে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি। কীভাবে এমন একটি কাণ্ড হলো, তা খুঁজে পেতে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আমরা কাজ করছি এবং তাদের সব ধরনের সহায়তা করতে প্রতিকৃতিবদ্ধ।’ উড়োজাহাজটি সোমবার স্থানীয় সময় রাত ৮টায় নিউইর্কের জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ছেড়ে আসে এবং র‍্যাক ১১টার দিকে ফ্লোরিডা অবতরণ করে। স্থানীয় পুলিশ ঘটনাটি তদন্ত করে দেখছে। মৃত্যুর কারণ জানতে মৃতদেহ দুটির মর্যাতদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এ ঘটনার মাত্র দুই সপ্তাহ আগে বৃদ্দিনের আয়ের দিন রাতে হাওয়াইয়ে অবতরণ করা একটি উড়োজাহাজের চাকার খোপের ভেতর একজনের মৃতদেহ পাওয়া যায়।

সাতপাক ঘুরবেন অন্ধুশ-ঐন্দ্রিলা

টানা ১৩ বছরের বেশি সময়।

একে অন্যকে ছেড়ে যাননি কখনো। বলছি টলিউড নায়ক অন্ধুশ হাজরা আর অভিনেত্রী ঐন্দ্রিলা সেন। তাঁদের বন্ধুত্ব, প্রেমের কথা জানে না এমন কেউই যেন নেই। সামাজিক



যোগাযোগমাধ্যম থেকে পর্দা কিংবা অনুষ্ঠানে দুজন দুজনের সঙ্গী। সবার মনেই প্রশ্ন ছিল, কবে সাতপাক ঘুরবেন অন্ধুশ-ঐন্দ্রিলা। তাঁদের কোনো দিক থেকেই বাধা নেই। দুই পরিবারের সম্মতিও আছে, সেটা অনেক আগে থেকেই জানা। আজ সারা দিন টলিউডে তোলপাড় চলছে এই জুটির একটি ভিডিও দেখে। ভিডিও পোস্ট করেছেন ঐন্দ্রিলা নিজেই। তারকা যুগলের সেই ভিডিও থেকেই প্রথমে খবরটি ছড়িয়েছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের সেই পোস্টে ঐন্দ্রিলা লিখেছেন, ‘তারা নতুন বছরে নতুন জীবন শুরু করতে চলেছেন। বিয়ের প্রাথমিক পর্ব কেনাকাটাও শুরু হয়ে গেছে। বড়দিন আর নতুন বছরের উৎসবের আবহে বিয়ের ঘোষণা অন্ধুশ-ঐন্দ্রিলার। ভিডিওতে দেখা গেছে, শপিং করতে গেছেন এই জুটি। মনে হচ্ছে বিয়ের পোশাকের দায়িত্ব পড়তে যাচ্ছে পোশাকশিল্পী অভিষেক রায়ের কাছে। তাঁর পোশাক সস্তার থেকে ঐন্দ্রিলাকে নীল বেনারসি, সোনালি জরিতে বোনা শজ্জা, বিয়ের গয়না বেছে নিতে দেখা গেছে। বিয়ের দিন নায়ককে হয়তো দেখা যেতে পারে সনাতনী ধৃতি-পাঞ্জাবিতে প্রীতিভোজের দিন হয়তো পরতে পারেন কালো শেরওয়ানি। ভিডিওর ক্যাপশনে দুজনে লিখেছেন, ‘নতুন বছরে কাছের মানুষদের হাত ধরে জীবনের নতুন পথ চলায় পরিকল্পনা। হ্যাঁ, জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ পথ। সব থেকে লম্বা পথ।’ বিয়ের কেনাকাটার ভিডিও থাকলেও করে শুভদিন, সেটি এখনো জানাননি অন্ধুশ কিংবা ঐন্দ্রিলা কেউই। তবে ভিডিওতে ঐন্দ্রিলাকে বলতে শোনা গেছে, ‘আমাদের দুজনের একসঙ্গে পথ হাঁটা শুরু প্রায় ১৩ বছর আগে। খুনসুটি, হাসি, মজা আর নিজেদের কাজ নিয়ে দিবা সময় কেটে যাচ্ছে আমাদের। আজকাল সবার একটাই কথা, বিয়ের সজে কবে দেখতে পাব তোমাদের?’ যদিও সত্যি সত্যি অন্ধুশ-ঐন্দ্রিলা বিয়ে করছেন নাকি এটি কোনো সিনেমার প্রচার বা টেলিভিশন বিজ্ঞাপন, সেটি এখনো পরিষ্কার নয়। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কেউই কিছু বলেননি এখনো।

সে কারণে রহস্য কিছুটা থেকেই যায়। টলিউডের অন্যতম সফল জুটি অন্ধুশ-ঐন্দ্রিলার প্রেম বহুদিনের। শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয়ে আসেন ঐন্দ্রিলা। অন্ধুশ নায়ক হিসেবেই শুরু করেন অভিনয় জীবন। দীর্ঘদিন সম্পর্কে থেকেও অনেক পরে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন ‘ম্যাজিক’ ছবিতে। একসময় সিরিয়ালের পর্দায় চুটিয়ে অভিনয় করেছেন ঐন্দ্রিলা। সেই সময় তিনি ছিলেন বাবলি অভিনেত্রী। ওজন কমিয়ে নতুন অবতারে বড় পর্দায় কাজ শুরু করেন ঐন্দ্রিলা।

Name Change
I PAUL BERNARD, S/O-EUGENE BERNARD SULLIVAN, R/O 1, BANERJEE PARA ROAD, PARNASREE PALLY, CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700060, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAUL BERNARD SULLIVAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025.THAT PAUL BERNARD AND PAUL BERNARD SULLIVAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, RUPAN CHANDRA MAZUMDER S/O JIBAN KRISHNA MAZUMDER resident of Vill Jamalpur, P.O. Mukshimpara, P.S. Purbasthali, Dist. Purba Bardhaman WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my actual name RUPAN CHANDRA MAZUMDER instead of RUPAN CHANDRA MAZUMDER S/O JIBAN KRISHNA MAZUMDER, vide an affidavit sworn before the Sub Divisional Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 21/10/2024. RUPAN CHANDRA MAZUMDER and RUPAN CHANDRA MAZUMDER both are same and one identical person.
Name Change
I, Rubbana Parveen (Old Name) W/o Md Zahid Panwaiz Residing at 4/1, Dr Nuri Lane -1, Champadani M, Baidyabati, Hooghly - 712222 West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Rubana Parveen (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit no 009/2025 Dated 08-01-2025. Rubbana Parveen (Old Name) and Rubana Parveen (New Name) both are same and one identical person.
Name Change
I, Arwa Tambawla alias Arwaben S/o Dawood Bhai Residing at Block F 201, Ammatullah Society, Jagatpota, Ahalyanagar, Bhagabanpur, P.S - Narendrapur, District - 24 Pgs(S), Pin-700152 West Bengal India shall henceforth be known as Arwa Zuzar Tambawla. I declare that Arwa Tambawla, Arwaben and Arwa Zuzar Tambawla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2025.

Name Change
I, ZuzarBhai Yusufbhai Tambawla alias Zuzar Tambawla S/o Yusuf Bhai Tambawla Residing at Block F 201, Ammatullah Society, Jagatpota, Ahalyanagar, Bhagabanpur, P.S - Narendrapur, District - 24 Pgs(S), Pin-700152 West Bengal India shall henceforth be known as Zuzar Yusufbhai Tambawla. I declare that ZuzarBhai Yusufbhai Tambawla, Zuzar Tambawla and Zuzar Yusufbhai Tambawla is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 08-01-2025.
Name Change
I, Rani Devi (old name) wife of Shital Singh, residing at B/92, Sonali Park, Bansrodini, Kolkata-700070, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rani Kaur (new name) as declared before the Notary Public at Alipore dated 08/01/2025. Rani Devi (old name) and Rani Kaur (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Bharat Mansuklal Thoria (পুরাতন নাম) পিতা Mansukhlal Thoria , ঠিকানা 6/1A, Beltala Road, 3rd Floor, Bhowanipur, Pin- 700026, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.01.2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Bharat Thoria (নতুন নাম) নামে পরিচিত হওয়া। Bharat Thoria (নতুন নাম) এবং Bharat Mansuklal Thoria (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।
নাম পরিবর্তন
আমি, Alok Sudhanshu Mazumdar (পুরাতন নাম) পিতা Late Sudhangshu Mazumder , ঠিকানা 143/2, Ashokenagar, P.O.- Ashokenagar, P.S.- Ashokenagar, North 24 Parganas, Pin-743222, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 08.01.2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Aloke Majumder (নতুন নাম) নামে পরিচিত হওয়া। Aloke Majumder (নতুন নাম) এবং Alok Sudhanshu Mazumdar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I MOUMITA BERNARD SULLIVAN,W/O-PAUL BERNARD SULLIVAN,R/O 1, BANERJEE PARA ROAD, PARNASREE PALLY, CIRCUS AVENUE, KOLKATA-700060,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOUMITA BERNARD,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025.THAT MOUMITA BERNARD SULLIVAN AND MOUMITA BERNARD ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Hasmat Ali Sekh (old name) S/o Late Yunus Sekh, residing at Hasmat House, Dhasa Badamtala, Munshirhat Dhasa, Howrah- 711410, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Hasmat Sekh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 06/01/2025. Hasmat Sekh (new name) and Hasmat Ali Sekh (old name) both are same and identical person

Name Change
I, Moslema Sekh (old name) W/o Hasmat Sekh, residing at Hasmat House, Dhasa Badamtala, Munshirhat Dhasa, Howrah- 711410, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Moslema Begum Sekh (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 06/01/2025. Moslema Begum Sekh (new name) and Moslema Sekh (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, Shahjahan Begum (old name) wife of Abdul Hamid, residing at 4/1, Kasai Bustee 2nd Lane, Narkeldanga, Kolkata- 700011, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Shahjahan Begum (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 08/01/2025. Shahjahan Begum (new name) and Shahjahan Begum (old name) both are same and identical person.

Name Change
I, FIROJ SEKH(OLD NAME), SON OF SK SULTAN MAHAMMAD, RESIDING AT VILL & PO - SASATI, PS - SHYAMPUR, HOWRAH - 711312, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FIROJ SK (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025.THAT FIROJ SEKH AND FIROJ SK BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I,SK SULTHAN (OLD NAME), SON OF SK FAJEL, RESIDING AT VILL & PO - SASATI,PS - SHYAMPUR, HOWRAH- 711312,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SULTAN MAHAMMAD (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 08/01/2025.THAT SK SULTHAN AND SK SULTAN MAHAMMAD BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Sudip Karmakar (old name) son of Surendra Karmakar, residing at 2 No, Desbandhu Nagar, P.O.- Sodepur, P.S.- Kharda, Dist.- Barrackpore, Pin-700110, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Sadip Karmakar (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 08/01/2025. Sadip Karmakar (new name) and Sudip Karmakar (old name) both are same and identical person.

Name Change
MD SAFIRUDDIN SK S/O JALIL SK resident of Vill Gharialchak P.O. & P.S. Kaliachak, Dist. Malda. Pin-732201 WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declare my wife's actual name RENUKA YASMIN instead of RENUKA BIBI which is wrongly recorded in my passport No. M5188348, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Malda on 04/01/2025. RENUKA YASMIN and RENUKA BIBI both are the same and one identical person.

Name Change
I,NIRANJAN PODDAR,SON OF NIKUNJA BEHARI PODDAR,RESIDING AT 2/56A NETAJI NAGAR, REGENT ESTATE, KOLKATA - 700092, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRANJAN KUMAR PODDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT NIRANJAN PODDAR AND NIRANJAN KUMAR PODDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Abu Bakkar Sk (Old Name) S/O-Newyaj Sk residing at Vill-Saheb nagar, Po-Panchgram, Ps-Nabagram, Dist-Murshidabad Pin-742184.I have change my new name to Bakkar Sk by notary public Berhampore court on 08/01/2025.My name Bakkar Sk & Abu Bakkar Sk both are same and one identical person.

Name Change
I,New Podder (Old Name) S/O-Gour Poddar resident at Vill-Mobarakpur, Po-Haripur Chhitka, Ps-Tehatta, Dist-Nadia, West Bengal, 741163.I have change my new name to Newton Poddar by Executive Magistrate Tehatta courtion 07/01/2025.My name Newton Poddar & Newton Podder both are same and one indential person.

Name Change
I, Md Bablu Hossain (Old Name) S/O-Arsad Ali residing at Vill-Khanabari, Po-Daharpur, Ps-Suti, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742201.I have change my new name to Bablu Hossainby notary public Berhampore court on 08/01/2025. My name Bablu Hossain & Md Bablu Hossain both are same and one identical person.

মালিগাঁও, ০৮ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার অধিক্ষেত্রের প্রত্যেকটি রাজ্যের প্রত্যেকটি কোণায় অত্যাবশ্যকীয় ও প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ নিশ্চিত করতে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সফলভাবে ১,১৮৪টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করেছে। ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের মধ্যে এক মাসে আনলোড করা রেকের ক্ষেত্রে এটিই সর্বাধিক সংখ্যা চিহ্নিত হয়েছে, যার ফলে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত আনলোড করা রেকের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ৯,৪০৪টি। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এফসিআই চাল, চিনি, লবণ, খাদ্য উপযোগী তেল, খাদ্য শস্য, সার, ট্যাক, কয়লার মতো অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী ও অন্যান্য সামগ্রী সংশ্লিষ্ট মাসে পরিবহণ করেছে এবং তার



অধিক্ষেত্রের বিভিন্ন গুডস শেডে সেগুলি আনলোড করেছে। ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসে অসমে

পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৬৩৮টি রেক আনলোড করা হয়েছে, যার মধ্যে ৩১৪টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী

লোড ছিল। সংশ্লিষ্ট মাসে ত্রিপুরায় ৯৮টি রেক, নাগাল্যান্ডে ১৫টি রেক, অরুণাচল প্রদেশে ১৩টি

রেক, মণিপুরে ০৪টি রেক এবং মিজোরামে ১০টি রেক আনলোড করা হয়। এছাড়াও, ২০২৪-এর ডিসেম্বর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধিক্ষেত্রের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে ২১১টি পণ্যবাহী রেক ও বিহারে ১৯৫টি পণ্যবাহী রেক আনলোড করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ সেকশনগুলিতে দৈনিকভাবে কাকের ক্রত সম্পাদন করা, উন্নত টার্মিনাল হ্যান্ডলিং সুবিধার ফলে অন্তর্মুখী ও বহির্গামী পণ্য পরিবহণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সমস্ত স্তরে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের ফলে টার্নআরাউন্ডের সময় হ্রাস হয়েছে এবং আনলোডিঙের দক্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে অত্যাবশ্যকীয় ও অন্যান্য পণ্য সামগ্রীর চলাচল বৃদ্ধির পাশাপাশি পণ্য আনলোডিঙের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটেছে।



বরানগর এমএলএ গোম্ভকাপ ফুটবলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন বরানগরের বিধায়িকা ও বিশিষ্ট চলচ্চিত্র শিল্পী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। বুধবার কালিডালা মাঠ থেকে শুরু করে বরানগর নেতাজি কলোনী মাঠ পর্যন্ত সুবিশাল র‍্যালি হয়। মশাল বাতি জ্বালিয়ে সায়ন্তিকা ব্যানার্জি ও বরানগর পৌরসভার পৌরপ্রধানা শ্রীমতি অর্ণণা মৌলিক উপপৌরপ্রধান দিলীপ নারায়ণ বসু ও অন্যান্য পৌর প্রতিনিধি ও ফুটবল প্রেমি ভাই ও বোনেরা। আগামী ১২ জানুয়ারি পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট চলবে। এটি আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করবেন ক্রীড়া মন্ত্রী অরুণ বিশ্বাস সাংসদ সৌগত রায় ও অন্যান্য বহু ক্রিয়াশ্রেমী ও ফুটবল খেলোয়াড়রা।
ছবি- সুবল সাহা

মালদায় পুলিশি অভিযানে আটক ট্রাক ভর্তি কশির সিরাপ

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি : মালদায় বৈষবনগরের ১৬ মাইল এলাকা থেকে ২১ হাজার ৪২৫ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ সহ ভিন্ন রাজ্যের একে বাসিন্দাকে গ্রেফতার করল বৈষবনগর থানার পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে, মঙ্গলবার রাতে বৈষবনগর থানার পুলিশ ও কালিয়াচক থানার যৌথ অভিযানে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের ১৬ মাইল এলাকায় মালদাগামী একটি ট্রাক আটক করে। এরপর ওই ট্রাকের মধ্যে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২১ হাজার ৪২৫ বোতল নিষিদ্ধ কফ সিরাপ। কফ সিরাপ আর আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৪৬ লক্ষ টাকা। অনুমান, মাদক হিসেবে ব্যবহারের জন্যই ওই বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। চোরা বাজারে বেগুলি প্রায় দেড় কোটি টাকায় বিক্রি হতো। ট্রাক ভর্তি মাদক কফ সিরাপ কলকাতা থেকে ত্রিপুরার আগরতলা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ। ধৃত ট্রাকচালক অণু দাস ত্রিপুরার ধারমানাগর দক্ষিণ জেলার কাকিয়ার। তল্লাশিকে ফাঁকি দিতে প্রাস্টিক জার এবং চট্টের মোড়কে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বিপুল পরিমাণ কফ সিরাপ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন কালিয়াচক এসডিপিও ফাইসাল রেজা, বৈষবনগর থানার আসিসি বিপ্লব হালদার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মীদের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হলো নকশালবাড়িতে

দূরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৮ জানুয়ারি : দাবি আদায় করতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের কর্মীসভায় আশাকর্মীদের মুখে সমস্যা শুনতে পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হওয়ার ডাক দিয়েলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রদা উত্তাচা‍র্য্য। বুধবার নকশালবাড়িতে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি ও আশাকর্মী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের

আশাকর্মীদের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। এদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাপতি অরুণ ঘোষ, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের জেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভানেত্রী পাণ্ডিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা। সভায় মহকুমার ৪ ব্লকের আশা কর্মীরা উপস্থিত থেকে নিজদের সমস্যা তুলে ধরেন। সভায় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আশাকর্মীদের ভাতা, স্বাস্থ্য বিমা, স্বাস্থ্যকণক দাবিদাওয়া নিয়ে মুখ খুলেন আশাকর্মীরা। পরে লিখিত স্মারকসিপিও প্রদান করেন তারা। পরে চন্দ্রদা উত্তাচা‍র্য্য বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে আগ্রাজ্ঞ তুলে নিজেদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে হবে। অশা কর্মীদের একত্রীকৃত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে মালদায় তৃণমূল কংগ্রেস নেতা খুন নিয়ে টাউন তৃণমূল সভাপতি গ্রেফতার নিয়ে মুখ খুলেন তিনি।

নববধূর রহস্যম্ভূতা ঘিরে চাঞ্চল্য

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জানুয়ারি : বিয়ের ৭ মাসের মাথায় এক তরুণীর রহস্যম্ভূতা হলো। বাপের বাড়ি থেকে ফেরার পথে ছিনতাইকারীরা তাকে খুন করে বলে অভিযোগ স্বামীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোলা বীরভূমের মহম্মদাবাজারে। মৃত্যুর স্বামীর ভূমিকায় উঠছে প্রশ্ন। মৃত্যুর নাম সুচিত্রা বাগদি। সাত মাস আগে বীরভূমের হিংলোয়া বাসিন্দা সন্দীপ দাসের সঙ্গে বিয়ে হয় তার। মঙ্গলবার রাতে শশুরবাড়ি থেকে স্ত্রীকে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন সন্দীপ। গভীর রাতে রাহিগুর ক্যানালের পাশে কাদার মধ্যে কিছু একটা পাড়ে থাকতে দেখেন স্বানীয়ার। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় থানায়। পুলিশ গিয়ে দেখে এক মহিলার রক্তাক্ত দেহ। পাশে হাত, পা বাঁধা অবস্থায় এক যুবকা। পাশে পড়ে একটা দামি বাইক। দেহটি উদ্ধার করে মর্মানতদন্তে পাঠায় পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে সন্দীপকে।

মৃত্যু ভাইয়ের

দূরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৮ জানুয়ারি : বড় দাদার শেষকৃত্য করে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন ছোট ভাই সন্টু কর (৮৮)। ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার দুর্গাপুর ৭ নম্বর রাজা সড়কের বেলিয়াতোড় থানার অন্তর্গত কালেরিয়া মোড়ে। ছোট ভাই সন্টু জুয়েলারির ব্যবসা করতেন। একাশানায়াত্রী বলেন, খুড়তুতো দাদার শেষকৃত্য সেরে শশাংঘাতীনের সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলেন সন্টু। একটা গাড়ির ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই সন্টুর মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত অন্য এক ব্যক্তিকে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনায় গোটা শোকের ছায়া নেমে এসেছে। একসঙ্গে দুই ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় পরিবার তড়েও পড়েছে।

মিড ডে মিলের ভাতে থিক থিক করছে পোকা, দেখেই ফ্লোভে ফেটে পড়লেন অভিভাবকরা

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি : মিড ডে মিলের বাসি ভাতে থিক থিক করছে পোকা। সেই ভাত খাওয়ানো হবে পড়ুয়াদের। এমনটাই অভিযোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তু মূল বিক্ষোভ অভিভাবকদের। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্কুলে, স্কুল পরিদপকের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে তৃণমুলের জনপ্রতিনিধিরা। এছাড়াও একাধিক বেনিয়মের অভিযোগ ওই স্কুলের বিরুদ্ধে। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের সাফাই আগের দিনের মিড ডে মিল বেঁচে গেছিল। সেখানে পোকা লেগেছিল। সেই ভাত পড়ুয়াদের খাওয়ানো হবে না। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরের গাংনদিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই ঘটনায়

নদীয়ার শিউলিদের নলেন গুড়ের গন্ধে ‘ম’ ‘ম’ বীরভূম

দূরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৮ জানুয়ারি : রামপুরহাটের কৌরবেলা গ্রামে শিউলিরা জমিয়েছে ডিড়া। শিউলি ইনজামামূল রহমান ও তাঁর জামাইবাবু আতিযুর সেমের বাড়ি নদীয়ার বেথুয়াডহরীতে। তিন মাস আগে একজন শ্রমিক কসহ তিনজন এসেছেন। স্থানীয় একসহাতি খেঁজুর গাছ ইজারা নিয়েছেন। প্রতি সপ্তদে গাছ পিছু সাড়ে সাতশো গুড় দিতে হা গাছের মালিককে। ইনজামামূল রহমানকে দেখা গেল রয়ের হাউড় নামিয়ে বেলার দিকে গাছে ‘ছা’ দিয়ে ভাতও বেঁধে দিতে। ভোরবেলা গাছ থেকে ভাত নামিয়ে এনে গুড় জ্বাল দেওয়া হয়। কয়েক ঘণ্টা ওই রস জ্বাল না দিয়ে ফেলে রাখলে খেঁজুরের রস গর্জে যেতে থাকে। তৈরি হয়ে যায় নেশার রস ‘তাড়ি’। তাই সময় ও তাক বুঝে কাজ করতে হয়। দিনের বেলা খেজুর গাছের থেকে যে রস বেরায়, তাকে বলে ‘ঝারা-রস’। এই রস থেকে তৈরি গুড় আদৌ সুগন্ধি হয় না। তাই সকাল সকাল কাজ শুরু হয়ে যায় শিউলিদের। আতিযুর সেখ জানান, কুড়ি দিন হলো গুড় তৈরী হয়েছে। গাছ তৈরি করতেই তো পনেরো দিন সময় লাগে। সকালে গাছ থেকে

বিপুল পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ৮ জানুয়ারি : মালদায় পুলিশি অভিযানে বিপুল পরিমাণ জাল নোট উদ্ধার। ২০ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করল মালদা পুলিশ। বৈষবনগরের কুম্ভিরা আউটপোস্টের খোসালপাড়া এলাকায় পুলিশি অভিযান। এলাকার কুখ্যাত দুস্কৃতী বর্তমানে জেল হেফাজতে থাকা রুহেল শেখের বাড়ির কাছেই উদ্ধার বিপুল পরিমাণ জাল নোট। উদ্ধার হওয়া নোটের মধ্যে রয়েছে পাঁচশো টাকার এবং দুশো টাকার নোট। পাঁচশোর নোটের প্রায় ১৯ লক্ষ এবং দুইশো মুলের নোটে প্রায় এক লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছে। তবে এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি। কে বা উদ্ধার এই বিপুল পরিমাণ জাল নোট ওই এলাকার একেছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এরআগে মালদায় বিভিন্ন সময় পাঁচশো টাকার জাল নোট ধরা পড়লেও দুইশো টাকার জাল নোট সেভাবে ধরা পড়েনি।। ফলে এবার ৫০০ টাকার নোটের পাশাপাশি ২০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়ায় বিষয়টিগুরু বড়।তত্ত গুরুত্ব দিচ্ছে পুলিশ। ঘটনায় নির্দিষ্ট খারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পূর্ব রেলগুওয়ে	
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানজার (কমান্ডিশাল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, হাা তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১০১, ৫ বছর মোরোে জিএমইউ-এর ম্যানেজার ক্যাটারি পরিষেবা ব্যবস্থার কল নিয়ন্ত্রিণিগে যোগাভাস্যপ্পা টেওয়ারাতারের থেকে গুনেই ই-টেক্সার আদান করলেন (ক) ক্যাটারিং ব্যবসায় নানচত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে, (খ) ক্যাটারিং ব্যবসা থেকে বিগত তিনটি আর্থিক বছরের যে কোনএ একটি বছরে নানচত বার্ষিক ক্ষেত্য় মূল্য নির্দেশক লাইসেন্স ফি-র ওগ হতে হবে এবং (গ) বিগত তিনটি আর্থিক বছরে লানচ অথবা ক্ষতি া সঞ্চিত মজুদ া শোয়ার মূলদন নানচত ৩ লাখ টাকা হতে হবে। ক্রমঃ, স্টেশন, ব্লক, প্রতি বছর বর্ষসঞ্চিত মূল্য/নির্দেশক লাইসেন্স ফি, চুক্তি মূল্য, ইএমডি (মোট টেক্সার মূল্যের ২ শতাংশ), টেক্সার নং নিয়ন্ত্রিণিতমরোে, হাওড়া ডিভিসনে যে ‘এ’ শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে জিএমইউ ইউনিট তৈরি হবে : (১) হাওড়া, নিউ কমপ্লেক্স/সাউথ কনস্ট্রাক্শন/পিএক এন্ড/৬ থেকে, ২৮,১৭,৬৮৩/-, ১,৪৬,১১,৯৫২/-, ২,৬৯,৩০,১০০/-, ৭৪০,০০/-, আর-১-জিএমইউ-সিএটিজি-এসএমএই-পিএফ১/৬ হাওড়া ডিভিসনে যে ‘এ’ শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে জিএমইউ ইউনিট তৈরি হবে : (১) রামপুরহাট, পিএফ- ২ ও ৬/এফবিও পিএফ শেড বিএইচ প্রান্তে (নং ২), ৫,২২,৮৪২/-, ২৭,১৮,৭৭৮/-, ৫৪,৪০০/-, আর-১-জিএমইউ-সিএটিজি-আরপিএই-পিএফ২-২ ও ২, (২) বর্ধমান, পিএফ -৬ ও ৭/এসএদন প্রান্ত (নং ৩), ৬,৫০,৫২৫/-, ২৯,১৪,৮০০/-, ৫৮,৬০০/-, আর-১-জিএমইউ-সিএটিজি-বিভরূএন-৩-পিএফ৬-৭, হাওড়া ডিভিসনে যে ‘বি’ শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে জিএমইউ ইউনিট তৈরি হবে : (১) বোলপুর, পিএফ- ২ ও ৩, ৪,৬৬,৩৬৯/-, ২৪,২৪,৮৫৯/-, ৪৮,৫০০/-, আর৪-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউআর-পিএফ২-৩, হাওড়া ডিভিসনে যে ‘সি’ শ্রেণীর স্টেশনগুলিতে জিএমইউ ইউনিট তৈরি হবে : (১) গোবরা, পিএফ- ১, ৬,৯৯,১২২/-, ৩,৯৪,৭৪৮/-, ৭,৯০০/-, আর৭-জিএমইউ-সিএটিজি-জিবিআরএ-পিএফ১, (২) বালুঘাটা, পিএফ- ১, ৬,৬৮,৮৭৮/-, ৩,৪৭,৮১২/-, ৭,০০০/-, আর৭-জিএমইউ-সিএটিজি-বিজিএনএ-পিএফ১, (৩) তারকেশ্বর, পিএফ- ১-১এ, ২,৭৩,১৯৭/-, ১৪,২০,৬৪৮/-, ২৮,৫০০/-, আর-২-জিএমইউ-সিএটিজি-টিএসকে-পিএফ১-১এ, (৪) দ্বন্দ্বগুড়, পিএফ- ৫, ২,৪৪,৯৩৫/-, ১২,৭৩,৬৬২/-, ২৫,৫০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউ-পিএফ১, (৫) উত্তরপাড়া, পিএফ-১ ও ২, ২,৩০,৮০৪/-, ১২,০০,১৮২/-, ২৪,১০০/-, আরই১০-জিএমইউ-সিএটিজি-জিবিআউ-পিএফ১-২, (৬) লিলুয়া, ২,৭৭,৩৮৮/-, ১,৯৪,৯৩৬/-, ২৯,৯০০/-, আরই৫-জিএমইউ-সিএটিজি-এজএলএই-পিএফ১, (৭) চুঁচুড়া, পিএফ ২ও৩, ২,৯৬,৭৪৮/-, ১,৫৪,৩০,০০/-, ৩০,৯০০/-, আরই২-জিএমইউ-সিএটিজি-সিনএস-পিএফ২-৩, (৮) সমুদ্রগড়, পিএফ- ১ ১,০৬,৩৫৫/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এসএমএই-পিএফ১, (৯) মগরা, পিএফ- ২ও৩, ৮,৫৪৮২/-, ৪,৪৪,৫০৮/-, ৮,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এমইউজি-পিএফ২-৩, (১০) সিলুর, পিএফ- ১, ৮,২২৯৮/-, ৪,২৭,৫৯১/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএএইচরূএলএ-পিএফ১, (১১) আত্রালীপ, পিএফ- ১, ৭,৫,৯১২/-, ৩,৯৪,৭৯২/-, ৭,৯০০/-, আরই২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএলএই-পিএফ১, (১২) বেঙ্গলা, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/- ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএএইচরূএলএ-পিএফ১, (১৩) ভাওয়ারডিকুরী, পিএফ- ১, ৮,৮,৭৯৯/-, ৪,৬১,৭৫৫/-, ৭,৩০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এলএকে-পিএফ১, (১৪) লোকনাথ, পিএফ- ১, ৬৯,৮৯০/-, ৩,৬৪,৪৪৮/-, ৭,৩০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এলওকে-পিএফ১, (১৯) মানকুড়, পিএফ- ১, ৯,৫,৬২১/-, ২,৯২,২২৯/-, ১০,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এমইউউউ-পিএফ১, (২০) মিজপতির বাঁকপুর, পিএফ- ১, ৭,৫,৯৩৫/-, ৩,৯৪,৮৬২/-, ৭,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এমবিই-পিএফ১, (২১) পারসিট, পিএফ- ১, ৮,২,২২৯/-, ৪,২৭,৫৯১/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-পিএলএই-পিএফ১, (২২) পাটুলী, পিএফ- ১, ৮,৮,৭৯৯/-, ৪,৬১,৭৫৫/-, ৭,৩০০/-, আরই২-জিএমইউ-সিএটিজি-পিটিএই-পিএফ১, (২৩) শিমুলগড়, পিএফ- ১, ৮,২,২২৯/-, ৪,২৭,৫৯১/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এএলজিউ-পিএফ১, (২৪) ব্রিসেনী, পিএফ-	



দেওয়া হতো না। শিক্ষকদের নিয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি প্রমাণেও অনায়াতী তারা ছুটি নেন। এমনজতে প্রত্যেকেই আসে। এই ঘটনার মধ্যস্থতার জন্য স্কুলে যান তৃণমুলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন আদী। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের

শিউলিদের কথা আজও লোকমুখে -- কুতিবাসের নলেন গুড় / জয়নগরের মোয়।/ দক্ষিণ বারাসগতের মিটি আম/ খাঁজা কাঁালের কোয়া/ সাগরের চাবড়া চিংড়ি/ সুন্দরবনের মট। এনে যদি দিতে পারো/ বাসবে ভালো বউ।।

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১০১ নিয়ন্ত্রিণিত কােরে জন নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেক্সার আদান করা হয়েছে, টেক্সার নং: ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫, ৬ এবং ৭ এবং ৮-এ বিদ্যমানজনের অধীনে ক্যাটারিং সেলেক্ট করা হয়েছে, যা, যি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা শিকিউরিটির মূল্য আরও মেন্ন নায় স্ট্র মার্কেটে স্থগিতা যাতে বাসিন্দে প্রচোনে আরও খাতিট সৃষ্টি করে তাহলে বাধা তরা নিয়ন্ত্রিণিত করে এবং (২) ক্যাটারিং সিলেক্ট ময়ে আইনগতভাবে জ্ঞানিত সৃষ্টি করে, এবং বিয়ে আরে কোন নিয়ন্ত্রিণিগে (ক) ক্যাটারিং সিলেক্ট করা হয়েছে, যা কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিষেবার জন্য থাকার কাসা দাব্যক থাকেন, প্রতিষ্ঠিতকর্ক শিকিউরিটিজ বিল্ডিং থেকে আরে সময়ের পরে।

৫হয়সাইট : www.er.indianrailways.gov.in / <http://ireps.gov.in>
এ টেক্সার বিবস্ত্রি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: [@ EasternRailway](#) [f @easternrailwayheadquarter](#)

১ ও ২, ৯৫,৬২১/-, ৪,৯৭,২২৯/-, ১০,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-টিবিএই-পিএফ১-২ (২৫) বৌদিগ্রাম, পিএফ- ১, ৮,২,২২৯/-, ৪,২৭,৫৯১/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিজিএমএ-পিএফ১. (২৬) বলাগড়, পিএফ- ১, ১,১০,৮৮৩/-, ৫,৯১,৮২২/-, ১১,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউএই-পিএফ১. (২৭) বেলমুড়ি, পিএফ- ১ ও ২, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৪৭,৮১২/- ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএমএই-পিএফ১-২. (২৮) ভদ্রেশ্বর, পিএফ- ৩, ৯,৫,৬২১/-, ৪,৯৭,২২৯/-, ১০,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউআর-পিএফ২. (২৯) দলনপুর, পিএফ- ১ ও ২, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৪৭,৮১২/-, ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-সিডিএই-পিএফ১-২. (৩০) দ্বিমুদ্রা, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-ডিএমএলএই-পিএফ১. (৩১) গ্রামীণ্য, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউএই-পিএফ১. (৩২) ডুমুরহাট, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-ডিএমএলএই-পিএফ১. (৩৩) গরিল্য, পিএফ- ১, ৮,৮,৭৯৯/-, ৪,৬১,৭৫৫/-, ৯,৩০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-বিএইউএই-পিএফ১. (৩৪) হরিশপাল, পিএফ- ১, ৬,৪,৫২৫/-, ৩,৪৫,৫০০/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এইচপিএল-পিএফ১. (৩৫) হাওড়াগড়, পিএফ- ১ ও ২, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৪৭,৮১২/-, ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এইচএআইআই-পিএফ১-২. (৩৬) জলীলটি, পিএফ- ১, ৭,৫,৯১২/-, ৩,৯৪,৭৯২/-, ৭,৯০০/-, ৭,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এইচওয়াইজি-পিএফ১. (৩৭) জৌগ্রাম, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-জেআইজি-পিএফ১. (৩৮) কাননজালা, পিএফ- ১, ৭,৫,৯১২/-, ৩,৯৪,৭৯২/-, ৭,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-জেসিপিও-পিএফ১. (৩৯) জিরাট, পিএফ- ১, ১,০৬,৩৫৬/-, ৫,৫৩,০৫১/-, ১১,১০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-জেআইজি-পিএফ১. (৪০) কলকাতা, পিএফ- ১, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৬৪,৪৪৮/-, ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-কেকেএই-পিএফ১. (৪১) ঝারগাছি, পিএফ- ১ ও ২, ৯৫,৬২১/-, ৪,৯৭,২২৯/-, ১০,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-কেএএই-পিএফ১-২. (৪২) খাল্য, পিএফ- ১, ৮,২,২২৯/-, ৪,২৭,৫৯১/-, ৮,৬০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-কেএইচএনএ-পিএফ১. (৪৩) কুন্তীঘাট, পিএফ- ১, ১,১৩,৮১০/-, ৫,৯১,৮১২/-, ১১,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-কেজেইউ-পিএফ১. (৪৪) মধুদনপুর, পিএফ- ১, ৭,৫,৯১২/-, ৩,৯৪,৭৯২/-, ৭,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এমডিএসই-পিএফ১. (৪৫) মাতাপুর, পিএফ- ১, ৬,৪,০১৩/-, ৩,৩২,৮৬৮/-, ৭,৭০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এমএগয়াইপি-পিএফ১. (৪৬) নলগ্রাম, পিএফ- ১, ৭,৫,৯১২/-, ৩,৯৪,৭৯২/-, ৭,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এনবিএই-পিএফ১. (৪৭) নদীাবপুর, পিএফ- ১, ৮,৮,৭৯৯/-, ৪,৬১,৭৫৫/-, ৯,৩০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এনএসএফ-পিএফ১. (৪৮) পোড়াবাজার, পিএফ- ১ ও ২, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৪৭,৮১২/-, ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-পিবিজেড-পিএফ১-২. (৪৯) সোমরাবাজার, পিএফ- ১, ১,১৩,৮১০/-, ৫,৯১,৮১২/-, ১১,৯০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এসওএই-পিএফ১. (৫০) পাল্লা রোড, পিএফ- ১ ও ২, ৬,৬,৮৮৮/-, ৩,৪৭,৮১২/- ৭,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-পারআই-পিএফ১-২. (৫১) হলদী, পিএফ ১, ৯,৫,৬২১/-, ৪,৯৭,২২৯/-, ১০,০০০/-, আরই১২-জিএমইউ-সিএটিজি-এইচটিজি-পিএফ১. স্ট্র লেনা মাংস পি ফুট x ফুট = ৩০ বর্গ ফুট (সি’ শ্রেণীর কমন: ১৮, ৩০, ৪৫, ৬৬ ও ৪০) এবং ১০ ফুট x ৬ ফুট = ৬০ বর্গ ফুট (নোনাগুটির জন্য)। লাইসেন্সের শ্রেণী : জিএমইউ (মহিলা) (এ’ শ্রেণীর ক. নং. ১ এবং সি’ শ্রেণীর কমন. ২, ৪, ৬ ও ১১ থেকে ২৪ -৭র জন্য) ও জিএমইউ (সামান্য) অন্যান্যগুলির জন্য। টেক্সার নথির মূল্য (১২ শতাংশ জিএসটি সহ: ৫,৬০০ টাকা (এ’ শ্রেণীর কমন-২ এর জন্য), ৩,৩৬০ টাকা (এ’ শ্রেণীর কমন-১ ও ২ এবং বি’ শ্রেণীর কমন-২ এর জন্য), ২,২৪০ টাকা (সি’ শ্রেণীর ক. নং ও থেকে ৮, ১২, ১৪, ২৬, ৩২, ৩২, ৪৩, ৪৩ ও ৪৯ এবং ১,১২০ টাকা অন্যান্যগুলির জন্য)। বরফের তারিখ: ২৮.০১.২০২৫ (এ’ শ্রেণীর কমন-২ এর জন্য), ২৭.০১.২০২৫ (সি’ শ্রেণীর কমন, ৪৫ থেকে ৪৮ এর জন্য) ও ২৪.০১.২০২৫ অন্যান্যগুলির জন্য। টেক্সার নথির মূল্যের উপর ১২ শতাংশ জিএসটি রাশি ফরফার্ড চার্জের মাধ্যমে নেওয়া হবে। তুক্তির মেয়াদ : ৫ বছর। অফারের বৈধতা : ৬০ দিন। টেক্সার নথি পাওয়া যাবে : www.ireps.gov.in দর কেবলমাত্র অনলাইনে জমা করা যাবে। কোনও মানু্যারী অফার হতে পারা হবে না। (HWN-534/2024-25)

৫হয়সাইট : www.er.indianrailways.gov.in / <http://ireps.gov.in>
এ টেক্সার বিবস্ত্রি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: [@ EasternRailway](#) [f @easternrailwayheadquarter](#)

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের সাধারণ কাজ

টেক্সার বিবস্ত্রি নং: ১/ইআ/১৯/০৩-২০২৫/কে/১১২০, তারিখ: ০৩-০১-২০২৫, নিয়ন্ত্রিণিত কােরে জন নিয়ন্ত্রণকারী দ্বারা ই-টেক্সার আদান করা হয়েছে, টেক্সার নং: ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫, ৬ এবং ৭ এবং ৮-এ বিদ্যমানজনের অধীনে ক্যাটারিং সেলেক্ট করা হয়েছে, যা, যি কোনো সময়ে, বন্ধক রাখা শিকিউরিটির মূল্য আরও মেন্ন নায় স্ট্র মার্কেটে স্থগিতা যাতে বাসিন্দে প্রচোনে আরও খাতিট সৃষ্টি করে তাহলে বাধা তরা নিয়ন্ত্রিণিত করে এবং (২) ক্যাটারিং সিলেক্ট ময়ে আইনগতভাবে জ্ঞানিত সৃষ্টি করে, এবং বিয়ে আরে কোন নিয়ন্ত্রিণিগে (ক) ক্যাটারিং সিলেক্ট করা হয়েছে, যা কোনো আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে পরিষেবার জন্য থাকার কাসা দাব্যক থাকেন, প্রতিষ্ঠিতকর্ক শিকিউরিটিজ বিল্ডিং থেকে আরে সময়ের পরে।

৫হয়সাইট : <http://www.ireps.gov.in>
ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই (সি ও সিএফসি), কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে

1. A Cancellation Notice bearing Ref no.6272/NBM/Store

‘ধাক্কা’ কাণ্ডের পর বিরাটের সঙ্গে কী কথা হয়েছে? খোলসা করলেন কন্টাস

সিডনি, ৮ জানুয়ারিঃ বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির সদ্য সমাপ্ত সংস্করণে দুটি ঘটনা শিরোনামে ছিল। সেটা সিরিজের ফলের দিক থেকে নয়। মেলবোর্নে এবং সিডনির দুটি ঘটনা। যা এই সিরিজে উত্তপ্ত পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। আর দুটি ঘটনাত্তেই কমন স্যাম কন্টাস। ভারতের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলির সঙ্গে ধাক্কা কাণ্ড এবং কথা কাটাকাটি হয়। তেমনই সিডনি টেস্টের প্রথম ইনিংসে জসপ্রীত বুমরার সঙ্গেও অথবা ঝাসেলায় জড়িয়েছিলেন মাত্র ১৯ বছরের স্যাম কন্টাস। প্রথম ঘটনার ক্ষেত্রে কার্যত সকলেই তাঁর পাশে দাঁড়ালেও বুমরার ক্ষেত্রে নয়। বিরাটের সঙ্গে ঘটনার আলাদা ইমপ্যাক্ট পড়েছিল। সিরিজ শেষে বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলেছেন, এমনই জানিয়েছেন বিতর্কের কেন্দ্রে থাকা অর্জি ওপেনার। মেলবোর্নে টেস্টেই অভিযুক্ত হয়েছিল স্যাম কন্টাসের। কেরিয়ারের প্রথম টেস্টেই জসপ্রীত বুমরার মতো



বিশ্বসেরা পেসারের মুখে। যদিও ১৯-এর তরুণ তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। বিধগংশী ব্যাটিং করেন বুমরার বিরুদ্ধে। হাফসেঞ্চুরি দিয়ে টেস্ট কেরিয়ার শুরু করেন। অস্ট্রেলিয়া সমর্থকদের মধ্যে আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ান স্যাম কন্টাস। সিরিজের দুটো টেস্টের প্রথম ইনিংসে দুটো ওভারের মাঝে বিরাট এগিয়ে আসছিলেন। স্যাম যাচ্ছিলেন নন স্ট্রাইকে থাকা উসমান খোমাজার সঙ্গে কথা বলতে। চলার পথেই বিরাট-কন্টাসের ধাক্কা। বিরাট কোহলির দিক থেকে ইচ্ছাকৃত বডি কন্টাক্ট ছিল, ম্যাচ রেকর্ডার তার জন্য শান্তিও দেন। বিরাটের ম্যাচ ফি-র ২০ শতাংশ জরিমানা করা হয় এবং এক ডিমেটরিট পয়েন্ট। যদিও অর্জি মিডিয়া এই ঘটনাকে এখানেই বন্ধ করেন। কিং কোহলিকে, ‘ক্লাউন কোহলি’ লেখা হয়েছিল অর্জি সংবাদপত্রে। যা নিয়ে প্রবল বিতর্ক হয়েছিল। সিরিজ শেষে নবল বিতর্ক ছিল বিরাট কোহলির সঙ্গে কথা বলেন স্যাম কন্টাস। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ওপেনার সিওটিসে একটিসে একটি আলাপচারিতায় বলেন, ‘‘সিরিজ শেষে কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল বিরাটের সঙ্গে। তাঁকে আদর্শ মেনেছি এবং তাঁর বিরুদ্ধে খেলতে পারাটা আমার কাছে কতটা সম্মানের সেটাই বলা।’’ বিরাটের সামনাসামনি হওয়ার অনুভূতি প্রসঙ্গে যোগ করেন, ‘‘ওর সঙ্গে যখন কথা বলতে যাই, মনে হচ্ছিল অবিশ্বাস্য কিছু ঘটছে। ওর উপস্থিতিতেই এমন। সকলে ওর নামে ধনি দিচ্ছিল, সমর্থকরা কাছে আসার চেষ্টা করছিলেন। বিরাট কোহলি খুবই বিনয়ী। দুর্দান্ত একজন ব্যক্তিত্ব। ও আমাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেছে-শ্রীলঙ্কা সফরে সুযোগ পেলে সামল্যাও পাব। আমার পুরো পরিবার বিরাটকে ভালো বাসে। ছোট থেকেই ওকে আদর্শ করেছি, ক্রিকেটের কিংবদন্তি বিরাট।’’

প্রবল বিরোধিতায় গ্রেম স্মিথ, অর্জুন রণতুঙ্গা! আইসিসি কি বদলাবে ভাবনা?

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

রোমাঞ্চ ফেরাতে টেস্ট ক্রিকেটকে টু-টিয়ার বা দ্বিতীয়ার করার ভাবনা চিন্তা শুরু করেছে আইসিসি। জয় শাহ বিশ্ব ক্রিকেট নিয়ামক সংস্থার চেয়ারম্যান হওয়ার পরই এই ভাবনা শুরু হয়েছে। ভারত, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ডের মতো দেশগুলোকে রাখা হবে প্রথম স্তরে। দ্বিতীয় স্তরে বাকি সদস্য দেশগুলো। এতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাড়বে বলে ধারণা আইসিসির। কিন্তু এ ভাবনা নিয়ে প্রবল প্রতিবাদও শুরু হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন ক্যাপ্টেন গ্রেম স্মিথ থেকে শ্রীলঙ্কার বিশ্বকাপজয়ী ক্যাপ্টেন অর্জুন রণতুঙ্গা সিরিজ নাকচ করে দিচ্ছেন আইসিসির এই ভাবনাকে। তাঁদের মনে হচ্ছে, এতে ক্ষতি হবে ক্রিকেটেরই। স্মাই স্পোর্টসের পডকাস্টে গ্রেম স্মিথের যুক্তি, ‘‘ভার মানে, সেটা তিনটে টিম শুধুই নিজেদের মধ্যে খেলে যাবে। তা হলে পরবর্তী টেস্ট



পক্ষে নেওয়া বেশ কঠিন হবে। ভারতের মতো বানিজ্যিক ভাবে সফল দেশের গ্রহণযোগ্যতা কিন্তু অন্যান্য টেস্ট খেলিয়ে দেশগুলোর কাছে বণ্ঠে। শুধুমাত্র তিনটে দেশের উপর নির্ভর করে আইসিসি কী ভাবে টেস্টকে শক্তিশালী করবে? আমার মনে হয়, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলো টেস্টে শক্তিশালী হয়ে উঠুক। সেই

প্রত্যাশা থাকা উচিত। সেটাই টেস্ট ক্রিকেটের পক্ষে ভালো।’’ রণতুঙ্গা আবার বলছেন, ‘‘আমি অর্থনীতিটা বুঝতে পারছি। এতে কিন্তু তিনটে বোর্ডের পকেট ভরবে। মাথায় রাখতে হবে, ক্রিকেট মানে কিন্তু পাউন্ড, ডলার আর রুপিজ নয়। প্রশাসনকে খেলাটা যেমন লালনপালন করতে হবে, তেমনই শক্তিশালী করে তুলতে হবে। ভারত বরাবর বিশ্ব ক্রিকেটকে দিশা দেখিয়েছে। জগমোহন ডালমিয়া, রাজসিং দুঙ্গারপুর, শরদ পাওয়ার, শশাঙ্ক মনোহরদের ভারতের জন্য ভালোবাসাটা হৃদয়েই থেকেছে। তাঁরা কিন্তু উন্নতির সার্বিক ছবিতেই চোখ রেখেছেন বরাবর। ভারতের কাছ থেকে ওই ভিশনটা দরকার।’’ জয় শাহ যতই বৈপ্লবিক হওয়ার চেষ্টা করুন, আইসিসির সবেচ্চ পদে বসে হ্যাং করে সব কিছু পাণ্টে কেলবেন, তা কিন্তু হবে না। সদস্য দেশগুলোর আস্থা অর্জন করতে না পারলে তিনিই চাপে পড়ে যাবেন।

ইস্টবেঙ্গলের ছোঁয়াচে রোগ? ডার্বির ৭২ ঘণ্টা আগে ধাক্কা বাগান শিবিরে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৮ জানুয়ারিঃ ১১ জানুয়ারি, গুয়াহাটিতে হবে আইএসএলের ফিল্মি ডার্বি তথা ইস্ট-মোহরের লড়াই। বছর শুরুতেই এই দিনটি দুই দলের সমর্থকদের কাছে এক মাহেন্দরক্ষণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিবারের মতো এই ম্যাচকে কেন্দ্র করে বাংলার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে উত্তেজনার শেষ নেই। এবারের ডার্বি শুধু শহর কলকাতা নয়, গোটা দেশের ফুটবল আনুগত্যীদের নজরকে আকর্ষণ করবে। কারণ মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের আসর বসবে সুদূর অসমের গুয়াহাটির স্টেডিয়ামে। তবে, এই উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টদের জন্য এক দুঃসংবাদ। দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় অনিরুদ্ধ থাপা হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছেন এবং তার ডার্বিতে খেলার সম্ভাবনা এখন অনেকটাই ক্ষীণ। গত কিছু দিন ধরেই চলছে ডার্বির প্রস্তুতি। সল্টলেক স্টেডিয়ামে প্র্যাকটিস শুরু করেছিলেন মোহনবাগানের কোচ হোসে মেলিনা। কিন্তু বুধবার, এক বেদনাদায়ক ঘটনায় ডার্বির প্রস্তুতির বাকি পথটা অনেকটাই অন্ধকার হয়ে পেল। সল্টলেক স্টেডিয়ামের প্র্যাকটিসে গ্রাউন্ডে অনুশীলন করতে নেমেছিলেন মোহনবাগানের খেলোয়াড়রা। এদিনই চোট পেলেন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার অনিরুদ্ধ থাপা। চোটের কারণ হিসেবে জানা গেছে, তাঁর হ্যামস্ট্রিংয়ের তীব্র ক্ষতি হয়েছে, যা প্রাথমিক পরীক্ষায় পুঁষিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। চোটের গভীরতা জানার জন্য আরও কিছু মেডিক্যাল পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে ডার্বির জন্য তাকে নিয়ে আশাবাদী হওয়া কঠিন। অনিরুদ্ধ থাপার চোটের ফলে, মেলিনার পরিকল্পনা আর একরকম হয়ে যেতে পারে। মেলিনা, যিনি শুরু থেকেই ডার্বির জন্য একটি শক্তিশালী দল তৈরি করার লক্ষ্যে কাজ করছিলেন, তাকে এখন নতুন করে ভাবতে হবে। দলের একাদশে নতুন কারও অন্তর্ভুক্তি এখন প্রায় নিশ্চিত। তবে যে খেলোয়াড়টি অনিরুদ্ধ থাপার জায়গায় খেলার জন্য প্রস্তুত, তা হচ্ছে সাহাল আব্দুল সামাদ। সামাদ তার গতির জন্য পরিচিত এবং তিনি মাঝমাঝে দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম। তবে তার জন্য এটা হবে নতুন এক চ্যালেঞ্জ, কারণ ডার্বির মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে এই দায়িত্বটি গ্রহণ করা সহজ নয়। এদিকে, দলে অন্য

পরিবর্তনও দেখা যাচ্ছে। চোট সারিয়ে ফিরেছেন মনবীর সিং, যিনি প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে ছিলেন। তার ফিরে আসা মেলিনার দলের জন্য সুখের হলেও, গ্রেগ স্টুয়ার্ট এবং দিমিত্রি পেত্রাতোস এখনও প্রথম একাদশে ফিরতে পারেননি। তাদের অনুশীলনে পরিবর্ত দলের অংশ হিসেবে খেলতে দেখা গেছে। স্টুয়ার্টের খেলা না থাকলে, আক্রমণভাগে একটা কমতি পড়বে, কারণ তিনি সৃষ্টিশীল খেলোয়াড় হিসেবে খ্যাত। এমন পুরো প্রস্তুতি এক নতুন দিক নিতে চলেছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে কোচ মেলিনা তার পরিকল্পনার পর্যালোচনা শুরু করেছেন। একদিকে যেমন দলের কিছু গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়রা চোটের কারণে অনুশীলন এবং ম্যাচে অংশগ্রহণ করতে পারছেন না, তেমনি অন্যদিকে, মেলিনা কিছু নতুন সমন্বয়ের মাধ্যমে দলকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করছেন। বিশেষত, ম্যাকলারেন এবং কেমিংসের জুটি আক্রমণভাগে তাদের শক্তি এবং গতির জন্য পরিচিত। মেলিনা চাইছেন যে, এই জুটি ডার্বির দিন তাদের সেরা পারফরম্যান্স দেখাতে পারুক। এই



পরিস্থিতিতে, দলের প্রস্তুতি এবং তার নীল কনশা পুনর্নির্মাণ করার চাপটা এখন পুরোপুরি হোসে মেলিনার কাঁধে। তাকে ভাবতে হবে কিভাবে একটি নতুন সমন্বয়ের মধ্যে দলকে শক্তিশালী করে তুলে মাঠে নামানো যাবে। বিশেষত, যদি অনিরুদ্ধ থাপা এবং গ্রেগ স্টুয়ার্টের মতো দুজন খেলোয়াড় অনুপস্থিত থাকেন, তবে দলের আক্রমণ এবং মাঝমাঠের ভার অনেকটাই কমে যেতে পারে। এদিকে, প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গলও ডার্বির জন্য প্রস্তুত।

তারা জানে, এই ম্যাচে একটিও ভুল তাদের জন্য বড় মূল্য দিতে পারে। তাদের ডার্বির জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় করতে হচ্ছে, তবে মোহনবাগানের পরিস্থিতি এখন বেশ কঠিন। একদিকে চোটের কারণে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার অনুপস্থিত, অন্যদিকে কোচ মেলিনার পরিকল্পনাকে আবার নতুন করে সাজানোর চাপ। এখন ১১ জানুয়ারি ডার্বি শুধু একটি ম্যাচ নয়, এটি হয়ে উঠছে একটি পরীক্ষার ক্ষেত্র, যেখানে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টদের জন্য জয়ী হওয়ার জন্য তাদের পরিকল্পনা, তাদের শক্তি, এবং সবেপরি তাদের খেলোয়াড়দের প্রতিশ্রুতি নিয়ে আরও একবার লড়াই করতে হবে।

মেসি-সুয়ারেজের সঙ্গে পুনর্মিলনের আভাস নেইমারের, দিলেন শেষের ইঙ্গিতও!

একের পর এক চোটে আল-হিলালের হয়ে তেমন একটা মাঠে নামার সুযোগ মিলছে না নেইমারের। আপাতত মাঠের বাইরে থাকা ব্রাজিলিয়ান তারকা দিলেন সৌদি ফুটবল ছাড়ার আভাস। সম্ভাব্য গন্তব্য হতে পারে দুই প্রাক্তন সতীর্থ লিওনেল মেসি ও লুইস সুয়ারেজের ইন্টার মায়ামি।

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

লিওনেল মেসি, লুইস সুয়ারেজ ও নেইমার-এই ‘ত্রিফলা’ আক্রমণভাগকে কি আবারও দেখা যেতে পারে মাঠে? মেসি ও সুয়ারেজ একসঙ্গেই খেলছেন। ইন্টার মায়ামির আক্রমণভাগে জুটি বেঁধেছেন দুজন। বাদ রয়েছেন শুধু নেইমার। সৌদি আরব ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে উড়ান দিয়ে তার কি প্রাক্তন দুই ক্লাব সতীর্থের সঙ্গে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা আছে? উত্তরটা শুধু নেইমারের মুখেই, ‘কে জানে! ফুটবল তো বিশ্বেয়ে ভরপুর।’ সম্প্রতি গ্লোব মরসুর আগাওয়াতে প্লোয়ার ক্যারিয়ার অ্যাওয়ার্ড জেতেন নেইমার। তারপর সিএনএন স্পোর্টসকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন এ কথা। তবে ‘এমএসএন’ নামের সেই ত্রিফলা আক্রমণ ফিরিয়ে আনা নিয়ে নেইমার শুরুতে যা বলেছেন, সেসব শুনলে মেসি, সুয়ারেজ ও ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের সমর্থকরা আশাবাদী হয়ে উঠতেই পারেন। এমএসএন-নামটি শুনলেই ফুটবলপ্রেমীদের ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত বার্সেলোনার তির্যক মরসুম মনে পড়বেই। সে সময় বার্সায় বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার গড়েছিলেন মেসি, নেইমার ও সুয়ারেজ। বার্সাকে ২০১৪-১৫ মরসুমে ‘ট্রেলব’ জেতানোর পাশাপাশি এই ত্রিফলা আক্রমণভাগের কাছ থেকে ৬৬৪ গোল এবং ১৭৩টি গোলে সহায়তা দেখেছে ফুটবলবিশ্ব।



মেসি ছাড়েন পরের বছর। সময়ের পরিক্রমায় গত বছর আবারও ইন্টার মায়ামিতে এক হয়েছে মেসি-সুয়ারেজ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাবটিতে মেসি যোগ দেন ২০২৩ সালে। সে বছরই ২২ ডিসেম্বর মায়ামি জানায়, ২০২৪ সালের মরসুম থেকে মায়ামির খেলবেন উরুগুয়ে তারকা সুয়ারেজ। নেইমার পিএসজি ঘুরে ২০২৩ সালে যোগ দেন সৌদি আরবের ক্লাব

আমার বন্ধু। এখনো আমাদের মাঝে কথা হয়। ত্রয়ী (আক্রমণভাগ) পুনর্জীবিত করাটা হবে আকর্ষণীয় ব্যাপার। আল হিলালে আমি সুখেই মেসি যোগ দেন ২০২৩ সালে। সে বছরই ২২ ডিসেম্বর মায়ামি জানায়, ২০২৪ সালের মরসুম থেকে মায়ামির খেলবেন উরুগুয়ে তারকা সুয়ারেজ। নেইমার পিএসজি ছাড়ার খবর বের হওয়ার সময় যুক্তরাষ্ট্রে দলবদলের সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

তাই আমার (ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার) সেই সুযোগটা ছিল না। যে পরিকল্পনার (সৌদি আরবে) কথা তারা আমাকে জানিয়েছিল, সেটা খুব ভালো। শুধু আমার নয়, আমার পরিবারের জন্যও। তাই সৌদি আরবে যাওয়াই ছিল আমার কাছে সেরা সুযোগ।’’ মায়ামিতে সম্প্রতি এক বছরের চুক্তি নবীকরন করেছেন সুয়ারেজ। আল হিলালে নেইমারের চুক্তির বর্তমান মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত। অর্থাৎ ২০২৬ সালে এই তিন তারকার একসঙ্গে খেলার সুযোগ থাকছে। আর সে বছরই যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল। ২০১৪, ২০১৮ ও ২০২২ বিশ্বকাপে খেলেও ব্রাজিলকে শিরোপা জেততে পারেননি নেইমার। তাঁর বয়স বলছে, ২০২৬ বিশ্বকাপই হতে পারে ক্যারিয়ারের শেষ বিশ্বকাপ। নেইমার নিজেও মানছেন সে কথা, ‘‘আমি চেষ্টা করব সেখানে (২০২৬ বিশ্বকাপ) থাকার। আমি জানি, এটাই আমার শেষ বিশ্বকাপ। আমার শেষ মরসুম। সেখানে খেলার জন্য আমি সব রকম চেষ্টাই করব।’’ ব্রাজিলের হয়ে ২০২৩ সালের অক্টোবরে সর্বশেষ খেলেছেন নেইমার। এরপর দীর্ঘদিনের জন্য চোটে পড়েন। গত বছর অক্টোবরে আল হিলালের হয়ে মাঠে ফিরে আবারও চোটে পড়েন। সৌদি প্রো লিগের চলতি মরসুমের প্রথম অর্ধশে খেলতে পারেননি। এখন আবারও ক্লাব ও জাতীয় দলে ফেরার লড়াইয়ে নেমেছেন নেইমার।

দূরত্ব বাড়ছে নতুন প্রজন্মের সঙ্গে?

বিরাট-রোহিতকে রঞ্জি খেলার পরামর্শ শাস্ত্রীর

মুম্বই, ৮ জানুয়ারিঃ টিম ইন্ডিয়া যে এ বারের বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হাতছাড়া করেছে, তা নিয়ে যত না আলোচনা হচ্ছে, তার থেকে বেশি আলোচনা হচ্ছে বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকে নিয়ে। অর্জি সফরে গিয়ে এ বার রোহিত ৫ ইনিংসে করেছেন মাত্র ৩১ রান। আর কোহলি ৯টি ইনিংসে করেছেন ১১১ রান। ভারতীয় ক্রিকেটের দুই স্তম্ভর নামের পাশে এই রান বোমানা। দেশ-বিদেশের প্রাক্তনরা বিরাট-রোহিতকে ফর্মে ফেরার জন্য নানা পরামর্শ দিয়েছেন। ভারতের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী এ বার রোহিত-বিরাটকে দিয়েছেন রঞ্জি খেলার পরামর্শ। শাস্ত্রীর ধারণা নতুন প্রজন্মের সঙ্গে যদি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে, তা কেটে যাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেললে। ঘরোয়া ক্রিকেটকে বরাবরই

ভারতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। একইসঙ্গে চলে তারকাপুজোও। অতীতে সুনীল গাভাসকরের মতো কিংবদন্তি জানিয়েছিলেন, ভারতে

(রোহিত, বিরাটদের), তা হলে ওদের ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলা উচিত। দীর্ঘদিন ধরে টেস্ট ক্রিকেট খেলেছে ওরা, কিন্তু তারপরও ঘরোয়া



ক্রিকেটে খেলা উচিত বলব। তার দুটো কারণ, এক বর্তমান প্রজন্মের সঙ্গে যে ওরা আছে সেটা বোঝাতে হবে। আর দ্বিতীয়ত, তরুণ প্রজন্মের সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে

নিতে হবে।’’ ভারতের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর বর্ডার গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্টের পর সিডনি থেকে প্রেস কনফারেন্সেও জানিয়েছিলেন, লাল বলের ক্রিকেটকে গুরুত্ব দিতে হবে। গম্ভীর এও পরিষ্কার করেন যে, তিনি চান দলের সকলে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলুক। গত রঞ্জি ট্রফিতে বিরাট, রোহিতের মতো সিনিয়র ক্রিকেটাররা খেলেননি। তারপর তাঁরা নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ভালো পারফর্ম করতে পারেননি। সেই সময়ও দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেছিলেন, বিরাট-রোহিতেরও উচিত রঞ্জিতে খেলা। এ বার দেখার সত্যিই রো-কো জুটিকে ঘরোয়া ক্রিকেটের মঞ্চে ফিরতে দেখা যায় কিনা।

পিসিবিকে চরম বার্তা আইসিসির! সময়মতো স্টেডিয়ামের কাজ শেষ না হলে নেওয়া হবে অন্য ব্যবস্থা

দুবাই, ৮ জানুয়ারিঃ এ বার কি পাক ক্রিকেট বোর্ডের টনক নড়বে? যা পরিস্থিতি তাত্তে ক্রিকেট মহলে এই নিয়েই আলোচনা হচ্ছে। আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আয়োজক পাকিস্তান। ফেব্রুয়ারি মাসের ১৯ তারিখ থেকে টুর্নামেন্ট শুরু হতে চলেছে। তার আগে প্রবল চাপে পিসিবি। সে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান অধ্যক্ষ এখনও মানতে নারাজ যে তাঁরা সমস্যা রয়েছে। কিন্তু সত্যিই সমস্যা বড়। কারণ, পাকিস্তানকে আয়োজকের দায়িত্ব টুর্নামেন্ট তার মধ্যে একটিরও সংস্কারের কাজ পুরো হানি। এ বার যে কারণে স্টেডিয়ামের কাজ নিয়ে পিসিবিকে ‘ব্লুশিয়ারি’ দিচ্ছে আইসিসি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি শুরু হতে ৪৪ দিন বাকি রয়েছে। তবে আইসিসি পিসিবিকে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শেষ করার জন্য ডেডলাইন দিয়েছে ২৫ জানুয়ারি। সম্প্রতি পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নকভি লাহোরের গদাফি স্টেডিয়ামের কাজ দেখতে গিয়েছিলেন। পিসিবির এক্স হ্যাণ্ডেলের শোয়া করা এক ভিডিওতে দেখা গিয়েছে যে স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ সময়মতো শেষ হবে বলছেন মহসিন নকভি। নেটদুনিয়ায় ভিডিওর হওয়া বোর্ড কয়েকটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে মাঠ, গ্যালারি, ক্লাব হাউস, ড্রেসিংরুম কোনও কিছুই ঠিকমতো তৈরি নয়। করাটির ন্যাশনাল স্টেডিয়াম, লাহোরের গদাফি স্টেডিয়াম ও রাওয়ালপিন্ডি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে

হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ম্যাচগুলি। ক্রিকেট মহলে বলা হচ্ছে, এতদিন সময় নেই পাক বোর্ড, তারপরও সময়মতো সব স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ শেষ করতে পারবে না পিসিবি, এমনটাই মনে হচ্ছে। অনেকে এও বলছেন, ভারত টুর্নামেন্ট খেলতে সে দেশে আসবে কিনা, তা না ভেবে বরং স্টেডিয়াম সংস্কারের কাজ আরও গুরুত্ব দিয়ে করা যায় কিনা সেদিকে নজর রাখতে হত। আইসিসি একবারও বলেনি যে পাকিস্তানকে আয়োজকের দায়িত্ব থেকে সরানো হবে। কিন্তু স্টেডিয়ামের কাজ সময়মতো না করলে এ বার হয়তো পুরো টুর্নামেন্ট সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরে যেতে পারে। এও শোনা যাচ্ছে। এক সূত্র বলেছেন, ‘‘খুবই খারাপ ছবি উঠে আসছে। তিনটে স্টেডিয়াম তৈরি তো দূর, বরং সংস্কারও থমকে। অনেক কাজ বাকি রয়েছে। আসন, ফ্লাডলাইট, অন্যান্য পরিষেবা, আউটফিল্ড এবং মাঠের বেশ কিছু অংশের কাজ বাকি। কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে ওখানের আবহাওয়া সঙ্গ দিচ্ছে না। ডেডলাইনে ভেতু তৈরি না হলে সমস্যা আছে। সেমি-রেডি ভেতুতে টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যাবে না। পরের সপ্তাহে ছবিটা পরিষ্কার হবে।’’

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

সদ্য বর্ডার-গাভাসকর ট্রফি শেষ হয়েছে। দেশে ফিরেছে ভারতীয় টিম। অস্ট্রেলিয়া সফরে সুযোগ পাওয়া ক্রিকেটারদের অনেকেই থাকবেন বিশ্রামে। অনেকে নেমে পড়বেন ঘরোয়া ওয়ান ডে টুর্নামেন্ট বিজয় হাজারে ট্রফিতে। নকআউট পর্বের ম্যাচে বিজয় হাজারেতে যোগ হবে বেশ কিছু বড় নাম। মূলত যারা অস্ট্রেলিয়ায় খুব বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি তাঁদেরই দেখা যাবে। অনেকে এক ম্যাচেও খেলেননি। কেউ আবার পরিবর্ত ফিল্ডার নেমেছেন। নকআউট পর্বে কোন বড় নাম দেখা যাবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে? বিজয় হাজারে ট্রফির প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে কাল নামছে বাংলা। অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতের টেস্ট স্কোয়াডে ছিলেন বাংলার দুই ক্রিকেটার অভিমন্যু ঈশ্বরপণ ও আকাশ দীপ। প্রথম জন অবশ্য এ বারও টেস্ট অভিযেকের সুযোগ পাননি। সিডনি টেস্টে বুমরা চোটো মাঠ ছাড়ায় পরিবর্ত ফিল্ডার হিসেবে নেমেছিলেন অভিমন্যু। আকাশ দীপ খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন। পিঠের চোটে শেষ ম্যাচে খেলতে পারেননি। তাঁকে বিশ্রামে রাখা হয়েছে। বেস্টবল্লুর ন্যাশনাল সেন্টার অব এন্টিলেসে রিহাব হবে। হরিয়ানার বিরুদ্ধে প্রি-কোয়ার্টারে অভিমন্যুকে



পাবে বাংলা। সরাসরি বরোদায় টিমের সঙ্গে যোগ দেবেন এই ওপেনার। অস্ট্রেলিয়ায় শুধুমাত্র সিডনি টেস্টে খেলা প্রসিধ কৃষ্ণও ফিরছেন ঘরোয়া ওয়ান ডে-তে। সিডনিতে ভালো পারফর্ম করেছেন প্রসিধ। তাঁকে কন্ট্রিকের হয়ে খেলতে দেখা যাবে। তাদের আরও দুই প্লয়ার দেবদত্ত পাড়িঙ্কাল ও লোকেশ রাহুল ছিলেন। রাহুল অবশ্য বিশ্রামে থাকবেন। দেবদত্তকে পাবে কন্ট্রিক। অরুণিম্পনার অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দরকে অবশ্য নকআউটের শুরুতেই পাওয়া যাবে না। তামিলনাড়ু সেমিফাইনালে উঠলে সেই পর্ব থেকে খেলবেন ওয়াশিংটন। সদ্য ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর মন্তব্য করেছেন, যে সমস্ত প্লয়াররা নিজেদের টেস্ট ক্রিকেটে দেখতে চায়, তারা যেন সুযোগ পেলেই ঘরোয়া ক্রিকেটে নেমে পড়ে। সেই নির্দেশে ভুলছেন না প্রসিধ, অভিমন্যুরা।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৭ বর্ষ ● দ্বিতীয় সংখ্যা ● ১ জানুয়ারি ২০২৫

brain
spinal cord
nerves

নার্ভের অসুখ

- ক্যাসার বা টিউমার যেখানে রেডিয়েশন চিকিৎসার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ
- ল্যারিংক্স বা কন্ঠনালীর ক্যানসার
- গলর্রাডার ও প্যানক্রিয়াস ক্যানসার
- হার্টের অসুখ মানেই জীবন শেষ নয়
- হাইপারটেনশন ও কিডনি ডিজিজ
- ফেসিয়াল নার্ভের অসাড়তা
- স্নায়ুকেন্দ্রে আঘাত
- স্নায়ু যুদ্ধে মৃগী রোগ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন